রঙ্গপুর শাখা

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা

আশ্বিন

---

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল সম্পাদক

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু সহঃ সম্পাদক

( পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত )

---

## সূচীপত্র



---

কলিকাতা

নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৩ বঙ্গাব্দ

---

ড় টাকা ] [ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০ আনা ]

# নিবেদন

উত্তর বঙ্গবাসী ও যাবতীয় সাহিত্য-সেবিগণের নিকটে আমাদিগের নিবেদন [illegible] উত্তর বঙ্গের ইতর ভদ্র অনেক লোকেরই ঘরে হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি [illegible] হইয়া কীটের উদর পূর্ণ করিতেছে। ঐ উপেক্ষিত গ্রন্থগুলিই উত্তর বঙ্গীয় [illegible] অতুল কীর্ত্তি। যাহাতে মাতৃভূমির অতুল প্রতিভার শেষ নিদর্শনগুলি রক্ষিত হয়, [illegible] সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা উচিত। যিনি যে উ[illegible]য়ে যাহা পারেন সংগ্রহ করিয়া [illegible] অর্পণ করুন। যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ সহজসাধ্য নহে তাহাদের সংক্ষিপ্ত [illegible]পিবদ্ধ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিন। কোথায় কোন পুঁথি আছে, তাহার [illegible] এবং কিরূপে তাহা সংগৃহীত হইতে পারে এই সকল সংবাদ লিখিয়া [illegible] পরিষদ্ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। উত্তর বঙ্গীয় ঐতিহাসিক উপকরণ যথা [illegible] শিলালিপি বা তাহার আদর্শ, প্রাচীন মুদ্রা, সনন্দ, ফর্ম্মাণ, দলিলাদি যাহা উপ[illegible] তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং প্রদাতার নাম প্রকাশ করা যাইবে। স্থানীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি পাঠাইলে প্রকাশোপযোগী হইলে পত্রিকায় তাহা স্থান পাইবে। দুর্লভ [illegible] মূলাব[illegible] প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সম্ভব মত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেও সভা প্রস্তুত আছে। পত্রাদি সভার সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

| | |
|---|---|
| সপ্তপুষ্করিণী<br>শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর | শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র [illegible]<br>সম্পাদক |

# ভূমিকা

ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে আজ দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আমাদিগের জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনে ব্রতী রহিয়াছেন। এই সভা পত্রিকা ও অন্যান্য বহু প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা বঙ্গভাষার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি পরিষদের প্রযত্নে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গবাসীর প্রাচীন সাহিত্য-গৌরব প্রচার করিতেছে। কিন্তু অপ্রকাশিত গ্রন্থের তুলনায় ইহাও অকিঞ্চিৎকর। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র এক্ষণে আরও বিস্তৃত হইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং ভাষা বিজ্ঞানাদির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের একখানি বিস্তৃত মৌলিক ইতিহাস সঙ্কলনার্থ বিক্ষিপ্ত উপকরণাদি সংগ্রহকেও পরিষৎ মুখ্য কর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। বঙ্গের প্রতি জেলায় উহার এক একটী শাখার স্থাপনা ব্যতিরেকে পরিষদের আরব্ধ এই সকল বৃহৎ কর্ম্মের সিদ্ধি কখনই সম্ভবপর নহে। বঙ্গের উপবিভাগগুলি যদি স্ব স্ব ভার গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ কার্য্যটীও যে অনায়াস-সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা রঙ্গপুর হইতেই কতকাংশে সপ্রমাণিত হইয়াছে। বিগত ১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের ১১ই তারিখে রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। এই অতিনবীনা ক্ষুদ্রশাখা-সভাটী প্রথমবর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে মাত্র পদার্পণ করিয়াছে। বিগত বর্ষে শাখা সভা উত্তর বঙ্গের যে সকল প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা উহার প্রথম সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মূল-সভা হইতে প্রকাশিত একখানি মাত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা স্বীয় কার্য্য বিবরণ এবং বঙ্গের সকল স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের ক্রম বিস্তৃত কার্য্যবিবরণাদি ও প্রতি অধিবেশনে পঠিত উত্তর বঙ্গের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতে যে অবসর পাইবেন, তাহা বোধ হয় না। শাখা-সভার সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী প্রকাশে হস্তক্ষেপ করাও মূল-সভার পক্ষে সম্ভবপর নহে, কেন না তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সংগৃহীত রাশীকৃত অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে এখনও বহু অর্থব্যয় ও সময়ের আবশ্যক। অথচ এই সকল অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়া শাখা-পরিষদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। কাজে কাজেই মূল সভার ন্যায় রঙ্গপুর শাখা পরিষদের একখানি স্বতন্ত্র মুখপত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। এরূপ একখানি নিজস্ব পত্রিকার অভাবেই সভার উদ্দেশ্যাদি ও কার্য্যাবলী এ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে প্রচার করিতে পারা যায় নাই, এবং তজ্জন্যই সভার অধিবেশনকালে উপস্থিত সভ্যগণ ব্যতীত অপরে সভা সম্পর্কীয় কোন বিষয় অবগত হইতে না পারিয়া তৎপ্রতি অনুরক্ত হইবার সুযোগও প্রাপ্ত হন নাই। ইহাও শাখা-পরিষদের একখানি পৃথক্ মুখপত্র প্রকাশের অন্যতর কারণ।

এই পত্রিকাপ্রকাশ মূল-সভার সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং উহার পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার নিজের যন্ত্রালয়ে স্বল্পব্যয়ে ইহার মুদ্রণাদি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রাগুক্ত মহাত্মার এবং উত্তর বঙ্গস্থিত কয়েকটী খ্যাতনামা লেখকের উৎসাহ-প্রণোদিত হইয়াই আমরা রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের মুখপত্রখানির জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখা-সভার এই মূল পত্রখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুরস্থ শাখা-পত্রিকা নামে অভিহিত এবং ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস হইতে বর্ষারম্ভ গণনা করিয়া প্রতি তৃতীয় মাসে প্রকাশিত হইবে। ইহার আকার রয়েল আটপেজী চারিফর্ম্মার কম হইবে না। পত্রিকাখানির অর্দ্ধাংশ প্রধানতঃ উত্তর-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহাসিক তত্ত্ব, এবং প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথির বিবরণাদিতে পূর্ণ থাকিবে। অপরাংশে উত্তর বঙ্গের দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী গ্রন্থকারের পরিচয় ও গ্রন্থালোচনাসহ পৃথক্ পৃথক্ পত্রাঙ্ক দ্বারা ক্রমশঃ এরূপ ভাবে মুদ্রিত হইবে যে, গ্রাহকগণ এক একখানি গ্রন্থপ্রকাশ সমাপ্ত হইলেই পত্রিকা হইতে উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া রাখিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত পত্রিকার পরিশিষ্টে রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের মাসিক ও বার্ষিক কার্য্য বিবরণাদি নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। পত্রিকা খানির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলাদি সহ ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের সভ্যগণ ইহা বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-রঙ্গপুর-শাখা পত্রিকা-পরিচালন ও অন্যান্য গ্রন্থাদি প্রকাশার্থ নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া শাখা-সভা ও একটী গ্রন্থ-পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি গঠিত করিয়াছেন। যথা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার আট ল, শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম,এ, বি,এল, মহোদয়কে উহার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়কে তাঁহার সহকারীরূপে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। পত্রিকার প্রকাশার্থ প্রবন্ধ, বিনিময় পত্রিকা, ও মূল্যাদি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে পাঠাইতে হইবে। অপরাপর বিষয় নিয়মাবলীতে দ্রষ্টব্য।

পরিশেষে উত্তর বঙ্গবাসী সাহিত্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকটে আমাদিগের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা স্বীয় জন্মভূমির প্রাচীন সাহিত্য-গৌরব বৃদ্ধি এবং ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষার নিমিত্ত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকারের পরিচয়াদি সহ আমাদিগের নিকটে প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিন এবং অপ্রাপ্য প্রাচীন পুঁথির বিবরণাদি ও উত্তর বঙ্গের যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহেও তৎপর হউন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখা-কার্য্যালয় শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

রঙ্গপুর, আশ্বিন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখার সম্পাদক।

প্রথম ভাগ ] [ প্রথম সংখ্যা

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( রঙ্গপুর-শাখা )

## প্রাচীন কামরূপ

( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখার ১৩১৩, ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত )

যে দেশের স্নেহোর্ম্মির শ্যামলবক্ষে আজন্ম সুখে বিচরণ করিতেছি, যে দেশের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আমাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তির ও সুখসমৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, যে দেশের হৃদয়োত্থিত পীযূষপূরিত সুশীতল বারি আমাদিগের শুষ্ককণ্ঠ সতত সরস করিয়া দিতেছে, যে দেশের সস্নেহ আহ্বান নানাবিধ বিহগকূজনরূপে শ্রবণবিবরে নিয়ত অমিয় ক্ষরণ করিতেছে, সেই দেশের সেই আমাদিগের সর্ব্বফলপ্রদা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির অতীত কাহিনীর উপরিভাগ হইতে বিস্মৃতির সমষ্টিভূত ধূলিকণা অপসারিত করিলে মনে যেরূপ গৌরবানুভূতি হইবে, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। এই গৌরবানুভূতি হইতে নির্জ্জীবদেহ অনুপ্রাণিত হইয়া নবশক্তিধারণ এবং দীর্ঘ-সুপ্ততা ও অনুৎসাহকে চির বিদায় লইতে বাধ্য করে।

মাতৃভূমির অতীত কাহিনী আলোচনার এই উত্তম পরিণতির বিষয় অবগত হইয়া প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতিই সর্ব্বাগ্রে তৎসঙ্কলনে অভিনিবিষ্ট হয়। যে জাতির অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি যত উজ্জ্বল যত অলঙ্কৃত, অধঃপতনের ঘনান্ধকারময় অতি নিম্নস্তরে পতিত হইলেও তাহার পুনরভ্যুদয়-আশা ততই সন্নিকটবর্ত্তী। এই মহান্ সত্য আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় নাই বলিয়াই আমাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডার মাতৃভূমির অগণ্য অতীত কাহিনীরূপে রত্নরাজির পরিবর্ত্তে কাল্পনিক পাত্রপাত্রীর অসার-গর্ভ আপাতমনোহারিণী প্রণয়-কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তীকালে আহরণ-নিপুণতার অভাবে অনেকানেক সুরভি সম্পদে সমৃদ্ধ-লোভনীয় কুসুম ঝরিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এই বিষম ভ্রমসংশোধনার্থ বঙ্গে একটী উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছে। সুধীগণ উপন্যাস ছাড়িয়া ইতিহাসে মন দিয়াছেন। অবশ্য সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে উপন্যাসের স্থান নাই একথা আমরা বলিতেছি না। আমাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনুপাতে উহার আধিক্য ও রুচির বিকৃতির কথাই আমাদিগের বলার

অভিপ্রায়। এই উত্তেজনার সময়ে আমাদিগের অত্যধিক সাবধানতার প্রয়োজন। শিব নির্ম্মাণ করিতে গিয়া যেন মর্কটাকৃতি আসিয়া না পড়ে। এরূপ হইলে ফল বিষময় হইবে, সন্দেহ নাই।

অতিরঞ্জন ও অনুমান ঐতিহাসিকের স্খলনের কারণ। উহা হইতে অসত্য অবতারিত হইয়া লোককে প্রতারিত করে। সুতরাং সতর্কতার সহিত উহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। ঐতিহাসিক তথ্যালোচনায় অনেক সময়ে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত এবং সত্যের নিকটবর্ত্তী হইলে ফলপ্রদ হয়। কোন একটী অজ্ঞাত বিষয়কে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা অধিক। আলোচনার বহির্ভাগে পড়িয়া থাকিলে, বিষয়টীর উপরে বিস্মৃতির অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া তাহার চিরবিলয় সাধন করিবে।

উপর্য্যুপরি বহুবিপ্লবে আমাদিগের ঐতিহাসিক উপকরণ এক প্রকার উৎসাদিতই হইয়াছে। যাহা [illegible] ছিল, তাহাও বৈদেশিকদিগের হস্তে পতিত। কাজেকাজেই যে কোন স্থানের ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা আমরা করি না কেন, তাহাতেই বৈদেশিকদিগের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাহারা স্বীয় অনুসন্ধিৎসার ফলে যে সকল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছে, তাহা স্থানাভিজ্ঞতানিবন্ধন স্থলবিশেষে যে বিকৃত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং সাবধানতার সহিত ঐ সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণীয়। হৃতাবশিষ্ট কিছু কিছু উপকরণ যে দেশের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া না আছে এরূপ নহে। সে গুলির সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ।

রঙ্গপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের এক খানি বিস্তৃত ইতিহাস সঙ্কলন আমাদিগের অভিপ্রায়। রঙ্গপুর-শাখা পরিষৎ এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে যেরূপ ভাবে উপকরণাদি সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে শাখা সাহিত্য-পরিষদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে অধিক গৌণ হইবে না।

রঙ্গপুর ও তৎসন্নিহিত ভূভাগের পুরাবৃত্ত প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপরাজ্যের বিবরণেরই অন্তর্গত। সুতরাং আমরা অগ্রে সেই কামরূপেরই বিবরণ পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত করিব। এই দেবগণেরও স্পৃহণীয় স্বভাবের লীলা-নিকেতন কামরূপ ক্ষেত্রের বিবরণ উত্তরবঙ্গের করতোয়ার পূর্ব্বতীরস্থ অধিকাংশ ভূভাগেরই ইতিহাসের আদিকাণ্ডরূপে গৃহীত হইতে পারে।

পৌরাণিক যুগ

প্রাচীন কামরূপ বহু দৈত্যদানবের নিদারুণ পদাঘাত অকাতরে সহ্য করিয়াছে। দুর্দ্দম পৈশাচিক তাণ্ডবে বহুবার কম্পিত হইয়াছে। স্বয়ং স্বভাবও ইহার উপরে স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রটী করেন নাই। কিন্তু বিড়ম্বনার পশ্চাতে পশ্চাতে সান্ত্বনা জাগতিক বিধানেই উপস্থিত হইয়া পৈশাচিক তাণ্ডবের পরিবর্ত্তে মনোরম অপ্সরা-নৃত্যের অবতারণা করিয়া থাকে।

পাঠক! জগতের এই সুখদুঃখাভিনয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ কামরূপের ইতিবৃত্তের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান আসামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটী উপবিভাগ কামরূপ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া পুরাকালের তন্নামখ্যাত একটী বিরাট রাজ্যের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র রক্ষা করিতেছে। এই বিরাট রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আমরা রামায়ণ গ্রন্থে দেখিতে পাই। রামায়ণে এই রাজ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশৎ সর্গের ৩০-৩১ শ্লোকে এই প্রাগ্‌জ্যোতিষের অবস্থানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"যোজনানি চতুঃষষ্টি বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্‌।
তস্মিন্‌ বসতি দুষ্টাত্মা নরকোনাম দানবঃ॥"

রামায়ণোক্ত এই বরাহ ও কামপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অপুনর্ভবক্ষেত্র ও অপুনর্ভব নামক সরোবরের কথা যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই বরাহপর্ব্বতের রমণীয় সানুদেশ ও বিশাল গুহাদিতে রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতাকে অনুসন্ধান করার জন্য বীরবর সুগ্রীব তাঁহার অনুচরবর্গকে উপদেশ দিয়াছিলেন। রামায়ণ গ্রন্থে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু বর্ণিত হয় নাই।

ভারত-বিবরণের মহাসমুদ্রবিশেষ মহাভারতগ্রন্থে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য সম্পর্কীয় অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। তৎকালে নরকপুত্র ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ছিলেন। রামায়ণোক্ত চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত বিরাট প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্য মহাভারতের সময়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ ব্যতীত তৎসন্নিহিত শোণিতপুর বর্ত্তমান তেজপুর, হিড়িম্ব বর্ত্তমান কাছাড়, জয়ন্ত বর্ত্তমান জয়ন্তিয়া, কৌণ্ডিল্য বর্ত্তমান শাদিয়া এবং মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের নাম উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি যে কখনও প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিত এবং কখনও বা অধীনতাপাশ মুক্ত হইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কামরূপের প্রাগ্‌জ্যোতিষ আখ্যাই পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রাচীনতন প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ্যের কামরূপ আখ্যা সর্ব্বপ্রথমে পুরাণ তন্ত্রাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গরুড়পুরাণে যথা—"কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা তত্র তিষ্ঠতি।" মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে কামরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, হরকোপানলে ভস্মীভূত কামদেব এই স্থানে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার কামরূপ আখ্যা হয়। উক্ত পুরাণের ৩৭ অধ্যায়ে আরও লিখিত হইয়াছে যে, কামরূপে থাকিয়া ব্রহ্মা নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উহার প্রাচীন আখ্যা প্রাগ্‌জ্যোতিষ হয়। কালিকাপুরাণের ৩৭ অধ্যায়ে যথা—

"অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রতি নক্ষত্রং সসর্জ্জহ।
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা॥"

কামরূপের বিস্তৃত বিবরণ তন্ত্রাদি সগৌরবে ধারণ করিতেছে। নীলতন্ত্র, বৃহন্নীলতন্ত্র এবং যোগিনীতন্ত্র কামরূপ-কথায় পরিপূর্ণ। এই শেষোক্ত যোগিনীতন্ত্রখানি কামরূপের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ইহাতে আর কোন কথা স্থান পায় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্রাদি ব্যতীত মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ মহাকাব্যের ৪র্থ সর্গে রঘুদিগ্বিজয়-বর্ণনায় কামরূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্।
ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধযৈঃ॥
কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানার্চ্চপাদয়োঃ॥" রঘু ৪র্থ সর্গ।

পৌরাণিক যে সকল গ্রন্থে কামরূপ-বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে যে সকল আধুনিক ও আধুনিকপূর্ব্ব গ্রন্থে উক্ত রাজ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এস্থানে আমরা উল্লেখ করিতেছি।

বৈদেশিক পর্য্যাটকদিগের মধ্যে হুয়েন সাং স্বয়ং কামরূপে আগমন করিয়া কিছুকাল কুমার ভাস্করবর্ম্মার রাজধানীতে অবস্থান করেন। তিনি কামরূপের তৎকালীন সমৃদ্ধাবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্থানীয় হস্তলিখিত বংশাবলী ইত্যাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭৫১ শকাব্দে অর্থাৎ ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুঁকন মহাশয় কলিকাতায় কামরূপের প্রথম ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ইহার দ্বাদশ বর্ষ পরে অর্থাৎ ১৮৪১ ইংরেজী অব্দে মাত্র ৪৩ পৃষ্ঠায় মিষ্টার রবিন্সন্ Descriptive account of Assam নামক পুস্তিকা রচনা করেন। এই সময়ে আসামরাজ পুরন্দরসিংহ স্বর্গদেবের আজ্ঞায় কাশীনাথ তামুলী ফুকন আসামী ভাষায় একখানি সংক্ষিপ্তবুরঞ্জী ( ইতিহাস ) মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মহাত্মা হাণ্টারের সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার গ্রন্থে সমগ্র আসাম-রাজ্যের বিবরণ মাত্র দশ ছত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বুকানন হামিলটন্ সাহেব সংগৃহীত বিবরণও অতি সংক্ষিপ্ত। "আসাম বুরঞ্জী" নামক আসামের প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর আসামী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় মুদ্রিত করাইয়াছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মিত্ররাজ্য কোচবিহার হইতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বি, এল, মহোদয় কর্ত্তৃক মহারাজের ব্যয়ে যে The Cooch Bihar State and its land revenue Settlements নামক গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কামরূপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সন্নিবেশিত আছে। কেন না এই কোচবিহার রাজ্যও এক কালে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত

ছিল। আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মিষ্টার ই, এ, গেইটের রচিত আসামের ইতিহাসই পূর্ব্বপ্রকাশিত সকল গ্রন্থের সারাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। তবে বৈদেশিকাদিগের হস্তে ভারতীয় পৌরাণিক যুগ যেরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়া থাকে, মিষ্টার গেইট কামরূপের পৌরাণিক যুগ ঠিক সেই ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের সভ্যতা বিকাশের কাল করাঙ্গুলিতে গণনা করা করা যাইতে পারে, তাঁহাদিগের পক্ষে ভারতীয় বহু যুগ যুগান্তকাল পূর্ব্বে বিকশিত সভ্যতার চিত্রণ কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না।

কামরূপের আসাম আখ্যা

আহম্‌রাজগণ এই প্রাচীন রাজ্যের কামরূপ আখ্যা ঘুচাইয়া আসাম আখ্যা প্রদান করেন এবং কামরূপ উহার একটী সামান্য উপবিভাগরূপে পরিগণিত হইয়া পূর্ব্ব গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র রক্ষা করিতে থাকে।

কামরূপের অবস্থান ও সীমা

কামরূপ রাজ্যের সীমা বিভিন্ন কালে বিভিন্নরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। উহার রামায়ণিক অবস্থান অতলস্পর্শ বরুণালয় মহাসমুদ্রের মধ্যে চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত বরাহ নামক গিরিশৃঙ্গোপরি, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বরাহপর্ব্বতের নাম যোগিনীতন্ত্রেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার দ্বিতীয় অধ্যায় ৭ম ও ৮ম পটলে লিখিতআছে যে, বরাহ ও কামের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে অপুনর্ভবক্ষেত্র কহে। বারাহী নামক একটী পীঠেরও উল্লেখ ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

"বারাহী প্রথমং পীঠং দ্বিতীয়ং কোলপীঠকম্।" (যোগিনীতন্ত্র ২।১ পটল।)

মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্ব্বের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

"তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ প্রাগ্‌জ্যোতিগমুপাদ্রবৎ।
তত্র রাজা মহানাসীৎ ভগদত্তো বিশাম্পতে॥
তেনাসীৎ সুমহদ্‌যুদ্ধং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ॥
স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ॥"

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে দিগ্বিজয়ার্থ উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের রাজ্যে উপনীত হন, তখন তিনি কিরাত, চীন এবং সাগর-তীরস্থ অন্যান্য অনুপদেশবাসী বহুসংখ্যক যোধগণের সহিত সমবেত ছিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে চীন ব্রহ্মদেশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সে সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরের ভুজবলে শাসিত হইত। এজন্য রাজসূয়িক পর্ব্বের ৩৪ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষশ্চ নৃপতির্ভগদত্তোমহারথঃ॥
স তু সর্ব্বৈঃ সহ ম্লেচ্ছৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ।"*

* বঙ্গবাসী প্রকাশিত মহাভারতের মূল ২৪৫ পৃঃ এবং অনুবাদ ২৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাগরতীরবর্ত্তী জলপ্রধান দেশস্থ সমস্ত ম্লেচ্ছগণের সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি মহারথ নরপতি ভগদত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আরব্ধ রাজসূয় যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমা নির্দ্দেশিত হয় নাই, অবস্থান মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণতন্ত্রাদিতে এই রাজ্যের সীমা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে যথা,—

"করতোয়া সত্যগঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রিতা।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদ্দেশং পুরং তদা॥"

(কালিকাপুরাণ ৩৮।১২১ অধ্যায়)

সত্যগঙ্গা করতোয়া হইতে পূর্ব্বদিকে ললিতকান্তা পর্য্যন্ত এই পুর বিস্তৃত। যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের চতুঃসীমা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরি করতোয়াত্তু পশ্চিমে॥
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥
ত্রিংশৎ যোজনং বিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শতযোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্॥"

করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ কামরূপ, ইহার উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বসীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রনদ ও লাক্ষানদীর সঙ্গমস্থল। এই ক্ষেত্র ত্রিকোণাকারবিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ্য শতযোজন অর্থাৎ প্রতিযোজন ৮ মাইল হিসাবে ৮০০মাইল, প্রস্থ ত্রিশযোজন অর্থাৎ ২৪০ মাইল।

বিষ্ণুপুরাণে এই রাজ্যের বিস্তার প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের চতুর্দ্দিকে একশত যোজন পরিমিত লিখিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণোক্ত ললিতকান্তা দিক্করবাসিনীর নিকটেই অবস্থিত।†

বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং প্রদত্ত বিবরণে কামরূপের বেষ্টনী ১০,০০০ লী অর্থাৎ ১৬৬৭ মাইল লিখিত হইয়াছে। ইহার সহিত যোগিনীতন্ত্রোক্ত কামরূপের বেষ্টনী যাহা ১৭০০ মাইল পরিমিত, তাহার সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে।‡

আমরা পূর্ব্বে বৈদেশিকদিগের হস্তে ভারতীয় পৌরাণিক যুগের অসম্পূর্ণ ও বিকৃত চিত্রণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ কামরূপের সীমানির্দ্দেশক যোগিনীতন্ত্রের শ্লোকের

† বিশ্বকোষ ৪০২ পৃঃ কামরূপ দেখ।

‡ The Cooch Bihar State and its land revenue Settlements, দ্বিতীয় অঃ ২০১ পৃঃ।

অদ্ভুত ব্যাখ্যা যাহা আমরা মিষ্টার ই, এ, গেইটের আসামের ইতিহাসে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। গিরিকন্যা পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ মহাদেব কামরূপ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন এবং তাহা হইতেই যোগিনীতন্ত্রের উৎপত্তি এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। কথিত শ্লোকের একস্থানে সম্বোধন পদযুক্ত "গিরিকন্যকে" শব্দের প্রয়োগ আছে অর্থাৎ মহাদেব "হে গিরিকন্যকে" এইরূপে সম্বোধন করিয়া পার্ব্বতীকে কামরূপের সীমাদি বলিতে-ছেন। মিষ্টার গেইট উহাকে কামরূপের সীমানির্দ্দেশক কোন গিরির নাম স্থির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"In the Jogini Tantra, which is probably a later work, Kamarupa included the tract lying between the Karatoya river on the west and the Dikrang on the east, the Mountains of Kanchana and Girikanyaka on the north, and the confluence of the Brahmaputra and Lakshmi rivers on the South, that is to say, it included roughly, the Brahmaputra valley, Bhutan, Rangpur and Koch-bihar."

রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্গত।

সহজবোধ্য শ্লোকের এরূপ কদর্থ যাঁহারা করিতে পারেন, দুর্বোধ্য শ্রুতিস্মৃতির বচনাদির তাহাদিগের হস্তে কিরূপ বিড়ম্বনা ঘটে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। যাহা হউক, 'গিরিকন্যকে' ত্যাগ করিলে মিষ্টার গেইট অন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ ঘটে নাই। তাঁহার গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্ত্তী ভূভাগ, ভোটান রাজ্য, রঙ্গপুর ও কোচ-বিহার, কামরূপের যোগিনীতন্ত্রোক্ত সীমার মধ্যে পতিত হয়। আসাম বুরঞ্জীতে লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরভূমি, রঙ্গপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ী সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন-কামরূপের অন্তর্গত ছিল।*

যে ক্ষীণতোয়া শৈবলিনী তটিনী অধুনা জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও বগুড়ার পাদদেশ ধৌত করিয়া মন্থর গতিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছে, তাহাই বেদোক্ত 'সদানীরা' এবং পুরাণ তন্ত্রোক্ত 'করতোয়া'। উহা সেই অতীতযুগে কি পবিত্রতায় কি গমনক্ষিপ্রতায়, কি আকারের বিশালত্বে পুণ্যস্রোতা বেগবতী ভাগীরথী অপেক্ষা কোনও অংশে হীনা ছিল না। করতোয়া-মাহাত্ম্যে ৬৩ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে,—

"করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়তে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

মিষ্টার ফ্রান্সিস্ বুকানন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশের তথ্য সংগ্রহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া উহার প্রতি জেলার নদীসকলের যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে রঙ্গপুরের নদীসমূহ মধ্যে 'করতোয়া' সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

* গুণাভিরাম বড়ুয়ার আসাম বুরঞ্জীর প্রথম অধ্যায় ৮ পৃষ্ঠা।

"The Karatoya, which at the commencement of this degenerate age (Kaliyuga) formed the boundary between the dominions of Bhagadatta and those of Virat, now forms part of the boundary between this district and that of Dinajpoor."*

( ক্রমশঃ )

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

# করতোয়া†

## প্রথম অধ্যায়

বেদ ও সদানীরা, গণ্ডক, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সদানীরাই করতোয়া, করতোয়া নামোৎপত্তি।

বৈদিক কাল আর্য্যপ্রভাব

বঙ্গের প্রাচীন ইতিবৃত্তের সহিত করতোয়া নদী বিশেষ ভাবে জড়িত বলিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা। বেদান্তর্গত শতপথব্রাহ্মণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "সদানীরা" নদী পর্য্যন্ত আর্য্যপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।‡ সদানীরা নদী এক্ষণে কোথায়?

সদানীরানদী

স্কন্দপুরাণান্তর্গত পৌণ্ড্রখণ্ডে, § হেমচন্দ্রাভিধানে ও অমরকোষে ‖ করতোয়াকেই সদানীরা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে করতোয়ার বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—"করতোয়া ( স্ত্রী ) স্বনামখ্যাত উত্তরদেশস্থ নদীবিশেষঃ। তৎপর্য্যায়ঃ—সদানীরা ২ ইত্যমরঃ। সদানীরবহা ৩। ইতি শব্দরত্নাবলী॥ *॥ গৌরীবিবাহসময়ে শঙ্করকরগলিতসংপ্রদানতোয়প্রভবত্বাৎ করস্য তোয়ং বিদ্যতেঽস্যা ইতি করতোয়া অর্শ আদিত্বাদচঃ। শ্রাবণে এতদ্বর্জ্জং সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলাঃ ইয়ং তু ন রজস্বলা অতএব সদা সর্ব্বদা নীরমস্যা ইতি সদানীরা। তথা চ স্মৃতিঃ অথাদৌ কর্কটে দেবী ত্র্যহং গঙ্গা রজস্বলা। সর্ব্বরক্তবহা নদ্যঃ করতোয়াম্বুবাহিনী॥' ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ॥"

* মার্টিন সাহেবের ইষ্টারণ ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ৩য় ভলিউমের ৩৫৯ পৃঃ।

† বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার ১৩১৩ স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত

‡ শতপথব্রাহ্মণ, ১ কাণ্ড, ৪ অধ্যায়, ১ ব্রাহ্মণ।

§ "করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

‖ "করতোয়া সদানীরা বাহুদা সৈতবাহিনী।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ গণ্ডক নদকে সদানীরা বলিয়া অনুমান করেন। যদি গণ্ডককেই সদানীরা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বৈদিক যুগে স্থাপিত পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন গণ্ডকের পশ্চিম পারে হওয়া উচিত। ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণেও পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে।* কিন্তু পুরাণকার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন আধুনিক বঙ্গদেশে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বামনপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণে পৌণ্ড্রদেশ ভারতের পূর্ব্বাংশে বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা :—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তামলিপ্তকা।
মালা মাগধগোনন্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদা স্মৃতাঃ॥"

( ব্রহ্মাণ্ড ১।৪৮।৫, বা ১৩।৪৫, মা ৫৮।১৩, মং ১১৩।৪৫ )

পাশ্চাত্য পণ্ডিত কানিংহাম, ওয়েষ্ট-মেকট, স্মিথ, বেভারিজ এবং ফার্গুসন প্রভৃতি বঙ্গদেশ মধ্যেই পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধনের অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন এবং আমাদের স্বর্গীয় মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়, স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন বঙ্গদেশে লিখিয়াছেন।* তবে পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধনের অবস্থান লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ আছে বটে। আমি পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া তীরবর্ত্তী মহাস্থান নামক স্থানই প্রাচীন পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন।† ইহা বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমা হইতে বলির ক্ষেত্রজপুত্র পুণ্ড্র কর্ত্তৃক বৈদিকযুগে স্থাপিত এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে মদীয় প্রবন্ধটী পড়া আবশ্যক। এখানে করতোয়ার অবস্থান নির্দ্দেশে সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে। সুতরাং বঙ্গে যে বৈদিক কালাবধিই আর্য্য সমাগম হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে।

আবার গণ্ডকের পূর্ব্বপারস্থিত কৌশিকী নদীতীরে বৈদিক কালের রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে তপোনিরত দেখা যায়।‡ মনুসংহিতাতেও বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে ছিল অনুমানে বুঝা যায়।

* উপরোক্ত পণ্ডিতগণের মত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে দ্রষ্টব্য।
Journal of the Royal Asiatic Society (New Series) Vol. VI. p. 238, Indian Antiquary 1878, Cunningham's Archaeological Survey, Vol XV. বিশ্বকোষ, পুণ্ড্রবৰ্দ্ধন প্রস্তাব' ৺বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধ, সাহিত্য ১৩০৯; প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৪ প্রভৃতি।

* 'অন্ত্যান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি এতেহন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি। বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮।

† ১৩১০ সাল অগ্রহায়ণের ভারতীতে মল্লিখিত পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ মহাভারত বন পর্ব্ব, ১২১ অঃ।

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥"

( মনুসংহিতা ২য়, ২২শ শ্লোক )

অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।§

এই সকল আলোচনা করিলে গণ্ডককে কিছুতেই প্রাচীন সদানীরা বলা চলে না, বরং বঙ্গদেশেই সদানীরা নদী আসিয়া পড়ে। আবার পুরাণকারগণের, হেমচন্দ্রাভিধানের ও অমরকোষের মতের বিরুদ্ধে যখন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন করতোয়াকে সদানীরা বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তির কারণ কি আছে ?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, করতোয়াকেই যেন সদানীরা বলিয়া গ্রহণ করা গেল, সে করতোয়া নদী কোথায় ?

করতোয়ার অবস্থান যদি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে নির্দ্দেশ করা যায়, তবে কামরূপের সীমা বঙ্গ বিহার ছাড়িয়া আরও পশ্চিমে ধাবিত হয়। কারণ যোগিনীতন্ত্রে প্রাচীন কামরূপের চতুঃসীমা এইরূপ বর্ণিত আছে,—

কামরূপ

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্তু পশ্চিমে ॥"

অর্থাৎ করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত ; ইহার উত্তর সীমা কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী।"

কালিকাপুরাণেও লিখিত আছে,—

"করতোয়া সত্যগঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রিতা।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদ্দেশং পুরং তদা ॥"

( কালিকাপুরাণ ৩৮।১২১ অধ্যায় )

করতোয়া নাম্নী সত্যগঙ্গা হইতে পূর্ব্বদিকে ললিতকান্তা পর্য্যন্ত এই পুর বিস্তৃত।

আসাম বুরঞ্জির মতেও কামরূপের পশ্চিম সীমা করতোয়া নদী। সুতরাং বঙ্গদেশ মধ্যেই করতোয়ার অস্তিত্ব আসিয়া পড়িতেছে।

আমরা দেখাইব যে সদানীরা বা করতোয়া নদী আমাদের গৃহের নিকট দিয়া নিঃশব্দে দীনাভাবে প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গের জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা দিয়া প্রবাহিতা যে করতোয়া নাম্নী নদী আছে, আমরা তাহাকেই প্রাচীনা করতোয়া নদী বলিতে চাই। এই করতোয়া ব্যতীত করতোয়া নাম্নী আর কোন নদী নাই। অমরকোষের ইংরেজ সম্পাদক মিঃ কোলব্রুক—করতোয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"A river in north Bengal" * উত্তর বঙ্গের একটী নদী। করতোয়া এক্ষণে যেরূপ ক্ষুদ্রাকার, তাহাকে

* উইলসনের বিষ্ণুপুরাণের প্রদেশতত্ত্ব দেখুন।

বৈদিক সদানীরা বলিতে বাস্তবিকই ইতঃস্তত হইবার কথা ; কিন্তু করতোয়ার প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, করতোয়া যে অল্প দিন হইল এহেন দীনদশায় উপনীত হইয়াছে বুঝা যাইবে।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত পৌণ্ড্রখণ্ডের মতে হরগৌরীবিবাহকালীন হিমালয়দত্ত এবং হর-কর হইতে পতিত জলরাশি হইতে করতোয়া নদী উৎপন্ন।

ঈশ্বর উবাচ :—

"পাণিগ্রহণকালে তে দেবি হিমবতা জলং।
সংপ্রদত্তং মৎকরাচ্চ নির্গতং করজা ভুবি॥"

( করতোয়া-মাহাত্ম্যে ৪র্থ শ্লোক )

বৈদিককালের পর পৌরাণিককাল। হর-বিবাহ কোন কালের কথা জানিনা। পৌরাণিককাল হইলে প্রশ্ন হইতে পারে,—যদি পৌরাণিক কালেই করতোয়া নদীর উদ্ভব, তাহা হইলে উহা বৈদিক কালের সদানীরা হইল কি প্রকারে এ কথার উত্তর সহজে দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কিছু অসম্ভব নয় যে, হর গৌরী বিবাহ কালীন হর-কর হইতে পতিত জল সদানীরা নদীতে পতিত হওয়া অবধি করতোয়া নাম ধারণ করিয়াছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

করতোয়ার পূর্ব্বাবস্থা, পুরাণাদিতে করতোয়া, করতোয়ারবিস্তৃতি, হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গ ও করতোয়া, করতোয়ার ভূতত্ত্ব, বাণিজ্যে করতোয়া, নাগশঙ্কর ও করতোয়া।

করতোয়ার পূর্ব্বাবস্থা।

বৈদিক কাল হইতে রামায়ণের কাল পর্য্যন্ত করতোয়া বোধ হয় সদানীরা বলিয়া পরিচিতা ছিল ; কারণ রামায়ণে করতোয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের কাল হইতে আমরা প্রথম করতোয়ার নাম দেখিতে পাই।

মহাভারতের যুগে যখন ব্রহ্মপুত্র নদ প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়া হিমালয়ের পাদবিধৌতসাগরের সহিত মিলিত ছিল, তখন করতোয়া নদী তীর্থরূপে পূজিত হইত।*

সে সময় বর্ত্তমান বগুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্ত সাগরজলে প্রক্ষালিত হইত এবং করতোয়াও এইখানেই সাগরের সহিত মিলিত ছিল। মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব পাঠে ইহা বেশ উপলব্ধি হয়।

করতোয়ার বিস্তৃতি।

করতোয়া পূর্ব্বে একটী সুবৃহৎ নদী ছিল। বৃহৎ নদী দ্বারাই দেশের সীমা নির্দ্দেশ স্বাভাবিক। সেই জন্যই যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে কামরূপের সীমানির্দ্দেশকালে করতোয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময় ব্রহ্মপুত্র হয়ত সেরূপ বৃহৎ নদ ছিল না ; নতুবা ব্রহ্মপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া করতোয়া দ্বারা সীমা নির্দ্দেশ সম্ভাবিত নহে।

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, তীর্থযাত্রা প্রকরণ ৮৫ অধ্যায়।

বল্লালসেন করতোয়া দ্বারা বরেন্দ্রপ্রদেশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে দেখা যায় করতোয়ার দ্বারা সূর্য্যদ্বীপের সীমা নির্ণীত হইয়াছে।*

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হিউ-এনথ্‌-সঙ্গ ও করতোয়া হইতে একটী বিশাল নদী অতিক্রম করিয়া কামরূপ রাজ্যে গমন করেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন যে, "The kingdom of Paundra Bardhan was separated from Kamrup by a large rivar viz. Brahmapntra" † অর্থাৎ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্য কামরূপ হইতে একটী বৃহৎ নদী দ্বারা পৃথক্‌কৃত ছিল, সেটী ব্রহ্মপুত্র নদ।

মিত্র মহাশয়ের একথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্লাবিত করিয়া তখন করতোয়া নদী প্রবাহিতা ছিল।

যথা :—

"করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্‌ প্লাবয়তে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

( করতোয়া মাহাত্ম্যে ৬৩ শ্লোক )

হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গের করতোয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়াই কামরূপে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। তখন ব্রহ্মপুত্রের অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ, থাকিলেও সেরূপ প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার ফ্রানসিস্‌ বুকানন সাহেব লিখিয়াছেন,—"কলিযুগের প্রারম্ভে করতোয়া নদী ভগদত্তের রাজ্য ও বিরাট রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল।" *

মিঃ ওডেনেল লিখিয়াছেন, "করতোয়া এককালে আকারে প্রথম শ্রেণীর নদী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এই জেলার বহু ক্ষুদ্রনদী অপেক্ষা ও অল্পপরিসর ও অগভীর। এই জেলার দুই প্রকার বিভিন্ন মৃত্তিকার সত্ত্বার বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইহা ভূতত্ত্বের একটী অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার। এই উভয় প্রকারের মৃত্তিকা পাশাপাশি অবস্থিতা, কিন্তু পরস্পরসম্পর্ক বিহীন এবং একের ধ্বংশে অন্যের কোন অংশই গঠিত নহে। সাধারণতঃ এই দুই মৃত্তিকা করতোয়া নদীদ্বারা বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ ইহা অনুমান হয় যে এই উভয় প্রকারের মৃত্তিকা যে স্থানে গঙ্গা বিধৌত-মৃভাগ, পূর্ব্বদিক্‌ হইতে ব্রহ্মপুত্র গঠিত বদ্বীপের

করতোয়ার ভূতত্ত্ব

* সূর্য্যদ্বীপ—ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ, ইচ্ছামতীর পূর্ব্বোত্তরাংশ, করতোয়ার উত্তরাংশ, কপোতাক্ষনদ ও বড় গঙ্গার পূর্ব্বাংশ স্থিত প্রদেশ সমূহ সূর্য্যদ্বীপ বা যোগীন্দ্র দ্বীপের সীমা। ( সম্বন্ধনির্ণয় ২য় সংস্করণ ৫৭৩ পৃ )

† Indo Aryan, Vol II. p. 235.

* Eastern India, Vol III. p. 359.

ভগদত্তের রাজ্য অর্থাৎ কামরূপ; বিরাট রাজ্য অর্থাৎ বরেন্দ্র প্রদেশ। বরেন্দ্র প্রদেশ বিরাট রাজ্য বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ( লেখক )

সহিত ( এই গঙ্গাধৌত-মৃত্ভাগ ও ব্রহ্মপুত্র গঠিত বদ্বীপই বঙ্গের পলি মিশ্রিত সমভূমি ) মিলিত হইয়াছে, তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে। এইরূপ হইলেই এই সংযোগ রেখা প্রথমতঃ একটী বৃহৎ মোহানাও তৎপরে একটী বৃহৎ নদীর সত্বার কল্পনা আমাদের মনে উদিত হয়। মোহানা ( Estuary ) গঠনের যুগ এক্ষণে স্মরণাতীত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যদিও ইহার সত্বার বিষয় "থীয়ার" মৃত্তিকার নিম্নবর্ত্তী বালুকা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু করতোয়া নদী-খাতে অথবা ইহার নিকটে যে এককালে একটী বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত, তাহা কিম্বদন্তি দ্বারা এবং এই জেলা, ইহার উত্তরস্থিত রঙ্গপুর জেলা এবং দক্ষিণবর্ত্তী পাবনা জেলার বর্ত্তমান অবস্থার দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহার আকার এত বৃহৎ ছিল যে, ইহা পুরাণে গঙ্গার ন্যায় পূত-সলিলা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।* ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত Von den Bruke কৃত বঙ্গদেশের মানচিত্রে করতোয়া একটী বৃহৎ নদীরূপে এবং ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংযুক্ত চিহ্নিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার মানচিত্র আমরা বিশ্বাস করি, কেননা, বঙ্গের এই অংশের পথ এবং নগর প্রভৃতি তৎকৃত মানচিত্রে সঠিক আছে।"†

মিঃ বেভারিজ লিখিয়াছেন, "আমি বগুড়া ও ময়মনসিংহ সেরপুরের দশকাহনিয়া নাম সম্বন্ধে একইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাই। বগুড়া সেরপুর দশকাহনিয়া নামে অভিহিত হয়, যেমন ময়মনসিংহ সেরপুর ও দশকাহনিয়া নামে অভিহিত হয়।‡ ইহার কারণ এই যে, করতোয়া কালে এমন বিস্তৃত ছিল যে, উহা পার হইতে দশ কাহণ করিয়া কড়ি লাগিত।

মেজর রেণেলের সময়ে তাঁহার মানচিত্র দেখিয়া প্রমাণিত হয় যে, করতোয়া একটী বৃহৎ নদীরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বুকানন হামিল্টন তাঁহার দিনাজপুর ও রঙ্গপুর-বিবরণীতে লিখিয়াছেন, "ইহা একটী নদীর মত নদী এবং হিন্দুদের নিকট মহাপবিত্র ছিল।"

লঘুভারতে লিখিত আছে—"করতোয়ার পশ্চিমে ভাব্‌তা গ্রামে ভবানী নাম্নী মহাপীঠ এবং তাঁহার পুরী আছে। তাহার উত্তরে করতোয়া তটে এক সেরপুর, এবং করতোয়ার পূর্ব্ব পারে বঙ্গের দ্বিতীয় সেরপুর আছে, তাহার মধ্যে করতোয়া নাম্নী মহানদী প্রবল ভাবে প্রবাহিতা। তাহাতে ত্রিস্রোতা ও ব্রহ্মপুত্র শাখাদ্বয় পরে মিলিত হইয়াছে। করতোয়া পার হইবার জন্য

* Statistical Account of Bengal, VIII by W. W. Hunter.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, No 1, 1878.

‡ মিঃ বেভারিজের এ কথা ঠিক এরূপ নহে। বগুড়া সেরপুর "মরিচা সেরপুর" নামে ও ময়মনসিংহ সেরপুর "দশকাহনিয়া সেরপুর" বলিয়া কথিত হয়।

"In these books it is always spoken of as Sherpur Murcha, to distinguish it from Sherpur Daskahonia now situated in Maimensing" ( Hunter's Bogra )

খেয়া নৌকায় দশকাহন করিয়া কড়ি লাগিত বলিয়া বর্ত্তমান ( ময়মনসিংহ ) সেরপুর, 'দশ-কাহন সেরপুর' নামে অভিহিত হয়।"*

১২৬৮ সালে লিখিত সেতিহাস বগুড়াবৃত্তান্ত নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে. "এই নদীর বিষয়ে এমন জনশ্রুতি আছে যে, শত বৎসর পূর্ব্বে উহার কলেবর অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাল গতিকে স্বেচ্ছায় নিজ মূর্ত্তি গোপন করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত পাপাধিক হইবে, ততই ক্ষীণ হইবেন। শুনা গিয়াছে করতোয়া সহস্রবৎসর পূর্ব্বে যেমন স্রোতস্বতী তেমনি বিস্তৃতা ছিলেন।"

শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত "রিয়াজ-উস-সালাতিন" নামক অনুবাদ গ্রন্থে লিখিত আছে, "আলি মেচ বক্তিয়ারের সৈন্যগণকে অন্য একটী প্রদেশে লইয়া যায়। ঐ প্রদেশে আবর্দ্ধন ও বরমনগতি নামক নগর বর্ত্তমান ছিল।"

পুরাতন ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই নগর রাজা গরসাসেপের কীর্ত্তি। গঙ্গা নদীর ত্রিগুণ গভীরতা ও বিস্তারবিশিষ্টা নমকন্ধী নাম্নী এক নদী ঐ নগরের সম্মুখে প্রবাহিত ছিল। এই ভৈরবনাদিনী নদী পার হইবার কোন উপায় ছিল না।"

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উহার টীকায় লিখিয়াছেন, "গোলাম হোসেন এখানে স্থানের নাম লইয়া গোল করিয়াছেন। অথবা তাঁহার অপরাধ কি? হস্তলিখিত নাসিরী পুস্তক এজন্য দায়ী। পরবর্ত্তী লেখক এগুলি নানারূপে পাইয়াছে। কথিত নগরটী 'বর্দ্ধনকোট' ও নদীর নাম 'বাঘমতী'—নাশিরী গ্রন্থের অনেক খণ্ড মিলাইয়া এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বগুড়া জেলার উত্তরাংশে গোবিন্দগঞ্জের নিকট করতোয়ানদীতীরে প্রাচীন বর্দ্ধনকোঠের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'বাঘমতী'ই করতোয়া।"

বিশ্বকোষে লিখিত আছে, "এক্ষণে করতোয়া নদী নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিলেও পৌরাণিক সময়ে মহাস্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত হইত।"†

"১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের মহাবন্যার পূর্ব্বে এই নদী তিস্তার জল ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় লইয়া যাইত, তখন এই নদীবক্ষে বড় বড় বাণিজ্যপোত গমনাগমন করিত এবং তজ্জন্যই প্রাচীন কালে এই নদীর

* "পশ্চিমে করতোয়ায়া আস্তে দেবী পুরং মহৎ।
ভাবতায়াং ভবানীতি মহাপীঠনিদর্শনং ॥ ৬৪
তদুত্তরে সেরপুরং করতোয়ানদীতটে।
তস্য পূর্ব্বে সেরপুরং দ্বিতীয়ং বঙ্গমণ্ডলে ॥ ৬৫
তয়োর্ম্মধ্যে করতোয়া প্রবলাসীন্মহানদী।
ত্রিস্রোতা ব্রহ্মপুত্রাদেঃ শাখাভির্ম্মিশ্রিতা পরে ॥ ৬৬
লেভিরে নৌকয়া পারং দশকার্ষাপণৈর্নরা।
দশকার্ষাপণসেরপুরং তেনৈব গীয়তে ॥" ৬৭ লঘুভারত ৩য় খণ্ড।

† বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড করতোয়া প্রস্তাব।

বিশেষ গৌরব ছিল। বন্যার পর ইহার গতি ফিরিয়া যায়, এখনও সেই পুরাতন খাত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে আর স্রোত নাই। এখন করতোয়ার বক্ষে নৌকা লইয়া গমনাগমন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।*

বাণিজ্যে করতোয়া

বঙ্গের স্বনামধন্যপুরুষ স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় করতোয়া প্রদেশ ও তথাকার বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে করতোয়া যে বেশ একটী সুপরিচিত নদী ও বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগিনী ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়।

"খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত, কিন্তু অপরিজ্ঞাত নাম একজন গ্রীক বণিক, "পেরিপ্লুস অব্ দি ইরিথ্রিয়ান" অর্থাৎ 'আরব্য সমুদ্রবাহী বাণিজ্য-বিবরণ' নামে একখানি বাণিজ্য বিবরণের পুস্তক লিখিয়াছেন, ঐ পুস্তকে সেই কালে আরব্য সমুদ্র দিয়া এবং মিশর ও ইউরোপ ভূমির মধ্যে পরস্পর কি প্রকারে ও কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাণিজ্য চলিত, তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পেরিপ্লুস গ্রন্থ এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত গ্রীক ভূবেত্তা টলেমির ভূবৃত্তান্ত পুস্তকে, অধুনাতন বঙ্গভূমির মধ্যে কিরাদিয়া নামক প্রদেশ এবং গাঙ্গি নামক সামুদ্রিক বাণিজ্য-বন্দরের উল্লেখ দেখা যায়।

"কিরাদিয়া—এই প্রদেশ মাক্রিণ্ডেল প্রভৃতি ( McCrindle's Ptolemy, p. 219 & Periplus, p. 145 ) অনেকেই রঙ্গপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা খুব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে কিরাদিয়া নাম করতোয়ার এই গ্রীক রূপান্তর মাত্র। করতোয়া নদী প্রবাহিত দেশ বলিয়া এই ভূভাগকে সম্ভবতঃ করতোয়া প্রদেশ বলিত এবং সেই করতোয়াই গ্রীকের হাতে কিরাদিয়া নাম ধারণ করিয়াছে। স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়া-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, করতোয়া নদীর জলে পৌণ্ড্র-দেশ প্লাবিত। ফলতঃ মালদহের উত্তরভাগ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই ভূভাগই সেকালের পৌণ্ড্ররাজ্য। দ্বিতীয়তঃ পেরিপ্লুসে এই স্থান যে তেজপত্রের ব্যবসায় জন্য বিখ্যাত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই তেজপত্র এখন এখানে অতি সুলভ, বন জঙ্গলে পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তেজপত্রের ব্যবসায় এক দিকে গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্তি হইয়া সমুদ্রযানে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলস্থিত নীলকুণ্ডা বন্দরে গিয়া, তথা হইতে সমুদ্রপথে সুয়েজ দিয়া ইউরোপ ভূমে নীত হইত। ( McCrindl'es Periplus p. 142—47 ) অন্য দিকে এই প্রদেশের সীমান্ত ভাগে, প্রতি বৎসর একটা করিয়া মেলা হইত এবং সেই মেলায় চীন দেশীয় লোক আসিয়া স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে তেজপত্র লইয়া যাইত। চীনদিগের সহিত ব্যবসার বিবরণ পেরিপ্লুসে এরূপ দেওয়া আছে—

"ইহারা দেখিতে খর্ব্ব বর্ত্তুলাকার, মুখ চ্যাপটা এবং আকার প্রকার বন্য জন্তুর সদৃশ; কিন্তু তাহা হইলেও স্বভাবতঃ ইহারা শান্ত প্রকৃতি। ইহারা সস্ত্রীক ও সপুত্রক এই মেলা

* বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ড বগুড়া জেলা প্রস্তাব।

স্থানে আসিত এবং ব্যবসার্থে পাটিতে জড়াইয়া দ্রব্যের বোঝা সকলে সঙ্গে করিয়া আনিত। পাটিগুলি দেখিতে নবীন দ্রাক্ষালতার পত্রের ন্যায়। যেখানে তাঁহাদের দেশের সীমায় করতোয়া প্রদেশ সংমিলিত হইয়াছে, তথায় মেলা-স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখানে তাহারা পাটি বিছাইয়া, তাহারই উপর দ্রব্যাদি সাজাইয়া বসিত এবং সে সময়ে কয়েক দিন উৎসবের সহিত কাটাইত, মেলা অন্তে তাহাদের সুদূর গৃহে প্রস্থান করিত।" চীনবাসীরা তেজপত্রের পরিবর্ত্তে রেশমী কাপড় ও রেশম বিক্রয় করিয়া যাইত। এই চীনবাসীর মধ্যে সম্ভবতঃ ভুটিয়া, আসামী, চীন প্রভৃতি নানাজাতিই থাকিত; যদিও পেরিপ্লুসে তাহারা এক সাধারণ চীন নামে বর্ণিত হইয়াছে বটে।"*

নাগশঙ্কর ও করতোয়া

আসামের বর্ত্তমান দরঙ্গ জেলায় নাগশঙ্কর নামে এক শিবালয় আছে। নাগাঙ্ক নামে কোন রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ ও ইহাতে শিবস্থাপনা করেন। নাগশঙ্কর দেবালয়ের পার্শ্বে প্রতাপপুর বা প্রতাপগড়ে ইহাঁর রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ৩০০ শকে নাগাঙ্ক রাজা ছিলেন। রাজা নাগাঙ্কের পর তদ্বংশীয় আর কয়েকজন রাজা হইয়া গেলে তাঁহার বংশ লোপ হয়। নাগাঙ্কবংশ কামরূপে সর্ব্ব শুদ্ধ ৪০০ শত বৎসর রাজত্ব করেন। দরঙ্গ জেলায় এই রাজবংশের বাস ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।†

নাগাঙ্ক নাগশঙ্কর নামেও বিখ্যাত। ইনি করতোয়া নদীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

করতোয়ার গর্ভ, করতোয়া-গর্ভস্থ 'চড়' এই অর্থে বোধ হয় ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ শাস্ত্রে করতোয়া কুমারী বলিয়া প্রসিদ্ধা।

ইহা হইতেই করতোয়ার বহু বিস্তৃতি প্রমাণ করিতেছে। করতোয়ার গর্ভস্থ কোন 'চড়ে' হয়ত গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানেই নাগশঙ্কর জন্মিয়া থাকিবেন। যে নদীর গর্ভস্থ চড়ে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে নদীর বিস্তৃতি অল্প বলা যায় না।

করতোয়ার বিস্তৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক বলা হইল, এক্ষণে উহার মাহাত্ম্য ও আধুনিক গতির বিষয় বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা ৫৩, ৫৪ পৃষ্ঠা।

† বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ, কামরূপ প্রস্তাব।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী নং ১।

# প্রাচীন-গ্রন্থাবলী

# চণ্ডিকা-বিজয় কাব্য

( রঙ্গপুরের কবি কমললোচন রচিত )

## গ্রন্থালোচনা

প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি এ পর্য্যন্ত যতগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে রঙ্গপুর প্রদেশের কোন কবির পুঁথি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানিনা। অদ্য রঙ্গপুরবাসী জনৈক প্রাচীন কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গ্রন্থখানির আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহা শক্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। আবিষ্কৃত পুঁথির অধিকাংশই বৈষ্ণব-গ্রন্থ; শাক্ত গ্রন্থ অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কবি গ্রন্থ খানির নাম প্রধানতঃ চণ্ডিকা-বিজয় রাখিয়াছেন; তবে অনেক স্থলে "কালী-যুদ্ধ" নামও ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদীয় উপাদেয়-গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "প্রাচীন কালে 'মৃত্যু' বা 'যাত্রা' এই দুই অর্থে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত।" কিন্তু আমাদের 'চণ্ডিকা-বিজয়ের "বিজয়" শব্দ সে অর্থে খাটিতেছে না, বরং তার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতেছে। কারণ আমাদের চণ্ডিকার মৃত্যু হয় নাই, বা তিনি কোন স্থানে যাত্রাও করেন নাই। বরং তিনি যুদ্ধে বিজয়িনী হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, 'যুদ্ধ জয়' অর্থে 'বিজয়' শব্দ এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে প্রথম পত্র প্রথম পৃষ্ঠা দ্বিতীয় পংক্তিতে "অথ কালীযুদ্ধপুস্তকং লিখ্যতে" লিখিত আছে। তৎপরে ঐ প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় একাদশ পংক্তিতে লেখক 'চণ্ডীকা-বিজয়' নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

"কমললোচনে, দুর্গা নিজ গুণে,
কলমে বসিয়ে মাত্তে।
নিজ গুণগাথা, শিখাইলা মাতা,
চণ্ডীকা-বিজয় গাইতে॥"

গ্রন্থ শেষেও লিখিত আছে—

"এমতে দুর্গাকে সেবে কমললোচনে।
সদয় হইলা মাতা আপনার গুণে ॥
আদেশীয়া লিখাইলা নিজ সঙ্কীর্ত্তন।
সদা পদ-ছাঁঞা দিবে লয়াছী স্মরণ ॥
মার্কণ্ড পুরাণ দেবি তোমার স্তবন।
পদবন্দ কৈল লোক বুঝিতে কারণ ॥
সাবর্ণিক মন্বন্তরে মহিমা তোমার।
জগজন তরাইতে করিলে প্রচার ॥
সমাপ্ত হইল গীত দুর্গার চরণে।
মাঙ্গাপদ পাব এই আশা আছে মনে ॥
প্রাণ সমর্পণ করি দুর্গার চরণে।
চণ্ডীকা বিজয় ভুণে কমললোচনে ॥"

ইতি .৪৬ অধ্যায় নম। শ্রীশ্রীকালীযুদ্ধ পুস্তক সমাপ্ত।

গ্রন্থখানি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ।

"মার্কণ্ড পুরাণে, তোমার স্তবনে,
সপ্ত শত শ্লোকময়।
তাহাতে যে গুণ, জানে বুধ জন,
শর্ব্বশ পাবক নয় ॥"

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর আর দুইজন অনুবাদকের ও তাঁহাদের গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।* আমার বিশ্বাস, উপস্থিত গ্রন্থ সহিত মোট তিনখানি চণ্ডীর অনুবাদ আবিষ্কৃত হইল। আমাদের কবি কমললোচন পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয় হইতে কোন্ আসনের উপযুক্ত, মহোদয়গণ বিচার করিবেন। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থানাভাব।

পূর্ব্বের কবিগণ কোন না কোন দেবদেবীর আদেশে গ্রন্থরচনা করিতেন, আমাদের কবিও তাহাতে বাদ পড়েন নাই। 'নিজগুণে গাঁথা লিখাইলা মাতা' এবং 'আদেশিয়া লিখাইলা নিজ সঙ্কীর্ত্তন' প্রভৃতি উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইতেছে।

পুঁথির শেষাংশের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের ৫ম হইতে ৮ম ছত্র পড়িয়া বুঝা যায়, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে মহামায়ার গুণকীর্ত্তন জন্য চণ্ডীর 'পদবন্ধ' করিয়া সাধারণকে প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ঐ অংশ পাঠ করিলে কবি যে শক্তির উপাসক ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়।

গ্রন্থখানি ১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায় দেবদেবীর বন্দনা; চতুর্থ অধ্যায় হইতে মূলগ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে।

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা।

কবির পরিচয়—

"ঘোড়াঘাট সরকার, আন্দুয়া পরগণা তার,
দিল্লিশ্বর সুতের জাগির।
চতুষ্কারী মুসলমান, পুরাণের নাহি মান,
বৈসে দ্বিজ ঘর্ঘটের তীর॥
চড়কাবাড়ীতে ঘর, যদুনাথ বংশধর,
নাম শ্রীকমললোচন।
অম্বিকা কৃপার লেশে, চণ্ডীকা বিজয় ভাষে,
শিরে ধরি শ্রীনাথ চরণ॥"

অন্যত্র—

"শুদ্ধ সদাচার দ্বিজ যদুনাথ নাম।
কমললোচন তার সুতের আখ্যান॥
দোঁহাকার মতিগতি শ্রীনাথ চরণে।
চণ্ডীকা বিজয় গীত করিল রচনে॥"

গ্রন্থের অনেক স্থলে 'শ্রীনাথের' বন্দনা আছে। বোধ হয় 'শ্রীনাথ' কবির কুলগুরু হইবেন। উদ্ধৃত অংশে "দোঁহাকার মতিগতি শ্রীনাথ চরণে।" পড়িয়া ইহা অনুমান হয়।

এক্ষণে আন্দুয়া পরগণা রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত এবং ঘর্ঘট ( ঘাগট ) নদীর তীরে চরকাবাড়ী গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। শুনিলাম গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, গোয়ালা এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান জাতি আছে। গ্রামটী এক্ষণে রঙ্গপুর তাজহাটের স্বর্গীয় মহারাজ গোবিন্দলাল রায়বাহাদুরের জমিদারীর অন্তর্গত। কবির বাসস্থানের চিহ্ন বা বংশধর কেহ আছেন কি না জানিতে পারি নাই। রঙ্গপুরবাসী অনুসন্ধিৎসু মহোদয়গণ চেষ্টা করিলে, এই কবি সম্বন্ধে আরও অনেক বিবরণ প্রকাশ করিতে পারেন।

"দিল্লিশ্বর সুতের জাগির" দেখিয়া কবিকে দিল্লীশ্বর শাহজাহানসুত শাহসুজার সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কারণ শাসুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। বাঙ্গালার সুবেদারের বাঙ্গালাতেই 'জায়গীর' পাওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে কবি কমললোচনকে ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বুঝা যাইতেছে।

"দিল্লীশ্বর সুতের জাগীর" এই পদটী "আন্দুয়া পরগণা"র বিশেষণ। স্থানটীর পরিচয় মাত্র। ইহা হইতে দিল্লীশ্বরসুত "শাসুজার" এবং শাসুজার সমকালে কবির প্রাদুর্ভাব অনুমান করিয়া লওয়া যায় না। কবি যে শাসুজা হইতে আন্দুয়া পরগণা জাগীর পাইয়াছিলেন, তাহারাও কোন প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায় না। ভাষাও ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তিনী বলিয়া বোধ হয় না। ইহাঁর অন্য কোন গ্রন্থ ছিল কি না জানিতে পারি নাই।

গ্রন্থারম্ভ :—

"শ্রীশ্রী দুর্গার চরণ শরণং ॥
শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥
ওঁ নম শ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥

অথ কালীযুদ্ধপুস্তক লিখ্যতে—

বন্দো গজানন, মুষিকবাহন,
শকল সম্পদদাতা।
সর্ব্বদেব আগে, তব পূজা ভাগে,
তুমী দেব শীব জাতা ॥
তুমি গণপতি, পরম ভকতি,
যে তোমা স্মরিয়া যায়।
তার শর্ব্বশীর্দ্ধি, রণজয় আদি,
সব তুমি দেহ তায়।
গলে পাটা শোভে, অলি ভ্রমে লোভে,
পিযুষ কারণ দণ্ডে।
তাহাতে শীন্দুর, তমঃ করে দুর,
ছিন্ন দণ্ড শোভে শুণ্ডে ॥
দিপ চর্ম্ম গায়, কনক নুপুর পায়,
চরণ পঙ্কজে বাজে।
রুদ্রাক্ষের মাল, গলে শোভে ভাল,
অঙ্গে অভরন সাজে ॥
নিরঞ্জন বর, গুরু সভাকার,
ভক্তজন পুর আশ।
পুরুষ পুরাণ, বেদের বাখান,
তুমি পুর মণ আশ ॥
তুমি নারায়ণ, চক্রকে ধারণ,
দুই করে কুশ জান।
তোমার চরণে, পড়িনু খরণে,
কোটী করোঙ পরণাম ॥
বন্দো লম্বোদর, খর্ব্ব কলেবর,
সুন্দর শরির আভা।

তব রূপ সীমা, কি দিব উপমা,

কোটী বিন্দু জিনি শোভা ॥

মুঞি মূঢ় জনে, তোমার চরণে,

এই মাগঙ বরদায়।

ইষ্টের চরণে, সেবোঙ প্রতি জন্মে,

শেষে রহোঙ রাঙ্গা পায় ॥

কমল-লোচনে, দুর্গা নিজ গুণে,

কলমে বসিয়া মাতে।

নিজ গুণ গাঁথা, লেখাইলা মাতা,

চণ্ডীকা বিজয় গাইতে ॥"

তারপর শিব-বন্দনা ও ভবানী-বন্দনা করিয়া মূল গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য বন্দনা কিরূপ ইহাতেই কতকটা বুঝা যাইতেছে।

মধ্যে মধ্যে কতকগুলি ( ধ্রু ) ধুয়া আছে; তাহার কোন কোনটীতে সুন্দর সুন্দর পদ বা পদাংশ লিখিত হইয়াছে। যথা :—

"মরম কথা শুন লো সজনি।

শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥" ৭ পত্র

"দেখনা কাণুরে বাহির হয়া।

নগরে নাগরী আছে চান্দমুখ চায়া ॥" ১৪ পত্র

"শ্যামের ওরূপ মাধুরী।

আমি কেন পাসরিতে নারি ॥"

"চিন্ত পরম পদ হরি হে।

পামর মণ চিন্ত পরম পদ হরি।

জীবের বসতি দিবস দুই চারি ॥" ৮ পত্রাঙ্ক

"মন কি ভাবরে।

শ্রীদুর্গার চরণ সার কররে ॥"

বলা বাহুল্য এ গুলির জন্য কবি, বৈষ্ণব কবিগণের নিকটে ঋণী। হেমহারে মধ্য মণির ন্যায় পদগুলি গ্রন্থে দীপ্তি পাইতেছে।

গ্রন্থে নিম্নলিখিত 'রাগ'গুলি যোজনা করা হইয়াছে। যথা :—

ওড় বসন্ত রাগ, গীত কর্ণাট রাগ, দ্বিতীয়া নাচাড়ি। তথা রাগ।

গ্রন্থে অন্য কোন ছন্দের নাম লিখিত হয় নাই। কেবল এক স্থলে—

"শ্রীশ্রীকালি যুদ্ধ দুর্গার পাঁচালি ॥

চণ্ডি ভাঙ্গা পয়ার।" ( ১৬১ প০ )

ইহা লিখিত আছে। এ পয়ারে বিশেষত্ব কিছু নাই; প্রচলিত পয়ারের মত। গ্রন্থে কেবল পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রিপদী ছন্দের নাম লিখিত হয় নাই।

এক্ষণে কবির,—রূপ বর্ণনা, সেকালে ব্যবহৃত অলঙ্কার, যুদ্ধযাত্রা, বীরত্ব, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, শিল্পদ্রব্য, খাদ্য সামগ্রী, পূজা সামগ্রী ও ব্যাকরণাদি কয়েকটী বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাধা করিব। প্রত্যেক বিষয়ে বিস্তৃত বলিতে গেলে সময়ে কুলাইবে না, এ জন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিতেছি।

কবি উপমার মধ্যে অনঙ্গ, খঞ্জন, কমল, ভ্রমর, তিলফুল, কনক, গজমুক্তা, মণি, সিন্দুর, চন্দন, তরুণ অরুণ, নক্ষত্র, নবীন মেঘ, তড়িত ও বসন্তবাত কিছুই বাদ দেন নাই। একটু নমুনা দেখুন—

"ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি অনঙ্গ মূর্চ্ছিত।
খঞ্জন-গঞ্জন তিন আঁখি বিকশিত॥
এ তিন নঞনে শোভে কাজল গরল।
বদন-কমলে যেন পরিছে ভ্রমর॥
তার মধ্যে শোভে নাশা তিলফুল জিনি।
কনক জড়িত তাঙ্গে গজমুক্তা মণি॥"

গ্রন্থে অলঙ্কারের মধ্যে মাথায় কলাপী ও মুকুট; কাণে কনক-কলিকা ও কুণ্ডল; হাতে শঙ্খ ও হীরা, নীলা, মতি, পনা ও কনক নির্ম্মিত কঙ্কণ; বাহুতে সেই মত ঝাপা, দোদুল্যমান কেয়ুর; অঙ্গুলে অঙ্গুরী; শরীরে লক্ষের কাঁচুলী; গলায় মুক্তা ও বনমালা; নিতম্বে বিচিত্র বসন, তদুপরি মনোহর ঘাগর কাঞ্চন; সর্ব্ব উপরে পুরটে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা নামক অলঙ্কার; চরণে নুপুর; পদাঙ্গুলে রতন পাষুলি; ইত্যাদি অলঙ্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী এক্ষণে ভীরু বলিয়া অভিহিত; এই ভীরু বাঙ্গালী কবির হস্তে বীরত্বের যে একটু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা পাঠের উপযুক্ত বটে।

"যেই মাত্র শুনে রাজা সুগ্রিবের কথা।
মহাক্রোধে কহে কথা ঘন নাড়ে মাথা॥
দন্তে ওষ্ঠে চাপি বীর রাঙ্গা কৈল আঁখি।
সকল সেনার পানে একে একে দেখি॥
ইসদ হাঁসিয়া কহে শুন সেনাগণ।
নারীর শুনিলে এত প্রতিজ্ঞা বচন॥
* * * *
যাইব আপনে সেই নারি দেখিবার।
দেখিব সাহস তার রণ করিবার॥

এত কথা কহে যদি অসুরের পতি।
ততক্ষণে প্রণমিয়া ধূম্রলোচন সেনাপতি ॥
কহিতে লাগিলা বীর সদর্প করিয়া।
নারীর সমরে তুমি যাইবে সাজিয়া?
আমি তোমার সেনাপতি ত্রিভুবন মাঝে।
দেব গন্ধর্ব্ব আদি যত বীর আছে ॥
আজ্ঞা কর রাজা তুমি যদি আমা তরে।
একদিন বান্ধি আনি দৈও সভাকারে ॥
এ তিন ভুবনে বৈসে কোন বর্ণ জ্ঞান।
আমার প্রহারে কারো নাহি পরিত্রাণ ॥
চাপড়ে ভাঙ্গিতে পারি সুমেরুর আল।
সর বরিষণে বান্ধো সাগরের জল ॥" ইত্যাদি।

তারপর যুদ্ধ সজ্জা। শুম্ভ নিশুম্ভের আজ্ঞা পাইয়া ধূম্রলোচন কিরূপ ভাবে যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন, রথখানির কারুকার্য্যই বা কিরূপ দেখুন:—

"শুম্ভ নিশুম্ভের আজ্ঞা পাইল অসুরে।
ধূম্রলোচন বীর চলিল সমরে ॥
নিজ সেনা তরে কহে যুদ্ধের কারণ।
সাজ সাজ বলি বীর ডাকে ঘনে ঘন ॥
নব অক্ষৌহিনী সেনা সাজিছে প্রধানে।
এক এক বীর বলে সম জিত বানে ॥
হিমালয়ে যাবে দৈত্য করিবারে রণ।
সারথিকে বোলে রথ করহ সাজন ॥
নীল মেঘ দিব্য রথ দেখি ভয়ঙ্কর।
ছোট নহে রথ খানা দশ প্রহর ॥
সেই রথ সাজিতে রথির হৈল আজ্ঞা।
দুইশত মত্ত কুঞ্জরে টানে তার চাকা ॥
চারিশত অশ্ব আর সেই রথ টানে।
যার এক ঘোড়া রাখে দশ বলবানে ॥
মদমত্ত গজ সব ঐরাবতের নাতি।
উচ্চৈশ্রবা সমঘোড়া চড়ে সেনাপতি ॥
দুই ঘোড়ার মধ্যে এক এক কুঞ্জর।
তার পৃষ্ঠে আরোহণ যোদ্ধা বিরবর ॥

কাঞ্চনের দণ্ড ধ্বজ রথের উপড় ।
কুতুবা নেতের উড়ে পতাকা সুন্দর ॥
তাহার উপড়ে বান্ধে চামর গঙ্গাজল ।
রত্ন প্রধান লাগে করে ঝলমল ॥
নেতের ওয়ারি দিল তাহার উপর ।
স্থানে স্থানে দণ্ডে লাগে অমূল্য পাথর ॥
রূপার আওাষ রথে করে ঝলমল ।
শরতে প্রকাশ যেন গগন মণ্ডল ॥
কাঞ্চনের সূর্য্য যন্ত্র ঘরেতে তুলিল ।
বহুবিধ ধনে তাহা সুসজ্জ করিল ॥
সোনার সাঁড়ক দিয়া সোনার ছাটনী ।
রজতের গুণে তাথে তুলিল বান্ধনি ॥
আন্ধারী পারিয়া নেতে ছাইছে চামরে ।
কনক কলস দিল চালের উপরে ॥
ফটিকের স্তম্ভ দিল ভবন মাঝার ।
নানাবর্ণে শীলা দিলা মধ্যে মধ্যে তার ॥
নীল কৃষ্ণ পীত শুক্ল পাথর ।
ঝলক দর্পণ তাহে দেখিতে সুন্দর ॥
হিরার বুযুকা তাথে দেখি সুশোভন ।
এক স্তম্ভে লাগাইল পঞ্চ রাজার ধন ॥
সুবর্ণ আওাস ঘরে করে ঝলমল ।
চতুর্দ্দিকে লাগাইল ঢাড়িয়া চামর ॥
তাহাতে লম্বিত গজ মুকুতার ঝাড় ।
অন্ধকার মধ্যে যেন দীপ্ত করে তারা ॥
মধ্যে মধ্যে লাগে হিরা মুকুতা খিচনি ।
যুদ্ধঘর আভা যেন দেখি দিনমণি ॥
রথের উপড়ে কৈল মায়া সরোবর ।
তৃষ্ণাতুর হৈল তাহে খাইতে চাহে জল ॥
প্রহর প্রমাণ কৈল মায়া সরোবর ।
ফটিক আক্রেতি দেখি মধ্যে জল ॥
কাঞ্চনের তরুতীরে শোভে মনোহর ।
তাহাতে শোভিছে নব মাণিকের ফল ॥

বারিমধ্যে পদ্ম পুষ্প ফুটিছে বিস্তর।
উড়ে পড়ে কেলি করে পক্ষি জলচর ॥
রাজহংসগণ চরে দেখিতে সুন্দর।
কনক-কমল-দলে পড়িছে ভ্রমর ॥
মৃণাল খাইতে তাথে নাম্বিছে কুঞ্জর।
ঘোরনাদ করে তাথে শুনি ভয়ঙ্কর ॥
সারথি করি রথ কাঞ্চনে নির্ম্মাণ।
নানারূপ করে তাথে পুষ্পের উদ্যান ॥
নেহালি বান্ধুলি যূথি মল্লিকা টগর।
লবঙ্গ মাধবীলতা চাঁপা নাগেশ্বর ॥
তমাল রঙ্গন পুষ্প মালতী সুন্দর।
স্থলপদ্ম পারিজাত যূথি মনোহর ॥
কেতকী ধাতকী দনা জবা করবীরে।
পদ্ম পারিজাত কুন্দ রঙ্গন সুন্দরে ॥
নানা পুষ্প উদ্যানে রোপিল মনোহর।
সৌরভ ধাইল তার এক প্রহর ॥
রত্নময় রথখান করিল সাজন।
যত অস্ত্র তোলে তাহা না যায় লিখন ॥
হেন মতে দিব্য রথ করিয়া সাজন।
সাক্ষাত করিল যথা ধূম্রলোচন ॥”

কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান কিরূপ ছিল, শিল্পিগণের আদর্শ কিরূপ ছিল, আমাদের এঘোর দুর্দ্দিনে তাহা ভাবিলেও মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। যুদ্ধ যাত্রার এত জাঁক জমক এত মনোরম জিনিষের সমাবেশ পাশ্চাত্য জাতির কল্পনায়ও বোধ হয় আসে কিনা সন্দেহ! তাঁহারা নিজ সামলাইতেই ব্যস্ত, এহেন সাজ সজ্জা—তো দূরের কথা।

তারপর ধূম্রলোচন গঙ্গা জলে স্নান তর্পণ ও দিব্য বস্ত্র পরিয়া শুচি হইলেন। মহেশকে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা করিয়া এবং শর্করা ইত্যাদি নানা ভোগ্য বস্তু দিয়া মঙ্গল রচিয়া পূজা করিলেন। (অন্যত্র পূজোপকরণের মধ্যে “মোদক রসাল”ও লিখিত আছে।) পূজা সাঙ্গ হইলে ভোজন করিয়া কর্পূর তাম্বূলে মুখ শোধন করিলেন। তারপর কেয়ূর, কঙ্কণ, তাড়, তোড়ল, হার, কবচ, কুণ্ডল ও মাথায় সুবর্ণ টোপর পরিয়া এবং কপালে চন্দনের কোঁটা ও গলায় দিব্য মালা দিয়া যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার বামবাহু ও বামচক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল; পিঙ্গলিয়া মেঘে শোণিত বহিতে লাগিল; বিনা যুদ্ধে কাটামুণ্ড ভূমিতে লুটাইতে লাগিল, পৃষ্ঠ দিকে কাট্ কাট্ শব্দ

আহার, ব্যবহার ও সংস্কার।

শুনিলেন এবং সম্মুখে গৃধিনী, শকুনি পাখসাট মারিল। ইত্যাকর অমঙ্গল সকল দেখিতে লাগিলেন।

নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলি পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। যথা :—

"দুন্দভি, ঝাঁঝর, বাজে পড়াহ মাদল।
দামামা দগড়া বাদ্য হৈল কোলাহল॥
বেণু বীণা বাজে আর কাংস্য করতাল।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে ডমরু কাহাল॥
দোশরি মুহরি বাজে শুনি সুললিত।
গজ পৃষ্ঠে দামা বাজে শুনি লাগে ভিত॥
ভেরি সানাই বাজে রণ সিঙ্গা আর।
মাদল আপারে বাজে ঝম্ফ করতাল॥
বীরঢাক বাজে তাথে তিন তিন কাঠি।
তোলপাড় হৈল শব্দে কোলাপুরের মাটী॥
যত বাদ্য বাজে তাহা লিখিতে না পারি।
অতি ঘোর শব্দ তাথে কর্ণে লাগে তালি॥"

অস্ত্রের মধ্যে মহাগদা, মেহবান, শেল, মহা শেল, অর্দ্ধচন্দ্র, মুদ্গর, ধনু, সর জাল, সপ্তভেদি, গদা, মুষল, জাঠি, ঝগড়া, এবং কামান, কৃপাণ, বন্দুক ও গোরাপ ইত্যাদি অস্ত্রের নাম গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে দা, কুড়ালি, খন্তা ব্যতীত আমরা অন্য অস্ত্রের নাম জানি না! হায় বাঙ্গালী!!!

কামান, বন্দুক ‡ কতকালের সৃষ্টি কে বলিবে! গোরাপ অস্ত্রটী কি বুঝিলাম না।

হোমশালা, নাটশালা, বাদ্যঘর ও ভোগশালা ইত্যাদির বর্ণনা গ্রন্থে অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিতে বিরত হইলাম। সেগুলি পাথরে নির্ম্মিত ও সুবর্ণ কপাটে সুশোভিত এবং বহু কারুকার্য্যে উদ্ভাসিত।

"নানা রূপ বেড়া কৈল, তাহাতে দর্পণ দিল,
হীরা মতি কাঞ্চন সহিতে।
দেখিতে সুন্দর তায়, নানারূপে নিরমায়,
শিল্পগণ লয়া সাবহিতে॥"

এ সকল কবিকল্পনা নহে; আগ্‌রার তাজ তাহার জলন্তসাক্ষী। হায়! সে সকল শিল্পী এখন কোথায়? আমরা কিন্তু পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ। এমনই অধঃপতন।

গ্রন্থ খানির মধ্যে মধ্যে কবির পিতা যদুনাথের ভণিতা দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন অংশ কবির পিতার লেখা বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

‡ কামান বন্দুক গোরাপ বর্ত্তমান কবির যোজনা। চণ্ডীতে উল্লিখিত আছে বলিয়া বোধ হয় না—পং সং।

"সাবর্ণিক মন্বন্তরে, মার্কণ্ড পুরাণ বরে,
দেবীর মাহাত্মে সপ্তশতী।
রক্তবীজ বধ হৈতে, বিরচিল যদুনাথে,
সহস্র গড়ে বন্দিব ভগবতী ॥"

গ্রন্থ মধ্যে রক্তবীজ বধাংশ টুকু কবির পিতার রচিত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কবির পিতাও কবি হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। যদুনাথ বোধ হয় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন; কিন্তু আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। যদুনাথের নিম্নলিখিত পদটী এত সুন্দর যে, সমস্ত গ্রন্থে এমন একটী পদ দৃষ্ট হয় নাই।

"আজি কি পেখনু সম্মিলিত হরগৌরী।
সকল ভজরে নঞন যুগল মরি ॥
চাচর বেণী বিরাজিত কাঁহু।
কাঁহু পর লম্বিত বিনোদ জরাঁউ ॥
পারিজাত মালা গলে গিরিবালা।
গিরি গণ্ডে দোলত লোহিতাক্ষ মালা ॥
মলয়জঃ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু।
চিতা ধূলি ভূষণ ত্রিজগত গুরু ॥
লোহি লোহিতাম্বর অরুণ জিনি শোহা।
বাঘাম্বর কাঁহু দলজ দল মোঁহা ॥
হর গৌরী নিরখে গৌরী সারং লোকাই ওঁ।
যদুনাথ উভয় চরণ বলি যাই ওঁ ॥" ১৯২ পত্রাঙ্ক।

অন্যান্য কয়েক স্থলে যদুনাথের ভণিতা দৃষ্ট হয়।

"বিরিঞ্চি ধিয়ানে তোমার নাহি ব্রহ্ম পাণ্ডে।
তরাহ আপন গুণে দ্বিজ যদুনাথে ॥" ৮২ প—
"দ্বিজ যদুনাথ বাণী ভবভয়ানলে।
রাখহ করুণাময়ী ও পদকমলে ॥" ১২২ প—
"যদুনাথ কহে মাতা শুনহ ভবানী।
নিজ গুণে কর দয়া পতিত পাবনী ॥
কোটী পরণাম করি শ্রীনাথচরণে।
চণ্ডিকাবিজয় ভুণে কমললোচনে ॥"

✓এতদ্দেশপ্রচলিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি গ্রন্থে লিখিত আছে—

| | | | |
|---|---|---|---|
| করোঙ | ডাঙ্গ=(আঘাত) | হাওাস | ফুঁকরে |
| সরোঙ | আইনুঁ=(আসিনু) | উম্ব=(রাগান্বিত) | পরায় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মাগঙ | গেলাঙ | বুলিতে=( বলিতে ) | গেলাঙ |
| রহোঙ | ছেচুঁড়িয়া | যুঝার=( যুদ্ধে পটু ) | আওাসে আওাসে |
| কাটোঙ | উঠানি | পস্থান=( প্রস্থান ) | পাইলাঙ |
| আনো | কাথো | কোপক্করি=(রাগ করিয়া) | গোরাপ |
| ইতিন=( এ তিন ) | কথক্কথ | হাসে | থাকিলেক |
| খেদাড়িয়া=(খেদাইয়া) | ভাথে | দৈত্যক | পাকায়া |
| হুক্ক | আশোয়ার | কথোদিনে | পুরুট* |
| ভাকারি | হেটেত | সভ=( সকল ) | শ্বশুরণে |
| বৈসে | বরিষা | দেখিল | পাইল ইত্যাদি। |

শব্দগুলির মধ্যে—"কথি পর" ও "বড়া বড়া" এই দুইটী শব্দ হিন্দি এবং—"কুকরে," "পেখনু," "মেরি," "কাঁহু," "কাহুপর," "জরাঁউ," 'দোলত," "শোহ," "মোঁহা," "লোকাইওঁ," ও "যাইওঁ,"। এই শব্দগুলি ব্রজবুলি।

ব্যাকরণ।

বিভক্তি—"আমি" স্থলে মুঞি, "তুমি" স্থলে তুঞি, "তোমার" স্থলে—তোর। "আমাকে" স্থলে—মোকে, আমাতরে; "তোমাকে" স্থলে—'তোরে," "সে" স্থলে—তেঁহ, তাহাকে স্থলে তাক ইত্যাদি—

'কে' স্থলে—ক' সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—সিংহেক, দৈত্যক, 'তে' স্থলে ত পাতালেত ভূমিত।

ক্রিয়া—উত্তম পুরুষে—করোঙ, সরোঙ, মাগঙ, রহোঙ, কাটোঙ, গেলাঙ, পাইলাঙ, ও আনো। "দেখিনু," "পাইনু," "করিনু" স্থলে—দেখিল, পাইল ও করিল ব্যবহৃত হইয়াছে।

তার পর, "কাহাকে কো," "কতকত" স্থলে—কাথো কথ কথ আছে।

বর্ণাশুদ্ধি—"সুবর্ণ"—মুর্দ্ধণ্য ষরে হ্রস্ব উকার সর্ব্বত্র;
জেল—বর্গীয় জয়ে একার
আকৃতি—আক্রেতি রূপে লিখিত হইয়াছে
নামিছে—নাম্বিছে—ইত্যাদি

অক্ষরে আকৃতি—

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক | এর | আকার | অনেকটা | নাগরী | "ক" | এর | অনুরূপ। |
| কু | " | " | আধুনিক | | "ক" | " | ন্যায় |
| ক্র | " | " | " | | "ক্রে" | " | " |
| ত্তু | " | " | " | | "তু" | " | " |

* পুরুট=পুরট=স্বর্ণ। ইহা এতদ্দেশীয় "পুরাট" ( পূর্বতাপ্রাপ্ত ) শব্দ নহে।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ত্যো | এর | আকার | আধুনিক | | "১" | এর | অনুরূপ। |
| র্ন | " | " | " | | "স্তু´" | " | " |
| হৃ | " | " | " | | "দ্ব" | " | " |
| ধু | " | " | " | | "ছ" | " | " |
| দ্দি | " | " | " | | "ঙ্গি´" | " | " |
| পু | " | " | " | | "পু" | " | " |
| যু | " | " | " | ইলেকশূন্য | "ক্ষ" | " | " |
| যু | " | " | " | ইলেকযুক্ত | "থ" | " | ও কখন ২ |
| ঘু | " | " | " | | "ঘ" | " | " |
| ন্তু | " | " | " | | "ডু" | " | " |
| ং | " | " | " | | "২" | " | " |
| দ্ধ | " | " | " | | "দ্রি" | " | " |
| কৃষ্ণ | " | " | " | | "ঙ্গ ত" | " | " |

বর্ত্তমান পুঁথির লিপিকাল।

"লিখিতং শ্রীবিনোদবিহারী দাস সাকিম সেরপুর পূর্ব্বপাড়া বিতারিখ ১৬ ফাল্গুন রোজ বুধবার তিথি চতুর্দ্দশী রাত্রি সওয়া প্রহর কালে সমাপ্ত সন ১২১৮ সাল শকাব্দা ১৭৩৩ শক। কয়েক পাত বদলানের সাক্ষর খোসালচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীপঞ্চানন দাস সাকিম তথা তারিখ ১৪ আশ্বিন সন ১২৩১ সাল শকাব্দা ১৭৪৬ শক।"

মূল লেখককে চিনিলাম না। কয়েক পাত নষ্ট হইলে পরে যিনি বদ্লাইয়াছেন বলিয়া লিখিত আছে, সেই পঞ্চানন দাস আমার প্রপিতামহ। উল্লিখিত "সেরপুর" বর্ত্তমানে বগুড়া জেলার সেরপুর*। পুঁথিখানি তুলট কাগজে দুই পৃষ্ঠে লেখা। আমাদিগের ঘরেই পাওয়া গিয়াছে। ইতি।—

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু

* লেখকের জন্মভূমি।

# চণ্ডিকা-বিজয়

বা

# কালী-যুদ্ধ

## প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং ॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈঃ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥

অথ কালীযুদ্ধ পুস্তক লিখ্যতে—

বন্দো গজানন, মুষিক-বাহন,
সকল সম্পদ দাতা।
সর্ব্ব দেব আগে, তব পূজা ভাগে,
তুমি দেব শিবজাতা ॥
তুমি গণপতি, পরম ভকতি,
যে তোমা স্মরিয়া যায়।
তার সর্ব্ব সিদ্ধি, রণজয় আদি,
সব তুমি দেহ তায় ॥
গলে পাটা শোভে, অলি ভ্রমে লোভে,
পীযুষ কারণ দণ্ডে।
তাহাতে সিন্দূর, তমঃ করে দূর,
ছিন্ন দন্ত শোভে শুণ্ডে ॥
দ্বীপি চর্ম্ম গায়, কনক নূপুর পায়,
চরণ-পঙ্কজে বাজে।
রুদ্রাক্ষের মাল, গলে শোভে ভাল,
অঙ্গে অভরণ সাজে ॥
নিরঞ্জন বর, শুক্ল সভাকার,
ভক্তজন পূর আশ।

পুরুষ পুরাণ, বেদের বাখান,
তুমি পূর মন আশ ॥
তুমি নারায়ণ, চক্রকে ধারণ,
দুই করে কুশ জ্ঞান।
তোমার চরণে, পশিনু শরণে,
কোটী করোঙ পরনাম ॥
বন্দো লম্বোদর খর্ব্ব কলেবর,
সুন্দর শরীর আভা।
তব রূপ সীমা, কি দিব উপমা,
কোটী ইন্দু জিনি শোভা ॥
মুঞি মূঢ়জনে, তোমার চরণে,
এই মাগুঙ* বরদায়।
ইষ্টের চরণে, সেবোঙ* প্রতি জন্মে,
শেষে রহোঙ* রাঙ্গাপায় ॥
কমল লোচনে, দুর্গা নিজগুণে,
কলমে বসিয়ে মাতে।
নিজ গুণগাঁথা, লেখাইলা মাতা,
চণ্ডিকা-বিজয় গাইতে ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়

( শিব-বন্দনা )

বন্দো দেব শূলপাণি, শিরে করি জোড়পাণি,
বৃষভবাহন পঞ্চানন।
তুমি দেব ভূতনাথ, ত্রিভুবনের তাত,
দেবাসুর নরের জীবন ॥

* মাগুঙ=মাজি, প্রার্থনা করি। সেবোঙ=সেবা করি। রহোঙ=রহিব, থাকি। এই গুলি রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষার শব্দ।

তুমি প্রভু গুণসিন্ধু, ভকতজনের বন্ধু,
অহি অভরণ পাব জবে।
বাস কর বাঘছাল, গলে পর হাড়মাল,
ভূত প্রেত সঙ্গে ফিরে তবে ॥
বিভূতিভূষণ গায়, কোটি ইন্দু শোভা পায়,
শিরে জটা তাহে বহে গঙ্গ।
এ তিন ভুবন নাটে, ডমুরু বাজায়া নাচে,
তাহা দেখি অভয়ার রঙ্গ ॥
পাপী তরাবার ছলে, বারাণশী পুরি কৈলে,
তব নাম পতিতপাবন।
তিন গুণ তুমি ধর, মহাযোগী যোগেশ্বর,
তব নাম করোঙ স্মরণ ॥
তুমি দেব মহাতপা, যারে তুমি কর কৃপা,
পার কর ভবসিন্ধুজলে।
তুমি জদি কর পার, তবে হয় উদ্ধার,
মন রহুক চরণকমলে ॥
গুহ গণেশ নাম, দুই যুত পুণ্যবান্,
দারা তব জগতজননী।
নন্দি ভৃঙ্গি অনুচর, আর যতো চরাচর,
আমি নর কিবা গুণ জানি ॥
রাবণসেবক ছিল, দশ মুণ্ড কাটী দিল,
তব পদকমল উদ্দেশে।
দিগ্‌বিজয় কৈল, সর্ব্বদেব জিনিল,
বান্ধি নিল আপনার দেশে॥
তুমি দিলে অনুমতি, বনে আইল রঘুপতি,
ছলে সীতা হরিয়া আনিল।
তার শাঁপ ভঙ্গ হইল, তোমা সেবি গতি পাইল,
রামমুখ দেখিয়া পড়িল ॥
কমললোচন বাণী, শুন দেবশিরোমণি,
মোরে কৃপা কর নিজগুণে।
জন্ম জন্মান্তরে মতি, ও রাজাচরণে গতি,
শেষে স্থান ইষ্টের চরণে ॥

## তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়

——0——

( ভবানী-বর্ণনা )

বন্দিব ভবানী ত্রিগুণ-জননী
সুখ-মোক্ষ-পদ-দাতা।
সৃজন পালন তোমার নাশন
তুমি জগতের মাতা।
তুমি সনাতনী ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী
সীমা দিতে পারে কেবা।
তোমার চরণ সেবে জেই জন
তুমি তারে বর দিবা॥
পরশুরাম ছিল পূর্ব্বে আরাধিল
তারে দিলে সর্ব্ব জয়।
তব পূজাফলে নিজ বাহুবলে
ক্ষত্রিকুল কৈল ক্ষয়॥
তবে রঘুনাথে তোমাকে সেবিতে
তারে দিলা বর দান।
রাবণ মারিল সীতা উদ্ধারিল
রাখিল আপন মান॥
তবে কৃষ্ণরাম সেবি নিজকাম
সকল পূর্ণিত আশ।
মারি দৈত্যগণ কংসের নিধন
মথুরাতে কৈল বাস॥
গোকুলের নারি তারা সেবা করি
পাইল কৃষ্ণ বলরাম।
যাদব সেবিতা যত গোপসুতা
পূর্ণিত সভার কাম॥
তুমি নারায়ণী আগ্যা সনাতনী
শ্রীকমলবাসিনী মাতা।

যমুনা যামিনী জয় যশস্বিনী
ভবানী শেখরজাতা ॥
গোকুলে গোমতী দক্ষ গৃহে সতী
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
ও রাঙ্গা চরণ কল্প তরু সম
শুনি সেবে দেবাসুরে ॥
হরি হর ব্রহ্মা সেবে পুণ্যকর্ম্মা
শ্রীপাদপদ্ম-যুগলে।
আপনার ইচ্ছে জীবন চাহিছে
তাহা পাই পুজাফলে ॥
মানুষ অধম সেবার ভাজন
হইব কোন প্রকারে।
তোমার মায়াতে ত্রিগুণ মোহিত
তাহারা বুঝিতে নারে ॥
মার্কণ্ডপুরাণে তোমার স্তবনে
সপ্তশত শ্লোকময়।
তাহাতে জে গুণ জানে বুধজন
সর্ব্বস পাতক লয় ॥
শুনিলে পুরাণ জেই ফল পান
তাহে তুমি ফল দায়।
গ্রহ পরাগেতে জাহ্নবী জলেতে
স্বর্ণদান ফল পায় ॥
কমললোচন করে নিবেদন
তোমার পদকমলে।
করিয়াছ দাস পুরাইবে আশ
সকরুণ হ'য়া মোরে ॥

---

মোরে দয়া কর নারায়ণি ॥ (ধ্রু)
প্রণমহো শিব দুর্গা সপ্ত প্রদক্ষিণে।
তিন কোটী প্রণমহো শ্রীনাথ-চরণে ॥
জাহার কৃপায় হয় নিরমল মতি।
হেন গুরুদেব পদে অসংখ্য প্রণতি ॥

গুরুমূর্ত্তি ধরেন আপনি সদাশিব।
কৃপা করি উদ্ধারিবে অখিলের জীব ॥
কল্পতরু প্রভুর দুখানি চরণ।
জাহার কৃপাতে চিহ্ন হয় ত্রিভুবন ॥
সেই পাদপদ্মেতে মোর সতত প্রণতি।
জার কৃপায় সে বন্দো সপ্তশতী ॥
এক দেব নানারূপ হৈলা প্রয়োজনে।
কনকে মুকুট তাহা পুর্ব্ব নহে মনে ॥
নমগো নমগো দুর্গা তব গুণধাম।
বিফল জনম দুর্গা তুমি জারে বাম ॥
চণ্ডি চণ্ডবতি মাতা চরাচরগতি।
তুমি সর্ব্ব হেতু মাতা চরাচর গতি ॥
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা অনন্ত নারায়ণ।
পঞ্চমুখে মহেশ্বর কার্ত্তিক ষড়ানন ॥
তবগুণ হেন দেবে কহিতে না পারে।
আপনার গুণে মাতা কৃপা কর জারে ॥
সেই কিছু তব গুণ বলিতে না পারে।
সকরুণ হয়া মাতা জাকে দেয় বরে ॥
ভবানী ভবানী দুর্গা যমুনা যামিনী।
আপনার গুণে দয়া কর নারায়ণী ॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে ॥
জগত জননী জয়া যশোদা নন্দিনী।
জগত জনের বন্ধু জয় যশস্বিনী ॥
তোমার মহিমা কি বলিব নরজাতি।
তুমি হিত তুমি মিত্র ভীমা ভগবতী ॥
যদি কৃপা কর মোরে সর্ব্বমঙ্গলা।
পাদপদ্মে দিবে স্থান ভকতবৎসলা ॥
এক নিবেদন মাতা করি রাঙ্গা পায়।
আমি স্তব করি দুর্গা হইবে সহায় ॥
মার্কণ্ডপুরাণে দেবি তোমার মহিমা।
সপ্তশত শ্লোক সে অর্থের নাহি সীমা ॥

সর্ব্বলোকে নাহি জানে জানে বুধজন।
পদ বন্দ করি তাহা বুঝিতে কারণ॥
দয়া করি মাতা রসনাতে কর বাস।
তোমার মঙ্গল তবে করি যে প্রকাশ॥
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি দীনবন্ধু।
তুমি বিনে কে তরাইবে ভবসিন্ধু॥
সপ্তশতী স্তব দেবি মার্কণ্ডেয়পুরাণে।
তাহাতে জেমত ফল হয় উপাদানে॥
চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ কালেতে গঙ্গাজলে।
এক সুবর্ণ দান সমুচ্চয় ফলে॥
না বুঝিতে হেন ফল কেবল পাটেক।
অর্থগম্য হইলে হয় ফল অতিরেক॥
কলিকালে লোক সব মোহ-জড়াজ্ঞানী।
নিস্তারিতে প্রচারিলে অখিল পরানি॥
তোমার মহিমা দেবী কে বলিতে পারে।
পঞ্চম রসালে জে রে বুঝিব সংসারে॥
মহাপাপী শুনে অতি ভক্তিযুক্ত হয়া।
এই ফলে স্বর্গে যাবে বিমানে চড়িয়া॥
চারি বেদে গায় তুমি পতিতপাবনী।
ভক্তিভাবে প্রণমহো জগতজননী॥
শিরে পাণিপুট করি অম্বিকাচরণে।
চণ্ডিকা-বিজয় ভণে কমললোচনে॥

## পঞ্চম অধ্যায়

—০—

ভজরে ভজরে পামর মন হর-ভবানী-চরণে।
নাহিক উপায় আর জে ভবতরণে॥
সুরথ নামেতে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে।
সূর্য্যবংশে জন্ম সেহি রাজা মহাবলে॥
নিজ ভুজবলে তেঁহো অবনি শাসিল।
পুত্রবৎ করি তেহোঁ প্রজারে পালিল॥

পৃথিবীর মধ্যে রাজা মহাতেজবান্।
কাহাকে না গণে তেঁহো তৃণ হেন জ্ঞান॥
আর যত রাজা আছে পৃথিবী ভিতর।
তা সবার মধ্যে রাজা মহাধনুর্দ্ধর॥
যদি কোন রাজা সাজে যুদ্ধের কারণে।
সুরথে সমর করি কাটি পাড়ে বাণে॥
কোলা নামে পুরী তার অমরা সমান।
তাতে কেহ দুঃখী নাহি সবে ধনবান্॥
নৃত্য গীত বাদ্য রঙ্গ প্রতি ঘরে ঘরে।
কদাচিত কেহ কার হিংসা নাহি করে॥
আনন্দে সকল প্রজা সুখে করে বাস।
কর কড়ি নাহি কার সবে রাজদাস॥
মহাসুখে বইসে প্রজা পৃথিবী মাঝার।
অবিচার লেশ নাহি শুদ্ধ সদাচার॥
চিরদিন সুখে রাজ্য করে রাজ্যেশ্বর।
আপনার দণ্ডে রাজা যেন পুরন্দর॥
এহি মতে রাজ্য করে সুরথ রাজনে।
দান পুণ্যযুত রাজা বিদিত পুরাণে॥
মহাসুখে আমোদিত সেহি মহারাজা।
পৃথিবীর রাজাগণ করে তার পূজা॥
কতকালে গ্রহপীড়া রাজাকে পাইল।
অবনির রাজাগণ সমরে সাজিল॥
এমত শুনিল যদি সুরথ রাজন।
সমরে সাজিল কোপে লয়া রাজাগণ॥
পৃথিবীর রাজাগণ একত্র হইল।
সুরথ উপরে সভে বাণ পূর্ণ কৈল॥
তথাপি সুরথ রাজা বলে মহাবল।
সমরে সকল রাজা বাণে কৈল তল॥
পলাইবে রাজাগণ হেন কৈল মতি।
সুরথের গ্রহপীড়া আছে দৈবগতি॥
যবে মহাতম রাজা সমরে দেখিল।
অন্তরে পাইয়া ভীত রাজা পলাইল॥

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

## রঙ্গপুরস্থ-শাখার

# প্রথম সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী

১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের "রঙ্গপুরস্থ শাখা-সভা" ১৩১৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে প্রথম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বিগত বর্ষে শাখা-পরিষৎ যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, এই প্রথম সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে তাহা উল্লিখিত হইল। বর্ত্তমান ১৩১৩ বঙ্গাব্দে যাহাতে শাখা-পরিষদের কার্য্যাদি সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয়, শাখা-পরিষদের হিতৈষিবর্গ তৎসম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করিয়া, ইহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তা করেন, ইহাই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির একান্ত প্রার্থনা।

**পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার সূচনা**—কুণ্ডীসত্যপুষ্করিণী হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রসার-বৃদ্ধি এবং বঙ্গের ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রাচীন কাব্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় উহার একটী করিয়া শাখা-সভা স্থাপিত হউক।" ঠিক এই সময়ে পরিষদের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও উহার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের জন্য এক নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মূলসভার একাদশ সাংবাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে সে প্রস্তাবের মর্ম্ম উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উভয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ই চৈত্র তারিখে পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উপস্থিত প্রস্তাব দুইটী অত্যা-বশ্যকীয় এবং প্রথমোক্ত প্রস্তাবটী শেষোক্ত প্রস্তাবটীকে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বিবেচনায়, পরিষৎ বহু আলোচনার পর এই উভয় প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। পরীক্ষার জন্য আপাততঃ রঙ্গপুরেই পরিষদের প্রথম শাখা স্থাপিত হউক, ইহাও নির্ণীত হয় এবং প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া, রঙ্গপুর শাখা-সভা গঠনের জন্য পরিষৎ অনুরোধ করেন। শাখা-সভা পরিচালনের জন্য নিয়মাদির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ভার পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহাশয়ের উপরে অর্পিত হয়।

রঙ্গপুরে পরিষদের শাখা সভা গঠন সম্বন্ধে আলোচনা জন্য প্রথম মন্ত্রণা-সভা ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক "রঙ্গপুর পাব্লিক লাইব্রেরী"

গৃহে আহূত হইয়াছিল। উহাতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকিল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভা স্থির করেন যে, রঙ্গপুরবাসী পরিষদের একটী শাখা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক আছেন; শাখা-সভা সম্বন্ধীয় নিয়মাদির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে।

যথা সময়ে উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া আসিলে, বিগত ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখ সোমবার "রঙ্গপুর টাউনহলে" প্রাগুক্ত শাখা স্থাপনার্থ একটী সাধারণ সভা পুনরাহূত হয়। সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক উহাতে শাখা-সভা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি পঠিত এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, রঙ্গপুরের সুযোগ্য ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় অষ্টাবিংশতি জন সভ্য লইয়া, রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শাখা-সভা গঠন করেন। এই অষ্টাবিংশতি জন সভ্যের মধ্যে একাদশ জন মাত্র সভ্য লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। আবশ্যক হইলে ঐ সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করা চলিবে ইহাও স্থির হয়। সাধারণ সভা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপরেই শাখা-সভার সভাপতি আদি যাবতীয় কর্ম্মচারী-নিয়োগ কার্য্যাদি পরিচালন এবং বিস্তৃত নিয়মাবলী প্রস্তুতের ভার প্রদান করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে এইরূপ একটী নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা করিয়া, রঙ্গপুর-বাসিগণ মূল সভা হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহ ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

সভ্য-সংখ্যা—শাখা-সভার গঠন কালে ইহার সভ্য সংখ্যা অষ্টাবিংশতি জন মাত্র ছিল; এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ যথানিয়মে প্রবেশিকাদি না দেওয়াতে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত থাকিতে পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষ শেষে শাখা-সভার প্রথম শ্রেণীর সভ্য সংখ্যা ৩০ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য সংখ্যা ৩০ জন মাত্র হইয়াছে।

বিশিষ্ট-সভ্য—এতদ্ব্যতীত বঙ্গের প্রধান ঐতিহাসিক রাজসাহীর খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এম, এ, বি, এল, ও সাহিত্য জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ, বিদ্যাভূষণ এবং রঙ্গপুর ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় ত্রয় শাখা-সভার বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত মহাশয় ত্রয় শাখা সভার বিশিষ্ট সভ্যের পদ গ্রহণ করাতে শাখা সভা গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

বিশেষ-সভ্য—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণ ও পুরাণতীর্থ ও শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় এম এ, রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয়ত্রয় শাখা সভার বিশেষ সভ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে শাখা-সভার সকল সভ্যই স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সভাপতি—কাকিনার স্বনামখ্যাত পরম বিদ্যোৎসাহী সাহিত্য-সেবী রাজা শ্রীযুক্ত মহিমা-রঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় শাখাসভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া শাখা-পরিষৎকে চিরঋণী

করিয়াছেন। তাঁহাকে আগামী বর্ষেও সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি একান্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন।

অধিবেশনাদি—আলোচ্য বর্ষে শাখা-সভার প্রতিষ্ঠার্থ দুইটী বিশেষ অধিবেশন ব্যতীত দশটী মাসিক অধিবেশন এবং পাঁচটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল।

## মাসিক অধিবেশন।

প্রথম—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, ১৯০৫, রবিবার

ভারতীয় নাট্য—শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ।

দ্বিতীয়—২৫শে আষাঢ়, ১৩১২, ৯ই জুলাই (১৯০৫) রবিবার

শ্রীযুক্ত ভবানীবাবুর প্রবন্ধ প্রথম সভায় পঠিত না হইয়া, এই অধিবেশনে পঠিত হয়।

তৃতীয়—২৮শে শ্রাবণ, ১৩১২, ১৩ই আগষ্ট (১৯০৫) রবিবার

বোপদেব—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী।

চতুর্থ—২৮শে আশ্বিন, ১৩১২, ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯০৫) রবিবার

গন্ধকাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদ—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী।

পঞ্চম—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১২, ১৯শে নবেম্বর (১৯০৫) রবিবার

অতীতচিন্তা ও উপায়নির্দ্দেশ(১)—শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম,এ বিদ্যাভূষণ।

ষষ্ঠ—২৩শে মাঘ, ১৩১২, ১৮ই ফেব্রুয়ারি (১৯০৬) সোমবার

নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই।

সপ্তম—৬ই ফাল্গুন, ১৩১২, ১৮ই ফেব্রুয়ারি (১৯০৬) রবিবার

গন্ধ কাব্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী।

অষ্টম—১১ই চৈত্র, ১৩১২, ২৫শে মার্চ্চ (১৯০৬) রবিবার

রামায়ণকালীন ভারতীয় সভ্যতা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, বি, এ।

নবম—২৫শে চৈত্র, ১৩১২, ৮ই এপ্রিল (১৯০৬) রবিবার

কবি জীবনমৈত্র ও বিষহরী পদ্মাপুরাণ—শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু।

দশম—১৫ই বৈশাখ, ১৩১৩, ২৮শে এপ্রিল (১৯০৬) শনিবার

চণ্ডিকা-বিজয় কাব্য ও রঙ্গপুরের কবি কমললোচন—শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু।

নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই।

## প্রথম সাংবৎসরিক অধিবেশন।

এতদ্ব্যতীত বিগত ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ২রা জুন শনিবার রঙ্গপুর টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখাসভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন চিরস্মরণীয়রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশন উপলক্ষে মূলসভা, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি এল, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র-সেবক নন্দী ও পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী এই পাঁচজন মহাত্মাকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকজন সাহিত্যসেবীর শুভাগমন হইয়াছিল। উত্তর বঙ্গের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে রঙ্গপুরের রাজা, জমিদার, ডেপুটী, পণ্ডিত, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি প্রায় দুই হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। জমিদার শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ মহাশয় দূরাগত প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনা করেন। শাখা-সভার সম্পাদক কুণ্ডির অন্যতম জমিদার বিদ্যোৎসাহী যুবক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, এই অল্প সময়ের মধ্যে শাখাসভা প্রায় পঞ্চাশ খানি প্রাচীন পুঁথি, পাঁচটী অপ্রকাশিত মুদ্রা, কয়েকখানি খোদিত লিপির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং স্থানীয় কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে অনেককে সাহিত্যালোচনায় অনুরাগী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তৎপর ছাত্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট "জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা" প্রবন্ধ লেখার জন্য কুণ্ডীর জমিদার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের প্রদত্ত "মধুসূদন পদক" নামে একটী রৌপ্যপদক জাতীয় স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্যকে প্রদান করেন। তৎপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় রঙ্গপুরের কবিগণের বিরচিত বহু প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন করেন। রঙ্গপুরের প্রাচীন কবি দ্বিজ কমললোচনবিরচিত "চণ্ডিকা-বিজয়" নামে একখানি প্রাচীন কাব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং উক্ত কুণ্ডু মহাশয়ের সংগৃহীত পাঁচটী প্রাচীন অপ্রকাশিত মুদ্রা ও তামকাটের শিলালিপির আদর্শ এবং পঞ্চাশখানি প্রাচীন পুঁথি ও তাহার বিবরণ সভাস্থলে প্রদর্শিত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "প্রাচীন বাঙ্গালার মৌলিক ইতিহাস" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গলাদেশে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনাবধি "আলালের ঘরের দুলাল" পর্য্যন্ত মুদ্রিত সাহিত্যের একটী বিবরণ পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার মুদ্রিত প্রথম ব্যাকরণ, প্রথম ইতিহাস, প্রথম ভূগোল, প্রথম জ্যোতিষগ্রন্থ, প্রথম মাসিক পত্র, প্রথম সংবাদ পত্র, প্রথম নীতিগ্রন্থ প্রভৃতি প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থগুলি সভাস্থলে প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উৎসাহসূচক বক্তৃতা করেন।

পরদিন শাখাসভা একটী সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সম্মিলন স্থলে বৌদ্ধশ্রমণ-যুগের শেষ নিদর্শন—"গোপীচন্দ্রের গীত" এদেশীয় যুগীগণ গান করিয়াছিল। এইরূপ মহাসমারোহে রঙ্গপুর-শাখা সভার বার্ষিক অধিবেশন শেষ হয়।

শাখা-পরিষৎ তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে অর্থাৎ রঙ্গপুরের প্রাচীন কবিদিগের কাব্যাদি সংগ্রহ ও জীবনী সম্বন্ধে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

মাসিক অধিবেশন সকলে প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত আরও যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্য হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রথম মাসিক অধিবেশনে কাকিনাধিপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় শাখা-পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত এবং তদুত্তরে তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে স্থানীয় ছাত্রগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের রচিত একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয় এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছাত্রদিগের নিকটে শাখা-সভার আবেদন জ্ঞাপন করেন। ছাত্রগণ অনেকেই শাখা-সভার সভ্যপদ গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, যথা সময়ে মূল সভার ছাত্র-সভ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী তাঁহাদিগের নিকটে প্রেরিত হয়। কিন্তু পরে কেহই আবেদন না করাতে আলোচ্য বর্ষে কোন ছাত্র-সভ্য গৃহীত হয় নাই। আগামীবর্ষে যাহাতে মাতৃভাষার আলোচনায় ছাত্রগণ আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য শাখাসভা পুনরায় পুরস্কারাদি ঘোষণা করিয়াছেন। তদ্বিষয় বিস্তারিত যথাস্থানে উল্লিখিত হইল।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় রাজসাহীর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র এম্ এ, বি, এল, মহোদয়ের শাখাসভার প্রতি সহানুভূতি ও উহার বিশিষ্ট সভ্যপদ গ্রহণে সম্মতিসূচক পত্র পাঠ করেন। ঐ পত্রে তিনি প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহের কার্য্যে কিছু অগ্রসর হইলে, রঙ্গপুরে শুভাগমন করিবেন, ইহাও লিখিয়া ছিলেন। রঙ্গপুরের স্বনামখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বিদ্যাভূষণ মহোদয়েরও শাখা-সভার বিশিষ্ট সভ্যপদগ্রহণে সম্মতিজ্ঞাপক পত্র পঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুরের স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় মহারাজ গোবিন্দলাল ,রায় বাহাদুর মহোদয়ের পুণ্যবতী অশেষদানশীলা পত্নী মহারাণী শরৎসুন্দরী বর্ম্মণী মহোদয়ার ও বঙ্গবাসী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং তাঁহাদিগের পুত্রের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র লিখিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় উপনীত শাখা-সভার সভ্যগণকে মূল সভা বিগত ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে একটী সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন করিয়া, যেরূপ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদক কর্ত্তৃক বিবৃত ও তজ্জন্য মূলসভাকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ মহাশয় কর্ত্তৃক কবি যদুনন্দনবিরচিত "রসকদম্ব" গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক ভারতীয় আর্য্যগণের পরিজ্ঞাত ভূখণ্ডের একখানি সুন্দর "মানচিত্র" প্রদর্শিত হয়। এই অধিবেশনে বরিশাল সাহিত্য-সম্মিলনে শাখাসভা হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার বিষয় আলোচিত হইয়া, সম্পাদক মহাশয়ের উপর নির্ব্বাচনের ভার প্রদত্ত হয়। তদনুসারে এই সভার

বিশেষ সভ্য শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় এম্, এ, বি, এল, মহোদয়কে তিনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন।

নবম মাসিক অধিবেশনে কুণ্ডী হরিদেবপুর হইতে ছন্দোবোধ—শব্দসাগর প্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক শাখা সভাকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ পশুপতিবিরচিত "চন্দ্রাবলী" কাব্য নামক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত এবং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই অধিবেশনে শাখা পরিষদের উন্নতিকল্পে প্রাপ্ত কয়েকটী পুরস্কারাদির প্রতিশ্রুতি বিষয় সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপিত করেন।

কুণ্ডী সপ্ত-পুষ্করিণীর জমিদার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয় সভায় পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহারা স্ব স্ব পিতৃদেবের স্মরণার্থ "মধুসূদন" এবং "গঙ্গাধর" নামক ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা মূল্যের দুইটী রৌপ্য-পদক প্রতিবৎসর শাখাপরিষদের হস্তে অর্পণ করিবেন। শাখাপরিষৎ তাঁহাদিগের অভিমত লইয়া স্বীয় উন্নতি কল্পে তাহা উপযুক্ত পাত্রকে দিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত কুণ্ডী হরিদেব পুর হইতে সাহিত্য-সেবী জমিদার শ্রীযুক্ত কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নাম সাহিত্য জগতে স্মরণীয় রাখিবার জন্য একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই পদকের মূল্যাদির বিষয় তিনি পরে নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। উপরোক্ত মহোদয়ত্রয়কে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত হয়।

এতদ্ব্যতীত এই অধিবেশনে সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণ সভাধিবেশনে যোগদানের জন্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় শাখাসভাকে যে আহ্বান-পত্র পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা পঠিত হইয়া ঐ সভার সহিত শাখাসভার সহানুভূতিজ্ঞাপক "টেলিগ্রাম" পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

## কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন।

প্রথম অধিবেশন—৩১শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩১২।

দ্বিতীয় অধিবেশন—২৫শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩১২, ৯ই জুলাই (১৯০৫)

তৃতীয় অধিবেশন—৬ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩১২, ১৮ ফেব্রুয়ারি (১৯০৫)

চতুর্থ অধিবেশন—২৬শে চৈত্র সোমবার, ১৩১২, ৯ই এপ্রিল, (১৯০৬)

পঞ্চম অধিবেশন—৯ই বৈশাখ, রবিবার, ১৩১৩, ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯০৬)

প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের পূর্ব্বে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটী করিয়া অধিবেশন করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই।

আলোচ্যবর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পাঁচটী অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।

প্রথম—শাখাসভার কর্ম্মচারী প্রভৃতি নিয়োগ।

দ্বিতীয়—শাখা-সভার পাঠাগারসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অবধারণ।

তৃতীয়—দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট হইতে গৃহীত চাঁদা দ্বারা শাখাসভার আবশ্যকীয় যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার যে নিয়ম মূলসভা অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ফলপ্রদ না হওয়াতে শাখাসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদার টাকা প্রতি চারি আনা অংশ প্রার্থনা করেন। তদ্বিষয় মূলসভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে আলোচিত হইয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ১৩১২ ও ১৩১৩ সালের জন্য শাখাসভা কর্তৃক প্রার্থিত প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের চাঁদার টাকার প্রতি চারি আনা শাখা-সভাকে দেওয়া হউক। প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের পত্রিকাদি বিলির ও চাঁদা আদায়ের ভার অতঃপর শাখাসভাই গ্রহণ করিবেন। এই নিয়মের ফলাফল দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য আবশ্যক মত ব্যবস্থা করা যাইবে। ১৩৩২ সং নম্বর পত্র দ্বারা মূল-সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। চতুর্থ—শাখাসভার উন্নতি সাধনার্থ প্রতিশ্রুত পদকাদি পুরস্কার কিরূপ ভাবে প্রদান করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হয় যে, "মূল সভার অভিমত জানিয়া উহা পরে বিবেচিত হইবে।" কুণ্ডী হইতে স্বীকৃত তিনটী পদকের মধ্যে শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্বীকৃত "মধুসূদন পদকটী" দাতার ইচ্ছানুসারে রঙ্গপুরের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যে, "জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে, তাহাকেই প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়া প্রবন্ধ পরীক্ষার ভার বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। পরীক্ষার ফলে শ্রীমান্ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য যে পদকটী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণেই উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম—প্রথম সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ের এবং মূল সভার সুযোগ বুঝিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে শাখা-সম্পাদক মহাশয় প্রথম সাংবৎসরিক অধিবেশনের একটী দিন নির্দ্ধারিত করিবেন এবং উহাতে চতুর্থ অধিবেশনের নির্দ্ধারণ ক্রমে কার্য্যাদি করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত এই অধিবেশনে শাখা পরিষদের উন্নতিকল্পে প্রাপ্ত পদক ও পুরস্কারাদি কিরূপ ভাবে প্রদত্ত হইবে, তাহা নির্ণয়ের জন্য সম্পাদক ও অপর তিনজন সভ্য লইয়া একটী বিশেষ সমিতি গঠিত করা হয়।

মূল সভা হইতে নির্ব্বাচিত সম্পাদক ব্যতীত নিম্ন লিখিত সদস্যগণকে লইয়া শাখা-সভা প্রথম বর্ষের জন্য একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী—

" খাঁন মৌলবী আবদুল মজিদ চৌধুরী বাহাদুর।

" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী।

" মনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার।
" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকিল।
" যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
" শ্রীশ গোবিন্দ সেন।
" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল,
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল,
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার।

কর্ম্মচারিগণ :—কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ মধ্যে প্রথম বর্ষের জন্য শাখাপরিষদের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন ;—

শ্রীযুক্ত রাজা মহিমা রঞ্জন রায় চৌধুরী—সভাপতি।
" মৌলবী আব্দুল মজিদ চৌধুরী খাঁন বাহাদুর। } সহকারী সভাপতিদ্বয়।
" ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী }
" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই ; আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।
" সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী—সম্পাদক
" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল ; } সহকারী সম্পাদকদ্বয়
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল ; }

উপরি উক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৩১২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস হইতে সহকারী সম্পাদকের পদসহ সভার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগপত্র পাঠাইলে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে উহা গৃহীত হইয়া, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়কে তৎপদে নিযুক্ত করা হয়।

✓কার্য্যালয়—শাখা সভার কার্য্যালয় ও পুস্তকালয় প্রথমে রঙ্গপুর "পাব্লিক লাইব্রেরী" গৃহেই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় শাখা-সভার সহিত সংস্রব ত্যাগ করাতে ঐস্থানে কার্য্যালয়াদি স্থাপনের সুবিধা হইবে না, বিবেচনায় আপাততঃ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রঙ্গপুরস্থ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের দালানেই অস্থায়ী ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। শাখা সভার জন্য পৃথক্ একটী গৃহ নির্ম্মাণ করা আপাততঃ সম্ভবপর নহে। এমতাবস্থায় অতঃপর কোথায় কার্য্যালয় রক্ষা করা হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এখনও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যেরূপ ব্যবস্থা হয়, সভ্যগণ পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

গ্রন্থাদি—নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি শাখাপরিষৎ উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রন্থের পার্শ্বে উপহারদাতাগণেরও নাম লিপিবদ্ধ করা গেল। শাখা-পরিষৎ তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা।

| পুস্তকের নাম | উপহার-দাতার নাম |
|---|---|
| হরিমতী, টীকা | শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ। |
| ছন্দোবোধ-শব্দসাগর | " কালীমোহন রায় চৌধুরী। |
| দ্রৌপদী | " বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। |
| গ্রামদীপিকা | " পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ। |

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ-কৃত রামায়ণ কালীন ভারতীয় আর্য্যগণের পরিজ্ঞাত ভূখণ্ডের "মানচিত্র।"

প্রাচীন গ্রন্থাবলী—শাখাসভা রঙ্গপুরের ও অন্যান্য স্থানের কবিরচিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন।

| পুস্তকের নাম | রঙ্গপুরের কবি রচয়িতা। | |
|---|---|---|
| চন্দ্রাবলী কাব্য | দ্বিজ পশুপতি বিরচিত। | |
| ভানুমতী উপাখ্যান | গৌরীকান্ত রায় | |
| চণ্ডিকা-বিজয় বা কালীযুদ্ধ | রঙ্গপুরের কবি কমল লোচন | |
| মজমুর কবিতা | পঞ্চানন দাস। | ( বগুড়ার কবি ) |
| মহাস্থানের কবিতা | দ্বিজ গৌরীকান্ত। | ঐ |
| রসকদম্ব | কবি বল্লভ। | ঐ |
| বিষহরী পদ্মাপুরাণ ( কতকাংশ ) | জীবন মৈত্র। | ঐ |
| রামায়ণ আদ্যকাণ্ড | অদ্ভুতাচার্য্য। | |
| সেতিহাস বগুড়াবৃত্তান্ত | কালীকমল সার্ব্বভৌম | |
| উষাহরণ ( খণ্ডিত ) | জীবন মৈত্র | ঐ |

নগদ পুরস্কারাদি দানের প্রতিশ্রুতি :—

পূর্ব্বোক্ত রৌপ্য পদকাদি ব্যতীত শাখাসভা উহার উন্নতি কল্পে নিম্নলিখিত নগদ পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রথম শাখা পরিষদের মাননীয় সভাপতি ও পরম বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্তমহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় শাখাসভার উন্নতি কল্পে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য পঞ্চাশ টাকা নগদ পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি সভার সম্পাদক মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কুণ্ডী গোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বিগত ৫ই বৈশাখ তারিখে এক পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইয়াছেন যে, তিনি বার্ষিক ৩০৲ টাকা পরিমাণের একটী পদক পুরস্কার তাঁহার স্বর্গীয় স্বনামখ্যাত পিতৃদেব কাশীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতি স্মরণীয় রাখিবার জন্য শাখা-সভার হস্তে অর্পণ করিলেন। এই বৃত্তি "কাশীচন্দ্র পুরস্কার" নামে অভিহিত এবং শাখসভার নির্ব্বাচিত উপযুক্ত সাহিত্য-সেবীকে প্রদত্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের এ দান সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সাদরে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আনন্দের সহিত ইহাও প্রকাশ করিতেছেন যে, রঙ্গপুরের আরও কয়েকটী বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্য মহাত্মা শাখাসভার উন্নতিকল্পে পুরস্কারাদি প্রদানে সম্মত হইয়াছেন; যথা সময়ে তাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইবে।

আয় ব্যয়—আলোচ্যবর্ষে শাখাপরিষদের সাধারণ তহবিলে চাঁদা ইত্যাদি বাবদ ৭৪৲ টাকা এবং প্রথম সাংবৎসরিক অধিবেশনের এক কালীন সাহায্য বাবদ নগদ ৫৪৲ টাকা একুনে ১২৮৲ টাকা মোট আয় হইয়াছে।

বার্ষিক অধিবেশনের বাবদে খরচ ১৮॥৩ পাই ও সভার নিজ খরচ ৭৮৵০ আনা একুনে ৯৬॥৵৩ পাই খরচ বাদে বক্রী ৩১।৴৯ পাই তহবিলে আছে। সুতরাং শাখাপরিষদের বার্ষিক আয় অপেক্ষা ব্যয় ৪৵০ আনা অধিক দেখা যাইতেছে। এই টাকা বার্ষিক অধিবেশনের তহবিল হইতে হাওলাত লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভৃত্যের মাহিয়ানা বাবদ চৈত্র পর্য্যন্ত ৩॥০ টাকা ও ছাপাখানার খরচ বাবদে আরও কিছু শাখা পরিষদের দেনা আছে। (ক) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শাখাপরিষদের বিশেষ তহবিলে মোট আদায় ১১৩৲ টাকা মধ্যে শাখা পরিষদের প্রাপ্য কমিসন ২১৲ টাকা বাদে বক্রী ৯২৲ টাকা মূল সভায় পাঠান হইয়াছে। ("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ—মাসিক চাঁদা দাতৃগণের মধ্যে রাধাবল্লভের বদান্য জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় শাখা সভার নিয়মিত চাঁদার উপরে মাসিক ৵০ আনা এবং মূল সভার মাসিক ॥০ আট আনা হিসাবে চাঁদা পৃথক্ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, শাখা-সভার যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ ব্যতীত এই সভার অন্যতম সভ্য বাঙ্গালা ভাষায় খ্যাতনামা লেখক ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় শাখা-সভার প্রথম অধিবেশনে যোগদান এবং অধিকাংশ সভায় সভাপতির কার্য্য-সম্পন্ন করিয়া, উহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তিনিও শাখা-পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

স্থানীয় "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" ও "স্বদেশহিতৈষী" পত্রিকায় শাখা পরিষদের মাসিক কার্য্য-বিবরণাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে; তজ্জন্য উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকদ্বয় শাখা-পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র।

শাখা-পরিষদ্ কর্ম্মচারী ও সভ্যগণের আন্তরিক যত্নে ও উৎসাহে উহার কার্য্যপ্রারম্ভেই যেরূপ আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের সকলের নিকট কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, এই প্রথম সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ শেষ করিতেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
রঙ্গপুর-শাখা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ } শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সম্পাদক

( ক ) "পরিশিষ্ট"

## ১৩১২ সালের সাধারণ তহবিলের আয় ব্যয় বিবরণ

### আয়

চাঁদা.................................৫৩৲
কমিসন.................................
প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট আদায়ী
চাঁদা.................................৯০৲
মধ্যে পুরাতন সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র
রায় চৌধুরী মহাশয়ের ১৩১১ সালের চাঁদা ৬৲
টাকা বাদে বক্রী.................৮৪৲
টাকার উপর প্রতি টাকায় ।০ আনা
হিসাবে শাখা সভার প্রাপ্য.................২১৲
প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে
এক কালীন সাহায্য আদায়.................৫৪৲
১২৮৲

আয়.................১২৮৲
ব্যয়.................৯৬॥৵১
৩১৵৯

### ব্যয়

ভাড়াদি বাবদ.................................৬৲
ডাকমাশুল.................................১২৸৵১
ছাপান বাবদ কাগজের মূল্য দপ্তর
সরঞ্জামীর মধ্যে দেখান হইয়াছে.................১০৸৶৯
দপ্তর সরঞ্জামী ও কণ্টীন্‌জেন্সী খরচ.................২৩৲
বাজে ব্যয়.................।৶০
বেতন খরচ.................২॥০
আসবাব খরিদ.................২২৷৴০
প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের খরচ.................১৮॥৩
৯৬॥৵৩

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব পরিশুদ্ধ
শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী আয় ব্যয় পরীক্ষক ৬।৫।০৬

( খ ) "পরিশিষ্ট"

## ১৩১২ সালের বিশেষ তহবিলের আয় ব্যয় বিবরণ

### আয়

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের চাঁদা.................৯০৲
প্রবেশিকা.................................২৩৲
১১৩৲

কৈঃ—
আয়.................১১৩৲
ব্যয়.................১১৩৲

### ব্যয়

শাখাসভার প্রাপ্য প্রথম শ্রেণীর সভ্য-
গণের চাঁদা.................................৯০৲
মধ্যে পুরাতন সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র
রায় চৌধুরী মহাশয়ের ১৩১১ সালের
চাঁদা বাবদ.................৬৲
বাদে বক্রী.................৮৪৲
উপর প্রতি টাকায় ।০ আনা হিসাবে ২১৲
হরতারিখে মূল সভায় যাহা ইরসাল করা
হইয়াছে.................৯১৴০
মণিঅর্ডার কমিসন.................৸৶০
১১৩৲

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব পরিশুদ্ধ।
শ্রীআশুতোষলাহিড়ী আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ৬।৫।০৬

১৩১৩ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

## রঙ্গপুর শাখার সভ্য তালিকা

### বিশিষ্ট সভ্য

১। শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী কাকিনীয়া পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২। " পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন, প্রধান পণ্ডিত, রঙ্গপুর ট্রেনিং স্কুল।
৩। " পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, বিদ্যাভূষণ, কোচবিহার।
৪। " অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এম্, এ, বি, এল, উকীল ঘোড়ামাড়া পোষ্ট, রাজসাহী।

### বিশেষ সভ্য

১। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, রঙ্গপুর।
২। " ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ, রঙ্গপুর চতুষ্পাঠী।
৩। " ব্রজসুন্দর রায় এম্, এ, বি, এল্ প্রধান শিক্ষক রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়।

### সাধারণ সভ্য প্রথম শ্রেণী

১। শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ রায়, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ধাপ, রঙ্গপুর।
২। " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ সবরেজিষ্টার, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।
৩। " মৌলভী আব্দুলমজিদ চৌধুরী খান্ বাহাদুর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, জমিদার মহীপুর, পোষ্ট গজঘণ্টা, রঙ্গপুর।
৪। " পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, জমিদার কুণ্ডী গোপালপুর, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৫। " রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীল, রঙ্গপুর।
৬। " মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, জমিদার কুণ্ডী, সপ্ত পুষ্করিণী, শ্যামপুর পোষ্ট রঙ্গপুর।
৭। " ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ, জমিদার নলডাঙ্গা, ভাইস্ চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, রঙ্গপুর।
৮। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডী সপ্ত-পুষ্করিণী শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৯। " উমেশচন্দ্র গুপ্ত বি, এল, উকীল, রঙ্গপুর।
১০। " অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার রাধাবল্লভ, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, রঙ্গপুর।
১১। " জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাফেজ, জজকোর্ট ধাপ, রঙ্গপুর।
১২। " প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-আট্-ল, ডাকবাঙ্গলা, রঙ্গপুর।

১৩। শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রঙ্গপুর।
১৪। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব, দিনাজপুর রাজবাড়ী, দিনাজপুর।
১৫। " পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১৬। " যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার টেপা অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
১৭। " কালীমোহন রায় চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ্ ও "ছন্দোবোধ শব্দসাগর"-প্রণেতা, হরিদেবপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১৮। " যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার কুণ্ডী গোপালপুর ছোটতরফ, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১৯। " বঙ্কুবিহারী সাহা, মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২০। " হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্, বি, ডাক্তার, রঙ্গপুর।
২১। " সুরেন্দ্রলাল সেন গুপ্ত, সিগ্‌নেলার।
২২। " হরগোপাল দাসকুণ্ড, জমিদার মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২৩। " পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল, উকীল রঙ্গপুর।
২৪। " রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২৫। " দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার অযোধ্যাপুর শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২৬। " যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার, রঙ্গপুর।
২৭। " পরেশনাথ চৌধুরী নায়েব বেতগাড়ী কাছারী হরিদেবপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২৮। " দ্বারকানাথ রায় বি, এল জমিদার রায়পুর পীরগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২৯। " " " " " "
৩০। " কুমুদনাথ চৌধুরী, কুন্তিবাড়ী, সেরপুর পোষ্ট বগুড়া।
৩১। " গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত, কানুনগোটোলা মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৩২। " গোলকেশ্বর অধিকারী সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
৩৩। " উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
৩৪। " বঙ্কুবিহারী কুণ্ডু বারদুয়ারী, সেরপুর পোষ্ট বগুড়া।
৩৫। " নারায়ণচন্দ্র দাস, সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
৩৬। " রাধিকানাথ সাহা, ডাক্তার, সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
৩৭। " প্রথমনাথ মুন্সী জমিদার, সেরপুর পোষ্ট বগুড়া।
৩৮। " গিরীন্দ্রমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত কৃপাসুন্দর চৌধুরীর বাটী সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
৩৯। " বরদাকান্ত রায় চৌধুরী, জমিদার, ভিতরবন্দ রাজবাটী ভিতরবন্দ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪০। " কিশোরীমোহন হালদার, মাহীগঞ্জ ডিস্‌পেন্সেরী মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪১। " রমেশচন্দ্র রায়, ডাক্তার, সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
৪২। " মুন্সী আফানউল্লা কবিরাজ, মাহীগঞ্জ পোষ্ট রঙ্গপুর।

৪৩। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ. গয়বাড়ী কাছাড়ী লাউতারা পোষ্ট, ভায়া ডোমার, রঙ্গপুর।
৪৪। " সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, সবইন্‌সপেক্টার পুলিশ মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪৫। " গোপালচন্দ্র ঘোষ বিএ, হেড্‌মাষ্টার তাজহাট স্কুল, মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪৬। " রজনীকান্ত মৈত্র হেড্‌ক্লার্ক পুলিস আপিস, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৪৭। " কালীকান্ত বিশ্বাস, সবইন্‌সপেক্টার, পুলিশ, সুন্দরগঞ্জ থানা, রঙ্গপুর।

## ১৩১৩ বঙ্গাব্দের সদস্য ও কর্ম্মচারিগণ।

১। শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, সভাপতি।
২। " ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ, জমিদার সহঃ সভাপতি।
৩। " প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার আট-ল সহঃ সভাপতি।
৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার মূলসভা হইতে নিযুক্ত সম্পাদক।
৫। " অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সহঃ সম্পাদক।
৬। " পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি এল, সভার সহঃ সম্পাদক, ও পত্রিকাসম্পাদক।
৭। " হরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক।

## কার্য্যনির্ব্বাহক।

৮। " অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার।
৯। " মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী, জমিদার।
১০। " রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল।
১১। " কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল।
১২। " জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, মহাফেজ জজকোর্ট।
১৩। " রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার, এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার রঙ্গপুর, আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

## সাধারণ সভ্য-তালিকা।

### দ্বিতীয় শ্রেণী

( ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্য্যন্তের )

১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, উকীল রঙ্গপুর।
২। " রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার, ধাপ, রঙ্গপুর।
৩। " মনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার কুণ্ডী সপ্তপুষ্করিণী, চেয়ারম্যান সদর-লোকালবোর্ড এবং অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪। " মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ধাপ, রঙ্গপুর।
৫। " কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মোক্তার-মহাশয়ের বাসা, ধাপ, রঙ্গপুর।

৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশ গোবিন্দ সেন, কটকীপাড়া, রঙ্গপুর।
৭। " পূর্ণচন্দ্র নন্দী, জমিদার, ধাপ, রঙ্গপুর।
৮। " রাধারমণ মজুমদার, জমিদার, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ দেওয়ান বাটী, রঙ্গপুর।
৯। " হরিশ্চন্দ্র রায়, মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০। " অতুলচন্দ্র গুপ্ত বি, এ, উমেশচন্দ্র গুপ্ত উকীল মহাশয়ের বাড়ী, রঙ্গপুর।
১১। " নগেন্দ্রনাথ সেন বিএ, ঐ বাড়ী রঙ্গপুর।
১২। " যোগেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদারের বাড়ী, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
১৩। " দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হেড্ মাষ্টার গোপালপুর স্কুল, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১৪। " রাধাকৃষ্ণ রায়, উকীল, রঙ্গপুর।
১৫। " সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, উকীল, রঙ্গপুর।
১৬। " সিদ্ধেশ্বর সাহা, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট টেক্‌নিক্যালস্কুল রঙ্গপুর।
১৭। " দ্বারকানাথ ঘোষ, হেড্ পণ্ডিত গোপালপুর স্কুল, সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোষ্ট, ঐ
১৮। " মথুরানাথ দেব মোক্তার, রঙ্গপুর।
১৯। " গোপালচন্দ্র দাস, ডাক্তার, বদরগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২০। " সারদামোহন রায়, হরিদেবপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২১। " কেদারনাথ বাগ্‌ছী ম্যানেজার টেপা মধ্যমতরফ, রঙ্গপুর।
২২। " বরদাপ্রসাদ মজুমদার, ডাক্তার, বোতলাগাড়ী সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২৩। " অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বোত্‌লাগাড়ী সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২৪। " বসন্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, দিলালপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
২৫। " হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ববনপুর।
২৬। " অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর ষ্টেট্, অযোধ্যাপুর, শ্যামপুর পোষ্ট রঙ্গপুর।
২৭। " সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার নলডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৮। " চণ্ডীচরণ সেন গুপ্ত, উকীল, সেন পাড়া রঙ্গপুর।
২৯। " অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব, বোত্‌লাগাড়ী কাছারী, সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৩০। " কুমুদচন্দ্র সান্যাল, বেলপুকুর দিলালপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৩১। " " " "
৩২। " রজক মহাম্মদ সেখ, বোত্‌লাগাড়ী, সৈয়দপুর পোষ্ট রঙ্গপুর।
৩৩। " জগচ্চন্দ্র সরকার, ডাক্তার, হরিপুর পূর্ণনগর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৩৪। " গৌরগোপাল চৌধুরী, কুঠীবাড়ী, সেরপুর পোষ্ট বগুড়া।
৩৫। " দুর্গামোহন সাহা, জমিদার, ভাইস চেয়ারম্যান সেরপুর মিউনিসিপালিটী, সেরপুর পোষ্ট বগুড়া।

৩৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, সেরপুর পোষ্ট, বগুড়া।
৩৭। " প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের বাসা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৮। " সতীশচন্দ্র শিরোমণি, ম্যানেজার রাজা এ, এন্‌রায়ের ষ্টেট্ শণিবাড়ী কাছারী, মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৩৯। " রোহিণীকান্ত মৈত্রেয়, ম্যানেজার ছোট দোকান মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪০। " ভুবনেশ্বর সেন গুপ্ত, কবিরাজ, মাহীগঞ্জ পোষ্ট রঙ্গপুর।
৪১। " সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪২। " মাধবচন্দ্র ভৌমিক, দেওয়ান, সপ্তপুষ্করিণী শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪৩। " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোঁসাইবাড়ী মাহীগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪৪। " যতীন্দ্রমোহন ভৌমিক, ডাক্তার গুরজাংমোড়া টি ষ্টেট্,মাল পোষ্ট, জলপাইগুড়ী।
৪৫। " গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমানবীশ সপ্তপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪৬। " নবদ্বীপচন্দ্র দত্ত চৌধুরী নায়েব মেনানগর কাছারী বদনগঞ্জ, পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪৭। " মধুসূদন মজুমদার, স্বরূপপুর জমিদারের কাছারী নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

# রঙ্গপুর শাখার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

১। উত্তরবঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষি, শিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ, ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি-সাধনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে তৎসংবাদসহ এক খানি সভ্যপদ স্বীকারপত্র স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সভ্যপদ স্বীকারপত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া, ১৲ টাকা প্রবেশিকা ( প্রথম শ্রেণীর সভ্যের পক্ষে ), বা দুই মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ॥০ আট আনা ( দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যের পক্ষে ) সহ সম্পাদকের নিকটে পাঠাইলে তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৩। মূল ও শাখা পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে প্রথম শ্রেণীর সাধারণ সভ্যকে মাসিক অন্যূন ॥০ আট আনা এবং শাখা-পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যকে মাসিক অন্যূন ।০ চারি আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই সাদরে গৃহীত হইবে। প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ মূল ও শাখা উভয় সভার যাবতীয় অধিকার সহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ কেবল শাখা-সভার যাবতীয় অধিকার সহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখাসভার ব্যবহারার্থ মূল সভা হইতে প্রদত্ত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের থাকিবে।

৪। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্য সেবায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষ ভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও সভার বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সভ্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

৫। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়মাদি মূল সভার অনুরূপ।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীর সভ্যকেই চাঁদা আদি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে পাঠাইতে হইবে। সভ্যপদ-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচন হইবার জন্য সম্পাদককে পত্র লিখুন।

সপ্তপুষ্করিণী
শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

রঙ্গপুর-শাখা

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্, সম্পাদক।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহঃ সম্পাদক।

রঙ্গপুর।

( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত )

## সূচীপত্র।



কলিকাতা।

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩১৩।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ]         [ ডাক মাশুল ।৵৹ আনা

# নিবেদন

উত্তর বঙ্গবাসী ও যাবতীয় সাহিত্য-সেবিগণের নিকটে আমাদিগের নিবেদন এই যে, উত্তর বঙ্গের ইতর ভদ্র অনেক লোকেরই ঘরে হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি অযত্নে রক্ষিত হইয়া কীটের উদর পূর্ণ করিতেছে। ঐ উপেক্ষিত গ্রন্থগুলিই উত্তর-বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণের অতুল কীর্ত্তি। যাহাতে মাতৃভূমির অতুল প্রতিভার শেষ নিদর্শনগুলি রক্ষিত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেকের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা উচিত। যিনি যে উপায়ে যাহা পারেন সংগ্রহ করিয়া শাখা-পরিষদের হস্তে অর্পণ করুন। যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ সহজসাধ্য নহে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দিন। কোথায় কোন পুঁথি আছে, তাহার সত্বাধিকারী কে, এবং কিরূপে তাহা সংগৃহীত হইতে পারে এই সকল সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলে শাখা-পরিষদ্ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। উত্তর-বঙ্গীয় ঐতিহাসিক উপকরণ যথা ইষ্টকলিপি, শিলালিপি বা তাহার আদর্শ, প্রাচীন মুদ্রা, সনন্দ, ফর্ম্মাণ, দলিলাদি যাহা উপস্থত হইবে, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং প্রদাতার নাম প্রকাশ করা যাইবে। স্থানীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি পাঠাইলে, প্রকাশোপযোগী হইলে পত্রিকায় তাহা স্থান পাইবে। দুর্লভ অপ্রকাশিত মূল্যবান্ প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সম্ভব মত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেও সভা প্রস্তুত আছেন। পত্রাদি সভার সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

সপ্তপুষ্করিণী
শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক

# করতোয়া-মাহাত্ম্য

## তৃতীয় অধ্যায়

মহাভারতে করতোয়া, করতোয়া তটে মহাপীঠ, করতোয়াপূজাবিধি,
করতোয়াস্তোত্র, করতোয়ামাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভ্রান্তমতখণ্ডন।

মহাভারতে করতোয়ামাহাত্ম্য।

মহাভারতে লিখিত আছে, প্রজাপতি এই বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া করতোয়া তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়*। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বের নবম অধ্যায়ের নদীশ্রেণীর মধ্যে করতোয়ার নাম উল্লেখ আছে।

করতোয়া তটে মহাপীঠ।

সতীর ৫১ পীঠের এক মহাপীঠ এই করতোয়াতটে পতিত হওয়ায়, ইহা একটী তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

"করতোয়া তটে গুল্ফং বামে বামন ভৈরব।
অপর্ণাদেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥" ( তন্ত্রচূড়ামণি )

পুরাণে লিখিত আছে,—হিমালয় মেনকার হৃদয়বাসিনী গৌরী বিবাহযোগ্যা হইলে, স্বয়ং ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া ভোলানাথের সহিত পরিণয় অবধারিত করিলেন। * * * কন্দর্প অদৃশ্য থাকিয়া প্রতিশোধ প্রদানার্থ শঙ্করের প্রতি সম্মোহন বাণ প্রয়োগ করিলেন। গিরিরাজ গৌরীর সুকোমল পাণি কুশবারিসহ শঙ্করের করে প্রদান করা মাত্রেই, যোগেন্দ্র কামবাণে পীড়িত হইয়া বিচলিত হইলেন, হস্তস্থ বারি ভূতলে পতিত হইল। হিমালয়পুরোবাসিনী কামিনীগণ মহাদেবকে কামোন্মত্ত দেখিয়া পলায়ন পরায়ণা হইলে, জগন্মাতা গৌরী কৃপা কটাক্ষে মুহূর্ত্তমধ্যে মহেশের চিত্তবিকার প্রশমিত করিলেন; শুভ-পরিণয়-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। শঙ্করের কর-বারি ভূপতিত হইয়া একটী নদীরূপে পরিণত হইল, পিতামহ ব্রহ্মা স্রোতস্বিনীর করতোয়া নাম রাখিয়া পুণ্যতীর্থমধ্যে পরিগণিত করিলেন। করতোয়া শৈলশিখর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়া পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদেশ প্লাবিত করিয়া যেখানে শঙ্খাসুরের প্রতারণায় ভাগীরথী সৌম্যমূর্ত্তি পরিত্যাগ করতঃ প্রখর স্রোত ও উত্তাল তরঙ্গমালায় মানবহৃদয়ে আতঙ্ক জন্মাইয়া বিরাজিতা ছিলেন; সেই স্থানে তাঁহার সহিত মিলিতা হইলেন।

পিতা এবং মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া করতোয়া এইরূপে বিমাতৃক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, স্নেহবশতঃ পদ্মা তনয়াকে অম্ভোধিকরে সম্প্রদান করিয়া শুভকার্য্য নির্ব্বাহ

* মহাভারত বনপর্ব্ব, ৮৫ অধ্যায়।

করিতে পারিলেন না; এ কারণ রূপবতী এবং তরুণী হইয়াও করতোয়াকে আজীবন কুমারী থাকিতে হইল।*

করতোয়া মাহাত্ম্য—"পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রভো! নদী মধ্যে করতোয়া ও পৌণ্ড্রক্ষেত্র-মাহাত্ম্য বিস্তারিত শ্রবণ করি নাই। কোন্ কালে কি প্রকারে কোথা হইতে করতোয়া নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; যদি আমাতে অনুগ্রহ থাকে, তবে বিশেষ করিয়া বলুন আর কাহার দ্বারা ও কি প্রকারেই বা সেই অত্যুত্তম পৌণ্ড্রক্ষেত্র প্লাবিত হইয়াছে, শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব বলিলেন,—"হে দেবি! তোমার পাণিগ্রহণ সময়ে হিমালয় কর্ত্তৃক যে সম্প্রদানীয় জল আমার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, ঐ জল আমার হস্ত হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, পরে করতোয়া নামে খ্যাত হইয়াছে। হে সুরেশ্বরি! আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বকালেই পৌণ্ড্রসম্বন্ধে সমুদয় কথিত হইয়াছে। তখনই করতোয়ার যে ফল তাহাও কথিত হইয়াছে। এখন সেই নদী, নদীমধ্যে কলিপাপহরা ও বিশেষপুণ্যদায়িকা। করতোয়া নদী ভার্গব (পরশুরাম) কর্ত্তৃক প্রকাশিতা হইয়াছেন। সেই পৌণ্ড্রক্ষেত্রে মৎপুত্র গুহ (কার্ত্তিকেয়) সর্ব্বদাই বাস করিতেছেন; যে ক্ষেত্রে গরুড়াসন ভগবান্ বিষ্ণু বিদ্যমান রহিয়াছেন। পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা যেরূপ, তদ্রূপ ঐ পৌণ্ড্রক্ষেত্রে সেই নারায়ণ সকলকালে সর্ব্বপ্রকারে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সৌভাগ্যজনক পৌণ্ড্রক্ষেত্রকে কেশব ত্যাগ করেন না। পৃথিবীর নাভিকমলরূপ পৌণ্ড্রক্ষেত্র আমার করনির্গত জল দ্বারা প্লাবিত হইয়াছে। দেবী ও শঙ্করের সংবাদ ভার্গব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ ভার্গবকে পুত্র বাৎসল্যে পৌণ্ড্রক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীমান্ মহাতপোধন ভার্গব ঋষিগণকে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন; অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মা স্বরূপ অর্থাৎ ত্রিতয়ের ঐক্য ভাবাপন্ন সেই শ্রেষ্ঠ মুনি দানবেন্দ্র ধ্বংসকারী চক্রপাণি তোমাকে নমস্কার করি। যেহেতু এক মাত্র পরশু দ্বারা যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়া একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, সেইজন্যই পৃথিবীতে পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ত্রেতাযুগের আদিতে মহাবীর্য্যশালী সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দর ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্মাচরণকারী, শুদ্ধভাবাপন্ন, সর্ব্বাচারবিধায়ক এবং কৌতুকাবিষ্টহৃদয় জমদগ্নি-পুত্র, পৃথিবীতে হরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তি ও মুক্তি ফলোদ্দেশ্যে পৌণ্ড্রক্ষেত্র মধ্যে মহাপুণ্যজনক কোটী শিলাযুক্ত দ্বীপে শরীরের আদি ও অন্ত পর্য্যন্ত পবিত্র করতোয়া জল পরশুরাম কর্ত্তৃক দ্বিজোদ্দেশে অর্পিত হইয়াছে।

পরশুরাম কর্ত্তৃক দিনত্রয়ব্যাপক কনকপুরী সৃষ্ট হইয়াছে এবং স্কন্দ ও গোবিন্দ তীর্থদ্বয়ের মধ্য-ভূমিতে সংস্কার (কেশ নখাদি নিষিদ্ধ বস্তু রহিত) বেদীর সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত বেদীর উত্তর পার্শ্বে কামাক্ষ্মী দেবী, দক্ষিণ ভাগে কোটীশ্বরী, নৈর্ঋতে ভৃগু কর্ত্তৃক অর্পিত কোটী-

* ভবানীপুরকাহিনী, ৪২ পৃষ্ঠা।

এই অংশটুকু কোন্ পুরাণ হইতে উদ্ধৃত বুঝিলাম না। (লেখক)

লিঙ্গ তাহার নৈর্ঋতে বিজয়া চণ্ডী ও উত্তরে ভূতিকেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থান করিতেছেন। সেই কুণ্ডমধ্যে পুণ্যতিথিতে স্নান করিলে মনুষ্যগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত ভূতিকেশ্বর শিবলিঙ্গের দক্ষিণে স্বর্গামণ্ডপ রহিয়াছে। উক্ত বেদীর মধ্যভাগে যে অর্পিত যূপ আছে, ঐ যূপ মনুষ্যসম্বন্ধ মাত্রেই বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দমণ্ডপের পূর্ব্বভাগে বিষ্ণুনির্ম্মিত কুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। মণ্ডপের বারুণ কোণে পরশুরামের অদ্ভুত সভা, যে সভায় পঞ্চবিংশতি সহস্রাধিক লক্ষ ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছেন। হে দেবি! ঐ সভা মহাত্মা পরশুরামের তপঃপ্রভাবে উৎপন্না হইয়াছে। উক্ত সভার বারুণকোণে ঈশ্বরনির্ম্মিত গর্ত্ত রহিয়াছে। সভাভবনস্থ পঞ্চবিংশতি সহস্রাধিক লক্ষ ব্রাহ্মণ ও স্কন্দ প্রভৃতি দেবতা এবং বিষ্ণু, বলভদ্র, শিব ও ভগবতী প্রভৃতি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সেবিত ও করতোয়া জল দ্বারা বিদূরিতপাপরাশি, পৃথিবীমধ্য-ভাগস্থ, কান্তিযুক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরকে প্রণাম করি। করতোয়া নদীর পশ্চিম ভাগে জাহ্নবী সম্পূর্ণা এবং পূর্ব্ব ভাগে পাদহীনারূপে প্রবাহিতা হইতেছেন। লোহিনী মৃত্তিকাযুক্ত করতোয়া নদীর পশ্চিম ভাগ, মহাপাপনাশক মুক্তিক্ষেত্ররূপে খ্যাত হইয়াছে। করতোয়া নদী প্রাপ্তির পর পর দিবসত্রয় যাবত উপবাস করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়; ঐ স্থানেই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া হরি-সাযুজ্য-মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। করতোয়া নদী প্রাপ্ত্যনন্তর যে নর কলেবর ত্যাগ করে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি হয়, সন্দেহ নাই। পাপনাশিনী দেবিকা, করতোয়া এবং বিপাশা এই নদীত্রয়ের জল যে নর পান করিয়া থাকে, তাহারা মনুষ্য নহে—দেবতাস্বরূপ। স্কন্দ ও গোবিন্দদেব মধ্যস্থ করতোয়াতে সোমবারের অমাবস্যায় অরুণোদয়ে মৌনভাবে স্নান করিলে কোটিকুলোদ্ধার হয়। পৃথিবীর অণু ও আকাশের পরিমাণ কিরূপ তাহা যেমন বলিবার শক্তি নাই, সেইরূপ করতোয়ার মাহাত্ম্যও বলিতে আমি অশক্ত। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাজ্যৈষ্ঠী সময়ে বিষ্ণুদর্শন করিলে যে ফল, করতোয়া নদীজলে স্নান করিলে সেই ফল হয়। সোমবারের অমাবস্যা তিথির অরুণোদয়কালে স্নান করিলে শত সূর্য্য-গ্রহণকালীন স্নানের ফল হয়। শিলাদ্বীপে ঐ দিবস মৌন হইয়া স্নান করিলে কোটীগুণ ফল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আবার ঐ স্নান পৌষমাসে করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল কোটীগুণ বৃদ্ধি হয়। বারাণসী ক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে এবং গ্রহণ-কালে স্নান করিলে যে ফল হয়, শিলাদ্বীপস্থ হইয়া করতোয়া স্নান করিলে তৎফল কোটীগুণ বৃদ্ধি হয়। সৌর পৌষীয় ও সৌর মাঘীয় সোমবারে এবং ব্যতীপাত যোগবিশিষ্ট তিথিতে অরুণোদয় কালে পূর্ব্বোক্তরূপে স্নান করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল কোটী কোটী গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সৌর পৌষীয় মূলানক্ষত্রযুক্তা অমাবস্যা হইলে অরুণোদয় কালে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্নান করিলে ত্রিকোটী কুলোদ্ধার হয়। বারাণসী ক্ষেত্রে দেবপূজায় যে ফল হয়, করতোয়ানদীজলে সে ফল দ্বিগুণ হয়। দ্বারাবতী, গণ্ডকী, প্রয়াগ, পুষ্কর, বদরিকাশ্রম এবং কুরুক্ষেত্রে দেবপূজায় যে ফল, করতোয়া নদী জলে তদপেক্ষা চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। হে দেবি! করতোয়া জলে বিষ্ণুপূজা করিলে বিশেষ

ফল প্রাপ্তি হয়। সৌর শ্রাবণ মাসে আদি দিবসত্রয় গঙ্গা রজোযুক্তা হইয়া থাকেন এবং অন্যান্য নদীও রক্তবহারূপে খ্যাতা; করতোয়া নদীই কেবল জল মাত্র বহন করেন। হে দেবেশি! এই সুন্দরী করতোয়া দেবী সর্ব্ব-কালেই নীর বহন করিয়া থাকেন। যে মানবগণ ঐ জল দ্বারা স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া থাকে,—তাহাদিগের মুক্তি করে স্থিতা; অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। যে হেতু আমার করসম্ভব জল মনুষ্যদিগের পাপহর ও পুণ্য-দায়ক এবং স্নান দান দ্বারা মুক্তিদ হইয়া থাকে। অতএব করতোয়া জলের মাহাত্ম্য অতীব আশ্চর্য্য। যে সমস্ত মানব করতোয়া নদীতীরে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কাশী-বাসতুল্য ফল লাভ হয় এবং পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ হয়। করতোয়া নদীর তীরস্থ হইয়া দেবপূজা করিলে সর্ব্বার্থ সাধন হয়। হে সুন্দরি! ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যে মানবগণের করতোয়া জল উদরস্থ থাকিতে মৃত্যু হয়, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাহারা মুক্তি লাভ করে, সন্দেহ নাই, এবং সেই সময় তাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অমল কৈবল্য মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে সুন্দরি! গঙ্গা এবং করতোয়া জল এই পৃথিবীতে সর্ব্বপাপহরা পুণ্যজনক ও পরম পবিত্র। করতোয়া জলে যাহার অস্থি, নখ কেশ, পতিত হয়, তাহার চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত স্বর্গ লাভ হয়। করতোয়া নদীর পশ্চিম ভাগে সর্ব্বদাই গঙ্গা বাহিতা হইতেছেন; বিশেষ যে স্থানে লোহিত মৃত্তিকা, সে স্থানে করতোয়া মুক্তিদায়িনী এবং করতোয়ার পশ্চিম তীরে যে স্থানে লোহিত মৃত্তিকা বিদ্যমান, তৎস্থান মহাপাতকনাশক ও মুক্তিক্ষেত্ররূপে খ্যাত। করতোয়ার জল পুণ্য ও পবিত্রতা-জনক এবং পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। তজ্জলে সম্পূর্ণ মাঘ মাস স্নান করিলে বিষ্ণুপুরে গমন করিতে পারিবে। করতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী হইয়া দেবপূজাপরায়ণ মানবগণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবে। সামান্য করতোয়া তীরাপেক্ষা পৌণ্ড্র নগরস্থ করতোয়া তীরে পূর্ব্বোক্তফল কোটি কোটী গুণ বৃদ্ধি হয় এবং করতোয়ার সামান্য তীর হইতে পৌণ্ড্র নগরস্থ করতোয়াতীরে এক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে সুন্দরি! সেই পৌণ্ড্রক্ষেত্রে জপ, হোম, দান, পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিলে করতোয়ার সামান্য তীরাপেক্ষা কোটী কোটী গুণ ফল প্রাপ্তি হইবে। করতোয়া নদীর তীরমৃত্তিকা দ্বারা যে মানবগণ তিলক ধারণ করিবে, তাহারা বিষ্ণু-রূপ ধারণ করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। স্কন্দ ও গোবিন্দ নামক কুণ্ডদ্বয়মধ্যবর্ত্তী ভূমি বারাণসীস্বরূপা; তৎপুরী গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; তৎস্থানস্থ হইলেই নরগণ নারায়ণস্বরূপ হইবে। হে মহেশ্বরি! চতুর্দ্দিক সমপরিমাণে পঞ্চক্রোশ পৌণ্ড্রক্ষেত্র, তদন্তর্গত ক্রোশপরিমিত অতি গুহ্যতম ক্ষেত্র—যে স্থানে ভার্গব মুনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। পৌণ্ড্রক্ষেত্রে গুহ পশুগণকেও জ্ঞানদান করিয়া থাকেন। সেই গুহগৃহে তাম্রচূড় (কুক্কুট) বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উক্তক্ষেত্রীয়া ভূমি দীর্ঘ-পরিমিতা ও হেমবর্ণা। ঐ ভূমির দুর্গন্ধ সৌগন্ধতুল্য, সে স্থানে পরিমিত ষষ্টির বৃদ্ধি এবং অস্থি-শীলা হয়। আকাশ-ছত্র, কোন এক

স্থানে বৃষ্টিধারা পতিত হয় না ; সর্পগণ ফণা ধরে না ; জীবগণের নাসিকাদ্বয়ের তুল্য স্বর ; কুশ-দ্বীপ তুল্য এবং উক্ত ক্ষেত্রে কনক বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সকল আশ্চর্য্য ! তৎক্ষেত্রীয়া ভূমি উচ্চতরা ; কাম্যকুণ্ডে স্নান করিলে তরুণত্ব প্রাপ্তি হয়। তথায় উপভোগ, যজ্ঞ, সদা ভ্রমণ ও নৃত্য জন্য উৎফুল্লিত। তৎস্থানীয় বাক্যই বেদস্বরূপ। পরশুরাম এই প্রকার ঊনবিংশ লক্ষণ রচনা করিয়াছেন, সেই জন্যই জগৎ মধ্যে ঐ স্থান মহাস্থানরূপে খ্যাত ও [illegible]।

যে পৌণ্ড্রক্ষেত্রে করতোয়াজলে স্নান করিলে করতোয়া পাপরাশিকে বিনাশ করিয়া থাকেন, অস্থি পাষাণতা প্রাপ্ত হয়. কার্ত্তিকেয় দেব যে ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন, এবং যে স্থানে কূপ জল বিপুল তৈল-তুল্য হয়, এই প্রকার পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

( ইত্যুত্তর পৌণ্ড্রখণ্ডমাহাত্ম্য।)

সূত কহিলেন, হে মুনিগণ ! করতোয়া নদীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ; বাহুদার ( করতোয়ার ) এই তীরে ঐ জল সকল পাপনাশক। হরের মস্তকস্থিত গঙ্গা, হরের কর হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া করতোয়া নামে খ্যাতা হইয়াছেন। অতএব পৃথিবীতে গঙ্গা ও করতোয়ার পরস্পরে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

গঙ্গা ও করতোয়ার অভেদ কথন হেতু,গঙ্গাতে কর্ত্তব্য স্নানাদিজনিত ফল করতোয়াতেও হইতে পারিবে, নচেৎ অভেদ-কথনের কিছু মাত্র সার্থকতা দেখা যায় না। ইহাকে করতোয়ার স্তুতিবাদ বলা যায় না, যেহেতু গঙ্গা হইতে করতোয়ার অধিক ফল কীর্ত্তন কোন স্থানেই করেন নাই। অতএব বারুণী প্রভৃতি যোগ সকল করতোয়াতে শিষ্টগণেরা আচরণ করিতেছেন ; দেশীয় চির ব্যবহারেও তদ্রূপ চলিয়া আসিতেছে। হে করতোয়ে ! হে সদানীরে ! হে সরিৎশ্রেষ্ঠে ! হে সুবিশ্রুতে ! যে হেতু আপনি পৌণ্ড্রদেশকে প্লাবিত করিতেছেন, অতএব পাপ হরণ করুন।

হে শ্রীকণ্ঠপাণিপ্রভবে ! যে হেতু আপনি রজোহীনা এবং তরুণী ; অতএব আপনার তুল্য নদী আর কোথাও নাই। আপনি ধন্যা ও পুণ্যপ্রদা এবং নদীমধ্যে শ্রেষ্ঠা অতএব আপনাকে নমস্কার করি। করতোয়ায় স্নান হেতু করতোয়া নদী পাপরাশিকে বিনাশ করিয়া থাকেন এবং ভগবান্ কার্ত্তিকেয় জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে লিখিত মুনির বাহুদান করিয়াছেন বলিয়া করতোয়া বাহুদা নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি সদানীরা মহাপুণ্যদায়িকা, শীতবাহিনিকা এবং শুভপ্রদা। ঋষিগণ, মুনিগণ, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, অশ্বত্থামা, কপিবর, বাসুদেব, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, ষণ্মুখ এবং করিমুখ ইঁহারা তপস্যাহেতু করতোয়ার পশ্চিমতটে করতোয়ার জলার্থী হইয়া স্থিত রহিয়াছেন। যেহেতু করতোয়া রজোহীনা, অতএব মহাপুণ্যদায়িকা। সৌর ভাদ্রমাসে বিশেষ পুণ্যদাত্রী। পক্ষান্তরে ইচ্ছা করিলে করতোয়া নদীর জল প্রাপ্তিমাত্রেই স্নান ও তর্পণ অবশ্যই করিয়া পার হইতে পারিবে। করতোয়া নদী লঙ্ঘনেচ্ছু মানবগণ করতোয়ায় স্নান না করিয়া করতোয়া নদী

লঙ্ঘন করিলে পূর্ব্বধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তজ্জলে স্নান ও তজ্জল পান করিয়া লঙ্ঘন করিলে দোষ হইবে না। মহাপুণ্যজনক পৌণ্ড্রক্ষেত্র করতোয়া জলদ্বারা প্লাবিত হইয়াছে, তজ্জলে স্নানমাত্রেই বিষ্ণুর প্রীতি বৃদ্ধি হয়। পৌণ্ড্রক্ষেত্রের উত্তরভাগে যোজনদ্বয় মধ্যবর্ত্তী লোহিত মৃত্তিকাযুক্ত স্থানে চণ্ডিকাদেবী অবস্থান করিতেছেন। করতোয়া নদীতটস্থ হইয়া চণ্ডীদেবী স্থানে প্রার্থনামাত্রই তিনি অশ্ব ও ভবন দান করিয়া থাকেন। উক্ত ক্ষেত্রের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে। চণ্ডাল ও অন্ত্যজ-স্পৃষ্ট তীর্থজল পবিত্র হয় না, কিন্তু করতোয়া, গঙ্গা ও যমুনার জল পবিত্র থাকে। যে সকল পাপী মানবগণ জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানেই হউক করতোয়া নদীর জল একবার মাত্র পান করে, তাহারা অনায়াসে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। যাহারা ভাণ্ডদ্বারা জল আনিয়া স্নান করে, তাহারা পাপসমূহকে ত্যাগ করিয়া থাকে। জ্ঞান অজ্ঞান বশতঃ যে নর করতোয়াতে স্নান করিয়া থাকে, সে দৈনিক পাপ বিনাশপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করে। এই পৌণ্ড্রনগরে নরগণের পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। কাশীবাস তুল্য ও বিষ্ণুগৃহে বাসতুল্য ফল হয় এবং বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, জ্ঞান, সমাধি ও জপদ্বারা সাধ্যসাধন হয়। কৃষ্ণবেন্না, তাম্রপর্ণী, সরযূ, গণ্ডকী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, চিরবম্বরী, স্বর্ণচম্পা, বেত্রবতী, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, বিপাপা, বিপাশা, চিত্রা, চিত্রোৎপলা, গোমতী, গোমুখী, রেবা এবং চিরসরস্বতী প্রভৃতি পূর্ণজলযুক্তা নদীগণ পৃথিবীমণ্ডলে বাস করিতেছেন; হে প্রিয়ে! ঐ তীর্থনদী সকলের জল সর্ব্বদাই করতোয়া জলে বিদ্যমান রহিয়াছে। শীপাদ্বীপে মহাবীর ভার্গবমুনি এই করতোয়া-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ত্রিকালে অথবা এককালে যে মানব শুচি হইয়া করতোয়া মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিবে, সেই ইহকালে সকল সুখভোগ করিয়া পরকালে সকল পাপনাশক শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করিবে।

"উত্তর পৌণ্ড্রখণ্ডে সূতশৌনক সংবাদে করতোয়া-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ ইতি।" *

## অথ করতোয়াপূজাবিধিঃ।

"আচম্য কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচনাদিকং কৃত্বা গন্ধপুষ্পেণ গণেশাদীন্ সংপূজ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীকরতোয়াপ্রীতিকামঃ করতোয়াপূজনমহং করিষ্যে ইতি সংকল্প্য গণেশাদিদেবতা পূজয়েৎ যথা আসনশুদ্ধ্যাঙ্গন্যাসকরাঙ্গন্যাসার্ঘস্থাপনাদিকং কৃত্বা গণেশং ধ্যায়েৎ—খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দন্মদ-গন্ধ-লুব্ধ-মধুপোব্যালোলগণ্ডস্থলং। দন্তাঘাত-বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং। ইতিধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা এতৎপাদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ। এষোঽর্ঘঃ

* মূল শ্লোকগুলি শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের করতোয়া-মাহাত্ম্যে দ্রষ্টব্য।

ওঁ গণেশায় নমঃ এবং ক্রমেণাচমনীয় স্নানীয়াচমনীয় গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যানি দত্বা পানার্থজলং পুনরাচমনীয়ং তাম্বূলঞ্চ দদ্যাৎ। পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা প্রণমেৎ। এতৎ পাদ্যং ওঁ সূর্য্যাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ এবং ক্রমেণার্ঘ্যাদিকং দদ্যাৎ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎপাদ্যং ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ এবং ক্রমেণার্ঘ্যাদিকং দত্বা প্রত্যেকং গন্ধপুষ্পেণ পূজয়েৎ। ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বাঙ্গন্যাসকরাঙ্গন্যাসৌ কার্য্যৌ ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বৌষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং নেত্রাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাংহুং। ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। হ্রীমিতিমন্ত্রেণ প্রাণায়াম এবং কৃত্বাধ্যায়েৎ যথা। শ্বেতপদ্মস্থিতাং নিত্যাং করজাং কুন্দসন্নিভাং দ্বিভুজাং তরুণীং দিব্যাং চিন্তয়েন্মোক্ষদায়িনীমিতিধ্যাত্বামানসোপচারেণ পূজয়েৎ যথা হৃৎপদ্মমাসনং ওঁ করতোয়ায়ৈ নমঃ। এবং ক্রমেণ সহস্রারস্থতা-মৃতং পাদ্যং। মনস্তত্ত্বমর্ঘ। সহস্রারস্থতামৃতমাচমনীয়ং। সহস্রারস্থতামৃতং স্নানীয়ং। পৃথ্বীতত্ত্বং গন্ধঃ। মনস্তত্ত্বং পুষ্পং। প্রাণতত্ত্বং ধূপঃ। তেজস্তত্ত্বং দীপঃসুধাম্বুধির্নৈবেদ্যং। অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা। বায়ুতত্ত্বং চামরং। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং। কামরূপছাগঃ। ক্রোধরূপো মহিষঃ। পুনর্ধ্যাত্বা ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ। তদশক্তৌ দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ। আবরণান্ পূজয়েৎ যথা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ নন্দিনে নমঃ। ওঁ মেনকায়ৈ নমঃ। ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। ওঁ পর্ব্বতেভ্যো নমঃ। ওঁ নদেভ্যো নমঃ। ওঁ নদীভ্যো নমঃ। ওঁ সমুদ্রেভ্যো নমঃ। ওঁ নারদাদিদেবর্ষিভ্যো নমঃ। ওঁ সর্ব্বেভ্যোদেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ওঁ শ্রীকণ্ঠকরসম্ভূতে সরিৎশ্রেষ্ঠে বরপ্রদে। পূজাং গৃহ্ণ মহামায়ে শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে ॥ ইত্যনেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ। ততো যথাশক্তি বলিদানং হোমঞ্চ কুর্য্যাদিতি।

## অথ করতোয়া-স্তোত্রং।

মাতঃ করজলে দেবি তেমহিম্নেত্যতি মূঢ়ধীঃ।
পারংযাস্তং ন শক্নোমি জ্ঞানগম্যাদ্ দুরাশয়ঃ ॥
মাতস্তথাপি তে কিঞ্চিদ্ যথাসাধ্যানুসারতঃ।
ত্বদ্ গুণং হি মহামায়ে কথয়ামি স্বরূপতঃ ॥
দেবি ত্বন্নাম নির্ঘোষাম্মা নরা পাপিনঃ সকৃৎ।
যমযাতনতো মুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি সুমঙ্গলাম্ ॥
মাতঃ সনাতনী ত্বং হি ব্রহ্মরূপা জগন্ময়ী।
অশুদ্ধদ্বন্দ্বমলধ্বংসকারিণী কামমোহিনী ॥

করজে গুণদেহাত্বং কদাচিদ্ গুণাশ্বিতা।
ত্রিগুণং হি সমাশ্রিত্য জগৎস্থষ্ট্যাদিকারিণী॥
সর্ব্বে বারিণি তে দেবি যে বসন্ত্যপচরাগণাঃ।
তেহপি ধন্যাঃ পুণ্যাশ্চ পুরার্জ্জিতশুভকৈর্জঃ॥
শয়জ্জতে গুণস্পর্শৈঃ প্রকৃতির্বিকৃতিং গতা।
কচিচ্চ বিকৃতির্মূলপ্রকৃতিং যাতি নান্যথা॥
শ্রীমাতস্বদ্গুণশ্লেষাজ্জ্ঞানং জন্তুস্থ স্বপ্নবৎ।
সুক্তেঃস্থিতের্মৃতেশ্চোপলব্ধিস্তত্ত্ববিদস্তথা॥
মহাকাশাদ্ঘটাকাশো যথা সংবর্ত্ততে পুনঃ।
ভিন্নে ঘটে তথা তত্র ঘটাকাশো বিলীয়তে॥
তদ্বদ্গুণৈঃ স্বকৈর্দৃশ্যং ত্বয্যপীদং তিরোভবেৎ।
ততঃ পৃথিব্যাদিকং সর্ব্বমাবির্ভবতি তৎপুনঃ॥
ত্বয়াধৃতং গুণৈরূপং দশভিস্তব বাহুভিঃ।
কচিদ্দ্বাভ্যাং চতুর্ভির্ব্বা নানাবিধমনোহরং॥
কেচিৎ কাশয়সিংহস্থাতসীপুষ্পসমপ্রভং।
ঈষদুন্মীলিতাক্ষেণধ্যায়ন্ত্যমল চেতসি॥
বেণুহস্তত্রিভঙ্গাঙ্গ মন্যে নীলোৎপলপ্রভং।
পঞ্চাননস্থবালার্ক-নিভং কেচিৎ সুযোগিনঃ॥
কেচিদ্ ঘনাভং ঘোরাস্যং চিন্তয়ন্তি পুনঃপুনঃ।
খড়্গামুণ্ডবরাভীতিকরং মুণ্ডালিমালিনীং॥
মহদ্ভূতং ত্বমেবাদ্যা ভিন্নভূতান্যনেকশঃ।
ত্বমেব কারণং মাতঃ কার্য্যত্বেন বিরাজসে॥
ত্বদন্যদ্ বিদ্যতে কিঞ্চিন্নহি বস্তুব্র ভূতলে।
প্রমাস্বরূপাত্বং মাতবৈকৈব করসম্ভবে॥
সত্বং রজস্তম ইতি ভবানি গুণযোগতঃ।
সর্ব্ববস্তুনি দেবেশি সাম্যভাবৈর্বিরাজসে॥
বাচা বা মনসা দেবি তব নাম স্মরন্ সদা।
জ্ঞানেনাজ্ঞানতোবাপি স্বর্গং প্রাপ্যাতি নিশ্চিতং॥

তবগুণগণগানং শ্রীহর শীব্রভূতাঃ ক্ষণমপি নহি শক্তা গায়িতুং সর্ব্বশক্তাঃ।
তবমলকুলমুক্তের্মুক্তিদে যুক্তিসিদ্ধে অহমতি চপলস্তেতদ্গুণং ধ্যায়মানঃ।
যঃ স্তোত্রং প্রপঠেদেতৎকরজায়াঃ সুখাবহং সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।

ইতি করতোয়াস্তোত্রং সমাপ্তম্। ওঁ তৎসৎ যদক্ষরমিত্যাদি।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তর পৌণ্ড্র খণ্ডে সূতশৌনক সংবাদে পরশুরাম বিরচিত করতোয়া মাহাত্ম্যের একখানি সশ্লোক অনুবাদ গ্রন্থ বগুড়া মালতী-নগর নিবাসী পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন;—অত্র প্রবন্ধের করতোয়া মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক অংশগুলি তদবলম্বনে গৃহীত। তজ্জন্য পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম।

পৌণ্ড্রখণ্ডকে কেহ কেহ আধুনিক গ্রন্থ বলিতে চান। কিন্তু এই পৌণ্ড্রখণ্ড হইতে বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, স্মার্ত্ত প্রধান রঘুনন্দন প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রাজা বল্লাল সেনও তাঁহার দানসাগরে পৌণ্ড্রখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন, পৌণ্ড্রখণ্ড যে অপ্রামাণিক এ কথা কেহই বলেন নাই। স্মার্ত্তশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্য তাঁহার তিথিতত্ত্বের অমাবস্যা প্রকরণে বলিয়াছেন যে,—"পৌষ নারায়ণী যোগে করতোয়া নদী পৌণ্ড্রদেশে প্রবাহিত হইয়া রাজ-বংশীদিগকে পবিত্র করিয়াছেন।" *

(করতোয়া মাহাত্ম্যসম্বন্ধে ভ্রান্তমত খণ্ডন।)

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থান নামক স্থানে স্থিত করতোয়া তীরবর্ত্তী শীলাদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ পৌষনারায়ণী স্নান হইয়া থাকে।

"চাপার্কে মূল সংযুক্তে যদি সোমযুতাকুহূঃ।
নারায়ণীতি বিখ্যাতো ত্রিকোটী কুলমুদ্ধরেৎ ॥" (করতোয়ামাহাত্ম্য)

সে সময়ে মহাস্থানে ভারতবর্ষের নানাস্থানের লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

এই পৌষনারায়ণী যোগের বিষয় হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। তবে করতোয়া মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কি আছে?

কথা এই—পুরাণে যদিও কচিৎ কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত দেখা যায়, তাহা কেবল কাহারও হয়ত মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য; স্থান সম্বন্ধে গোলযোগ দেখা যায় না।

## চতুর্থ অধ্যায়।

করতোয়ার আধুনিক গতি ও অবস্থা। করতোয়ার বাণিজ্য বিবরণ।

"গুরখার অধিবাসিগণ, সিকিম রাজ্যের নিম্নতম পর্ব্বত হইতে ব্রহ্মকুণ্ড নামক স্থানে করতোয়া নদীর উৎপত্তি, এইরূপ বলিয়া থাকে। পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াই ইহা কতক মাইল পর্য্যন্ত গুরখা ও কোম্পানীর রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে; তৎপর ইহা এক

---

* সম্বন্ধ-নির্ণয়, ক্রোড়পত্র ১৪ পৃষ্ঠা।

মাইল কি দুই মাইল কোম্পানীর রাজ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভুটানের অধীন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ৫।৬ মাইল যাইয়া পুনরায় এই জেলায়* প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানে ইহা নাতি বৃহৎ নদীতে পরিণত হইয়াছে এবং বর্ষাকালে ইহাতে নৌকা চলাচল হইতে পারে। ইহার খাত যদিও মহানন্দার ন্যায় বিস্তৃত নয়, তথাপি ইহা তত শীঘ্র বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। মহানন্দা অপেক্ষা ইহার খাত দিয়া অধিক পরিমাণ কাষ্ঠ ভাসমান হইয়া আসে। বোদার অন্তর্গত ভোজনপুর নামক একটী বন্দরের নিকট এই নদীতে বর্ষাকালে ৪০০ মণ বোঝাই নৌকা সকল যাতায়াত করিয়া থাকে। + ইহার নিম্নে কিঞ্চিৎ স্থান পর্য্যন্ত করতোয়া নদী, রঙ্গপুর (অধুনা জলপাইগুড়ী) ও পূর্ণিয়া জেলার সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে এবং পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বোক্ত জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; এই স্থানে ইহার দক্ষিণ-তীরে পচাগড়া নামে একটী বৃহৎ বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরে ১০০০ মণ বোঝাই নৌকা বর্ষাকালে আসিতে পারে। সাধারণতঃ ৪০০।৫০০ মণ বোঝাই নৌকা এ পর্য্যন্ত আসে।‡

এখান হইতে করতোয়া বেশ একটী বৃহৎ নদী রূপে বোদা থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোন অংশে কোচবেহারের রাজার রাজ্য পৃথক করিয়াছে। অবশেষে 'ঘোড়ামারা' নামক তিস্তানদীর এক শাখাকে গ্রহণ করিয়াছে। এই মিলিত নদী, ২ মাইল পর্য্যন্ত 'ঘোড়ামারা' নামে কথিত; কেননা করতোয়া নদীর পুরাতন খাত শুষ্ক হওয়ায় ঐ অংশে ঘোড়ামারা নামে নদী উৎপন্ন হইয়াছে। সালডাঙ্গা নামক বৃহৎ বন্দরে পুনরায় করতোয়া নাম ধারণ করিয়াছে। বর্ষাকালে এখানে ৫০০।৬০০ মণ বোঝাই নৌকা যাতায়াত করে। তৎপর করতোয়া নদী তিন মাইল পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বুড়াতিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ডাক্তার বুকানন্ হামিণ্টন্ দেবীগঞ্জে করতোয়া এবং বুড়াতিস্তার সঙ্গমের স্থান হইতে এই মিলিত নদীকে বুড়াতিস্তা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সার্ভে ম্যাপে এবং নূতন মানচিত্রে ইহার 'কর্‌তো' বা কার্‌তো (বস্তুতঃ করতোয়া নামেরই অপভ্রংশ)

* অধুনা জলপাইগুড়ী জেলা।

\+ নদীর এই অংশে পশ্চিম হইতে একটী নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত নদীটি সিকিম রাজ্যের অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটী 'জুরাপানি' ও অপরটী 'সঙ্গ' নামে কথিত হইয়া সন্ন্যাসী-কাটা নামক স্থানে 'সঙ্গ' নামে পুনরায় মিলিত হইয়াছে। বোদায় ইহাই করতোয়াতে পতিত হইয়াছে।

‡ পচাগড়ের কিছু উত্তরে করতোয়ার উত্তরদিক্ হইতে 'চৌ' নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আসিয়া মিশিয়াছে। এই নদী সন্ন্যাসীকাটা থানার একটী মাঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নদীটীর দৈর্ঘ ১৪ মাইল। পচাগড়ের নিম্নে 'তাল্‌মা' নামে একটী নদী ঐ একই দিক্ হইতে আসিয়াছে। এই নদীটী সীমান্ত প্রদেশের বনদেশ হইতে জাত এবং ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বোক্ত নদীর দ্বিগুণ।

নাম দৃষ্ট হয়। কেবল মাত্র করতোয়া, কর্‌তো বা বুড়াতিস্তার বিপরীত ( পূর্ব্ব বা বামতীর ) হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে রঙ্গপুর এবং দিনাজপুর জেলার সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে।

ক্ষুদ্র করতোয়া, কর্‌তো বা বুড়াতিস্তা হইতে বহির্গত হওয়ায় কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এই বুড়াতিস্তা বা কর্‌তো নদী দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে।

যদিও বর্ত্তমানে এটী খুব বৃহৎ নদী তথাপিও ইহা এখানে নাম হারাইয়াছে। কিন্তু তিস্তার ভীষণ বালুকাময় খাত ইহার পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ যৎকালে মেজর রেনেল সাহেব তাঁহার জরিপ করিয়াছিলেন, তখন তিস্তা এই পথে আসিয়া আত্রেয়ীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু ১১৯৪ বঙ্গাব্দের সেই ধ্বংসকারী বন্যায় তিস্তা ইহার পুরাতন খাতে গতি পরিবর্ত্তন করে। কাজে কাজেই এই বৃহৎ খাত শুষ্ক রহিয়াছে।

বুড়াতিস্তা যাহা হইতে ঘোড়ামারা অথবা গাবুরা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র আকারে বৃহৎ খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তিস্তার পূর্ব্বদিকে দেবীগঞ্জ নামক একটী বৃহৎ নগরের নিকট করতোয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। *

* দেবীগঞ্জের কিছু নিম্নে বিপরীত দিকে বুড়াতিস্তা 'ভুল্লি' নামক একটী ক্ষুদ্র নদী গ্রহণ করিয়াছে; আরও কিছু ভাটিতে 'পাথোরাজ' নামক অতি ক্ষুদ্র নদী; যাহা কিছু দূর দিনাজপুর এবং রঙ্গপুর জেলাকে পৃথক করিতেছে এবং পুরাতন তিস্তায় পতিত হইয়াছে। পুরাতন তিস্তা পুনরায় রঙ্গপুর জেলা হইতে 'ঝিনাইখুড়ী' এবং 'ছাটুরী' নামক [illegible] করিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই পাথোরাজকে করতোয়ার পুরাতন খাদ বলিয়া মনে করে। ইহা চিন্তনীয় বটে, যে করতোয়া ক্রমশ উত্তর-পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতেছে। করতোয়া এবং পাথোরাজের মধ্যবর্ত্তী স্থান কামরূপের অংশ বলিয়াই বিবেচিত হয়। পাথোরাজের মোহনার নিম্নে বুড়া তিস্তা 'জয়রাম' নামক একটী ক্ষুদ্র নালা গ্রহণ করিয়াছে। পুনরায় করতোয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমাকে, ১১৯৪ সালের বন্যায় যে এ দেশের এই অংশের আকৃতিগত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, দেশের এই অংশ এত বালুকাস্তরে আবৃত হইয়াছে যে, নদীর পুরাতন খাতের চিহ্ন কোন ক্রমেই নির্ণয় করা যায় না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। যে সমস্ত নদী তথায় আছে, তাহাদের গতির ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত কদাচিৎ একই নাম রক্ষা করিয়াছে; বিশেষতঃ করতোয়ার নাম কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। ঐ নাম দরওয়ানীর কিছু দক্ষিণে পুনরায় দেখা যায়। এই মধ্যবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। দেবীগঞ্জের পাঁচ মাইল ভাটিতে বুড়াতিস্তা, 'মরাতিস্তা' নামক একটী শাখা পূর্ব্বদিকে প্রেরণ করিয়াছে। মেজর রেনেল সাহেবের জরিপের সময়ে মরাতিস্তা যমুনার সহিত মিলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ সংযোগ এক্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং ঐ শাখা বামদিকে দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়া 'ভুল্লি' নামক একটী ক্ষুদ্র শাখা প্রেরণ করিয়া পুরাতন তিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ ভুল্লিনদী পুরাতন তিস্তার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া সংযোগ স্থলে 'আত্রাই' নাম ধারণ করিয়াছে। মরাতিস্তা বর্ষাকালেও নৌকাদির গমনোপযোগী নয়।

মরাতিস্তার ঠিক পূর্ব্বেই 'মৌমারী' নামক একটী ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ আছে, ইহা সম্ভবতঃ পুরাতন যমুনা নদীর অংশ বিশেষ। পুরাতন যমুনা নদী, যমুনী নদী হইতে পৃথক্। একটী করতোয়ার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ও অপরটী বামপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত; এবং স্থানীয় অধিবাসীরা এই নদীদ্বয়ের অধিষ্ঠিত দেবতাদ্বয়কে বিভিন্ন লিঙ্গ বলিয়া মনে করে। যমুনা দরওয়ানী থানার অন্তর্গত একটী ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া কিছু দূর দিনাজপুর

দিনাজপুর এবং রঙ্গপুর জেলার সীমা নির্ণীতা করতোয়া নদীর গতি নির্দ্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কেন না ইহার গতি এবং নিকটবর্ত্তী নদীগুলির গতির বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এই নদীর উর্দ্ধাংশ রঙ্গপুর জেলা অতিক্রম করিয়া দিনাজপুরের সীমায় প্রবেশ করিয়াছে এবং বক্র না হইয়া বাইশ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানে ইহা 'কালনদী' এবং 'ঘুণাই' নামক দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া পূর্ব্ব নাম হারাইয়াছে। এই বিভক্ত স্থান হইতে উর্দ্ধে তিস্তা নদীর গতির পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহা ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বর্ষাকালে ইহার পরিমাণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। তখন একশত মণ ধান্য বোঝাই নৌকা যাতায়াত করে এবং অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ মণ বোঝাই 'সরঙ্গা' প্রভৃতি যাতায়াত করে। নদীর এই অংশে 'বক্সিগঞ্জ' নামক একটী বন্দর আছে এবং এই স্থানে করতোয়া রঙ্গপুর হইতে আগত 'খড়খড়িয়া' নদী গ্রহণ করিয়াছে। বর্ষাকালে ইহাতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে এবং ফকিরগঞ্জ নামক একটী বন্দর এখানে আছে। এই অংশে করতোয়া দিনাজপুর জেলা হইতে 'সোনার বাঙ্গা' নামক একটী ক্ষুদ্র নদী গ্রহণ করিয়াছে।

করতোয়ার পশ্চিমস্থ শাখা কালনদীর তীরে 'উত্তরা' নামক একটী বন্দর আছে এবং এই কালনদীই করতোয়ার পুরাতন খাত বলিয়া আমার অনুমান হয়; কারণ নবাবগঞ্জের দিকে পুনরায় আমরা ইহার নাম প্রাপ্ত হই এবং মেজর রেণল্ড এই স্থানে করতোয়ার একটী

জেলার সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে এবং 'বিষডাংরা' নামক একটী ক্ষুদ্র শাখা গ্রহণ করিয়াছে। এই বিষডাংরা নদী মেজর রেণেলের জরিপের সময় তিস্তা এবং করতোয়া নদীর সন্ধি ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তৎপর যমুনা সম্পূর্ণরূপে দিনাজপুর জেলা দিয়া গিয়াছে। ইহার গতির অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সাদারগঞ্জ নামক বন্দরের নিকট একটী ক্ষুদ্রখাতে আমরা করতোয়ার নাম পুনরায় প্রাপ্ত হই। এই খাত 'সর্ব্বমঙ্গলা' এবং 'খোংড়া' নদীর মিলনে উৎপন্ন। এই শেষোক্ত নদী [illegible]কে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং 'চিক্‌লি' নামক একটী* ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়া মরাতিস্তা নামক ধারণ করিয়াছে। এই মরাতিস্তার বিষয় আমাকে সময় সময় উল্লেখ করিতে হইবে। সর্ব্বমঙ্গলা কোন কালেই নৌকায় গমনোপযোগী হয় না। গ্রীষ্মকালে একটুও স্রোত থাকে না। বন্যার সময় ইহার গতির ঠিক থাকে না। খোংড়ানদী সর্ব্বমঙ্গলার সহিত সংযোগ স্থলের তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটী পুষ্করিণী হইতে ক্ষুদ্র আকারে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অল্প দূরেই করতোয়ায় খাতকে শুষ্ক রাখিয়া ইহা হইতে পৃথক্ রহিয়াছে, এবং দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করিয়া কিছু দূরেই পুনরায় করতোয়ার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ঘুরিয়াছে। এই সংযোগ স্থানের কিছু ভাটিতে ঐ নদী, 'খড়খড়িয়া' নামক একটী নদীর সহিত দিনাজপুরাভিমুখে গিয়াছে। পুনরায় খোংড়া-নদী শুষ্ক খালে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে কিছু দূর প্রবাহিত হইতে হইতে দিনাজপুর এবং রঙ্গপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ পথের কিছু উত্তরে পুনরায় খড়খড়িয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার বিবরণে এ নদীর গতির অবশিষ্টাংশের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এইস্থানে আমার এইটুকু বক্তব্য যে গোবিন্দগঞ্জের ঠিক বিপরীত দিক্ ইহার গতির নিম্নাংশের হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন সাধন হইয়াছে যে, যাহাতে দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ ইহার পূর্ব্বধারে পতিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র শাখা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে 'নলশিশা' এবং 'আশুলি' নামক ক্ষুদ্র নদীদ্বয় মিলিত হইয়া করতোয়া নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই উভয় ক্ষুদ্র নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াত করে। কিন্তু তাহাদের তীরে কোন বন্দর নাই। আশুলির বৃহৎ খাত দেখিয়া মনে হয় এক কালে ইহা একটী বৃহৎ নদী ছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। নবাবগঞ্জ হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত নদীকূলে আর বন্দর নাই, এই দুইটীকে বৃহৎ বন্দর বলা যাইতে পারে। নবাবগঞ্জ হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল বর্ষাকালে সাত শত আট শত মণ বোঝাই নৌকা ঐ স্থানে গতায়াত করে। রাণীগঞ্জের কিছু নিম্নে গ্রীষ্মকালে করতোয়া নদীর জল পূর্ব্বদিকে হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া 'মৌলীয়' নামক ক্ষুদ্র খাত দ্বারা তিস্তার সহিত সংযুক্ত হয় এবং সেই সময় রাণীগঞ্জ হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত নদীর প্রকৃত খাত বৃহদাকারে পরিণত হয়। কতক স্থান শুষ্ক এবং কতক স্থানে গভীর জল থাকে। করতোয়ার পূর্ব্ব শাখা যে স্থানে সে নাম হারাইয়াছে; যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহাই এক্ষণে ঘুণাই নামে কথিত। নদীর উর্দ্ধাংশের ন্যায় সমান আকারবিশিষ্ট। ইহাতে কোন বন্দর নাই। আট মাইল পর্য্যন্ত এই নদী দিনাজপুরের পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই স্থানে ইহা তিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। তিস্তার অপর নাম যুবনেশ্বরী।

তিস্তা নদী আঠার মাইল পর্য্যন্ত দিনাজপুরের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া সরল ভাবে বহিয়া যাইয়া আপন নাম হারাইয়াছে এবং এই স্থানে ঘোড়াঘাটে করতোয়ার শুষ্ক খাতের সহিত মিলিত হইয়াছে।

করতোয়া ঘোড়াঘাটে তিস্তার সহিত মিলিত হইয়া পোনর মাইল পর্য্যন্ত দিনাজপুরের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে। তিস্তা গর্ভও নৌকার গমনোপযোগী। দিনাজপুরের দিকে ইহার বন্দরগুলির নাম যথাক্রমে,—ঘোড়াঘাট, সাহেবগঞ্জ, কাঁহিয়াগঞ্জ, শুমানিগঞ্জ ও শুজিয়া। এই সমস্ত বন্দরেই প্রভূত পরিমাণে কারকারবার আছে।*

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঘোড়াঘাটের নিম্নে যে নদী করতোয়া বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ঐ স্থানের কিছু উর্দ্ধে আঠার মাইল পর্য্যন্ত তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নামে কথিত এবং দুই জেলার সীমানির্দ্দেশক। ঘোড়াঘাটের আঠার মাইল উত্তরে তিস্তা 'ঘুণাই' নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ঘুণাইনদী উত্তরদিকে দুই জেলার সীমানির্দ্দেশক। ইহার উর্দ্ধে ষোল মাইল পর্য্যন্ত তিস্তা নদীর উভয়তীরই রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত এবং এ স্থানে নদীর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'যুবনেশ্বরী' বলিয়া কথিত হয়। যদিও যুবনেশ্বরী নদীতে অধিক পরিমাণে জল দৃষ্ট হয় এবং তিস্তার সহিত একই দিকে প্রবাহিত, তথাপি ইহা পশ্চিমদিক্ হইতে 'মরাতিস্তা' নামক একটী ক্ষুদ্রনদী গ্রহণ করিয়াছে। মরাতিস্তার গতি বার মাইল। আমি যেরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইহা 'সর্ব্বমঙ্গলা' ও 'চিকলি' নামক খাতদ্বয়ের সম্মিলনে উৎপন্ন। নিম্নলিখিত উপায়ে নাম সম্বন্ধে গোলযোগের কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। বৃহত্তম তিস্তা নদী করতোয়ায় পতিত হইয়া নিকটবর্ত্তী সমস্ত খাতকে পরিপূর্ণ করিয়া ভবানীগঞ্জে মরাতিস্তা নামে খ্যাত খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এবং দয়ালুঙ্গালি

তৎপর করতোয়া গোবিন্দগঞ্জ থানা অতিক্রম করিয়া বগুড়ায় প্রবেশ করিয়াছে। রঙ্গপুর জেলা দিয়া প্রবাহিত হওয়ার কালে ইহা অপেক্ষা দুইটী বৃহত্তর উপনদী গ্রহণ করিয়াছে একটীর নাম, সর্ব্বমঙ্গলা ও অপরটীর নাম যুবনেশ্বরী। বর্ত্তমান সময়ে করতোয়া নদী

---

অতিক্রম করিয়া ঐ একই নামের প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই খাতের তীরবর্ত্তী স্থানের নাম, কালীগঞ্জ, রাধানগর, ও সাহেবগঞ্জ, এইস্থানে ইহা যুবনেশ্বরী নদীকে গ্রহণ করিয়াছে। কালক্রমে তিস্তা নদীর অধিকাংশ জল আত্রেয়ীর দিকে প্রবাহিত হওয়ায় মড়া-তিস্তার খাত নগণ্য হয়, এবং অন্যান্য নূতন নদীদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে লুপ্ত হয়। যুবনেশ্বরীর সঙ্গমস্থল হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত পরিমাণে জল রাখিয়া তিস্তা নামে অভিহিত হইয়াছে। পরে ঘোড়াঘাটের নিকটে পুরাণ প্রখ্যাতা করতোয়া নাম্নী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

মধ্য তিস্তার বিষয় এ পর্য্যন্ত বলিয়া এক্ষণে ইহার গতি এবং যে সমস্ত নদী ইহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বিষয়, সর্ব্ব-পশ্চিমে সর্ব্বমঙ্গলার বিষয়, পূর্ব্বে বলিয়াছি, তৎপর 'চিকলি' এই উভয় নদী মিলিত হইয়া মরাতিস্তার উদ্ভব হইয়াছে। ডিমলা-থানার বোদা সীমান্তে 'যমুনী' নাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কিছুদূর পর্য্যন্ত ডিমলাকে দরওয়ানী হইতে পৃথক্ করিয়াছে। তৎপর কিছু দূর দরওয়ানীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ডিমলা হইতে আগত 'কোলন্দরা' নামক ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনী নদী তন্নাম্নী পূর্ব্বোল্লিখিত যমুনা নদী বলিয়া অনুমিত হয়; যাহা বড়তিস্তা ও করতোয়ার উর্দ্ধভাগে ঐ নদীদ্বয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কিন্তু এক্ষণে ইহার খাত আঠার মাইল পর্য্যন্ত একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা ইহার আট মাইল গতির পর কোলন্দরা নামে নদী গ্রহণ করিয়াছে। কোলন্দরা নদী গ্রহণান্তর ইহার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 'রাঙ্গামাটী' নামক একটী শাখা প্রেরণ করিয়াছে। এই রাঙ্গামাটীও সময় [illegible] বলিয়া কথিত। আরও পাঁচ মাইল গতির পর যমুনী নদী রাঙ্গামাটীর জল গ্রহণ করিয়াছে। বর্ষাকালে ইহার গর্ভে 'সরঙ্গা নৌকা' গমনোপযোগী হয়। ইহার তিন মাইল নিম্নে বাবড়ীর ঝাড় নামক স্থানে দৃশ্যতঃ কোন কারণ ব্যতিরেকে ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'চওড়া' নামে অভিহিত হইয়াছে; * আবার কিছু পরে চওড়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অমুরখাই নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অমুরখাই নদী প্রায় দুই মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; পশ্চিমটীর নাম 'চিকলি' যাহা তিন মাইল গতির পর সর্ব্বমঙ্গলার সহিত মিলিত হইয়া 'মরাতিস্তা' নামে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকস্থটীর নাম 'নেংটিছেড়া' ইহা কিছু অধিক দূর যাইয়া মরাতিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনী তিস্তা নদীদ্বারা অন্য এক স্থানে প্লাবিত হইয়া পুনরায় লুপ্ত হইয়াছে। পুনরায় এই নদীকে ফিরিয়া পাইব।

ইতিমধ্যে মরা বা মধ্য তিস্তার বিষয় কিছু বলা যাউক। মরা তিস্তা যে স্থান হইতে ইহাকে আমরা প্রাপ্ত হই; তাহার তিন মাইল দূরে চিকলি এবং সর্ব্বমঙ্গলার সঙ্গম স্থলে নেংটিছেঁড়া নদী গ্রহণ করিয়াছে। ইহার প্রায় ৩৬ মাইল নিম্নে মরা তিস্তা উভয়দিক হইতে 'আখিরা' নামক একটী নদী গ্রহণ করিয়াছে, যাহা দরওয়ানীর দক্ষিণাংশে যুবনেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন এবং বর্ষাকালে সরঙ্গা নৌকায় গমনোপযোগী। চারি মাইল নিম্নে মরাতিস্তা যুবনেশ্বরী নদী হইতে বর্দ্ধিত পরিমাণে জলপ্রাপ্ত হইয়া কেবল তিস্তা নামেই অভিহিত হয়। ১৮০৮।৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত এই নদী পাঁচ শত, ছয় শত মণ বোঝাই নৌকার গমনোপযোগী ছিল; কিন্তু এই বৎসর ইহা অনেক কমিয়া যাওয়ায়, ইহা আর এক্ষণে নৌকা গমনোপযোগী নহে। আগামী বন্যায় ইহার অবস্থা কি

* [ চওড়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ঐ নদীর 'চওড়া নদী' নাম হইয়াছে। গ্রামটী [illegible]গ্রাম প্রবন্ধ লেখকের সম্পত্তি। ] ( লেখক )

এই জেলার মধ্য দিয়া বক্রগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার বক্রগতি এরূপ যে, বগুড়া সদর হইতে এই জেলার উত্তর সীমার ( যেস্থানে করতোয়া নদী এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে ) দূরত্ব মাত্র ষোল মাইল ; কিন্তু নদীর দূরত্ব ত্রিশ মাইল। ইহা শিবগঞ্জ হইয়া বগুড়া ও সেরপুর স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সেরপুর থানার মধ্যস্থলে "থানপুর' নামক স্থানে 'হলহলিয়া'র সহিত মিলিত হইয়া ফুলঝোড় * নদী সৃজন করিয়াছে।

করতোয়া ফুলঝোড়ের সহিত এক্ষণে মিলিত থাকিলেও উহার পূর্ব্বখাত মরা করতোয়া নামে এক্ষণে অভিহিত। মরা করতোয়া এক্ষণে ক্ষুদ্র আকারে সেরপুরের নিকটবর্ত্তী মৃজাপুরের কিছু পূর্ব্বদিক দিয়া ভবানীপুর ( পীঠস্থান ) নিমগাছী এবং পাবনা জেলার তাড়াস, সোনাপাড়া, হাণ্ডিয়াল ও অষ্টমনিষা হইয়া বরাবর দক্ষিণ মুখে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহার অধিকাংশ বিশেষতঃ দক্ষিণাংশ এক্ষণে লুপ্ত প্রায়। পদ্মা নদী

হইবে, তাহা জানা যায় না। কিন্তু দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলের এবং রঙ্গপুর জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশের বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

মলঙ্গথানার মধ্য দিয়া তিস্তানদী প্রবাহিত হওয়ায় সাহেবগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ নামক দুইটী বাণিজ্যস্থান স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। বাগদুয়ার থানায় তিস্তা 'মরানদী' নামক একটী বৃহৎ খাত গ্রহণ করিয়াছে। ঘোড়াঘাটে তিস্তা করতোয়া নাম গ্রহণের পর 'আখিরা' নামক একটী ক্ষুদ্র নদী গ্রহণ করিয়াছে, যাহা এককালে পূর্ব্বোক্ত আখিরার সহিত একনদী ; এইরূপ হইলে, যমুনীনদী দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে করতোয়া নদীর সহিত মিলিত ছিল। বর্ত্তমানে এই আখিরা নদী মলঙ্গ থানার একটী জলা-ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবং এই থানার দক্ষিণ সীমায় 'হরলই' ( হরনাভি ) নামক ঘাঘট নদীর একটী শাখা গ্রহণ করিয়াছে। এই সঙ্গমের পর আখিরা নদী আট মাইল পর্য্যন্ত বাগদুয়ার থানা দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তৎপর এই থানা এবং পীরগঞ্জের সীমার উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে 'সোনামতী' নামক একটী ক্ষুদ্র খাত গ্রহণ করিয়াছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত মরা নদীর জন্মদাতা সেই জলা-ভূমি হইতে উৎপন্ন। ইহার ঠিক পরেই ইহা 'খরিশজানি' নামক একটী খাত দ্বারা 'বড়বিলা' নামক হ্রদের সহিত সংযুক্ত। * * * আখিরা করতোয়ার সহিত মিলিত আছে ; বর্ষাকালে ছোট ছোট নৌকা ইহার মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে। এবং এই কারণে ইহার তীরে 'শোকনগুজারী' নামক একটী বন্দর আছে ; তথা হইতে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী হয়। কিছু পূর্ব্বে তিস্তার সহিত সঙ্গমের নিম্নে করতোয়ার পশ্চিমদিকে আমি অনেক বন্দরের বর্ণনা করিয়াছি। এই জেলায় ( রঙ্গপুর ) করতোয়ার এই অংশের গোবিন্দগঞ্জই একমাত্র বন্দর, কিন্তু ইহা খুব বৃহৎও সমস্ত জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। গোবিন্দগঞ্জের উত্তরে করতোয়া হইতে একটী 'দাঁড়া' বহির্গত হইয়া 'নলিয়া'র সহিত মিলিত হইয়াছে ; এই নলিয়ার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। গোবিন্দ-গঞ্জের দক্ষিণে 'ভীমটী' নামক একটী শাখা করতোয়া হইতে বহির্গত হইয়াছে। এই ভীমটী পনের মাইল যাওয়ার পর বাঙ্গালী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই বাঙ্গালী নদীর বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। ভীমটীর দক্ষিণে 'গোজাড়িয়া' নামক একটী শাখা বহির্গত হইয়া এই জেলার ( রঙ্গপুর ) এবং নাটোর ( বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অংশ ) দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার তীরে 'শঙ্করপুর' নামক একটী বৃহৎ মাছের বাজার আছে।

* ফুলঝোড় নদীর নাম 'ফুলজোড়' হওয়াই সঙ্গত ; কারণ হলহলি নদীর সহিত করতোয়া নদী মিলিত হওয়াতেই বোধ হয় 'জোড়া' এই অর্থে ফুলজোড় পরে ফুলঝোড় হইয়া থাকিবে। ( লেখক )

পূর্ব্বে বর্ত্তমান স্থান হইতে অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত, তখন করতোয়া পদ্মার সহিত মিলিত ছিল।

নিম্নলিখিত বন্দরগুলি করতোয়ার তীরে অবস্থিত। 'মধুবাগ', 'সেরপুর', 'আড়িয়া', 'সুলতানগঞ্জ' 'চাঁচাইতারা', কালীতলা ( বগুড়া টাউনের মধ্যে ) 'নওদাপাড়া', 'গকুল', এবং 'চাঁদনিয়া'।*

## পঞ্চম অধ্যায়।

### করতোয়ার ক্ষুদ্রত্বের কারণ, বন্যায় করতোয়ার ক্ষতি, করতোয়া সংস্কারের চেষ্টা ও তাহার ফলাফল, অধুনা করতোয়া ও দেশের অবস্থা।

বগুড়া জেলার নদীর গতি পরিবর্ত্তনের, কেবল মাত্র 'দাওকোপা' বা ব্রহ্মপুত্র এবং করতোয়া নদীতে, স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। * * * যে প্রদেশের ভিতর দিয়া করতোয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার বাহ্যিক প্রতিকৃতি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, করতোয়ার গতির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নাগর নামে করতোয়ার একটী শাখা উহা হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে। উক্ত নদী রক্তবর্ণ জমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। উহার পাড় অত্যন্ত উচ্চ, তাহা দেখিলেই ঐ নদীর প্রাচীন তলদেশের বিস্তৃতি বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত চিহ্ন দেখিয়া অনুমিতি হয় যে এক কালে ঐ নদী খুব প্রশস্ত ছিল এবং করতোয়ার অধিকাংশ জলরাশি লইয়া যাইত। মহাস্থানে একটী বাঁক ছিল, তৎপরে বর্ত্তমান তলদেশের সহিত সমরেখায় প্রবাহিত হইয়াছিল; দেখিয়াই বোধ হয় উহাই পূর্ব্বতন তলদেশ এবং মহর ষ্টেসনের কিয়দ্দূর উত্তরে উহার সহিত মিলিত হইয়াছে।†

---

* এই জেলায় করতোয়ার কোন বিখ্যাত উপনদী নাই। 'গাঙ্গনী' নামে আট মাইল দীর্ঘ একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী একটী জলা ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া চাঁদনিয়ার নিকট করতোয়ার পতিত হইয়াছে। 'সুখিল' নামক অন্য একটী ক্ষুদ্র নদী অধিকাংশ ভাগেই করতোয়ার পুরাতন খাত দিয়া ছয় মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া বগুড়া সদরের এক মাইল উত্তরে করতোয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে।

† নাগর করতোয়ার একটী শাখা এবং বগুড়া জেলায় ইহার একটী উপনদী নাই। বগুড়ায় প্রায় ১১ মাইল উত্তরে একটী কাটাখালের সহিত ইহার সংযোগ হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ মাইল এবং বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে একেবারে শুকাইয়া যায়। যে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, করতোয়ার উপনদী গাজনী পূর্ব্বে শেষোক্ত নদীতে পড়িয়া ছিল। এই নদী নাগরের পূর্ব্ব ভাগ বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার সহিত মিলিত হইয়া একটী ভিন্ন

সৈয়দপুর ও বগুড়ার মধ্যস্থলে ঐরূপ বড় বড় বাঁকের চিহ্ন আছে ;—অপর পক্ষে প্রত্যেক দুই তিন মাইল পরেই লাল মাটীর প্রকাণ্ড স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চতুর্দ্দিকে স্রোতধৌত মৃত্তিকারাশি আছে। উহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নদীর গতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। করতোয়ার গভীরতার সম্বন্ধে যতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, উহার গতি বিষয়ে ততদূর ঘটে নাই; উহাতে কেবল আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বোধ হয়। যে স্থানে সদর ষ্টেসনের নিম্ন দিয়া করতোয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তথায় উহা অপ্রশস্ত, অতিশয় অগভীর এবং রুদ্ধ-স্রোত নদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এই বর্ণনা সমগ্র জেলায় প্রবাহিত করতোয়ার সমগ্র জলপথ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মেজর রেণেলের সময় তাঁহার মানচিত্র দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, করতোয়া প্রকাণ্ড নদী ছিল। * * হঠাৎ ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কারণ প্রাচীন তীরভূমিগুলি এক মাইল দূরেও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন তীরভূমি এবং বর্ত্তমান নদী-খাত এই উভয়ের মধ্য-বর্ত্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি নাই। ডাক্তার বুকানন হামিল্টনের সময়ে রঙ্গপুরের সর্ব্ব প্রধান নদী দিয়া এক্ষণে যে জলরাশি প্রবাহিত হয়, তাহা পূর্ব্বে করতোয়া দিয়া প্রবাহিত হইত। তাঁহার মূল্যবান্ গ্রন্থ হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে, ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই নদীর কিরূপ প্রয়োজনীয়তা ছিল। বগুড়ার প্রান্ত সীমায় প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে ইহার নিম্নলিখিত যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা উহার আয়তন সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ। "ইহার দক্ষিণে কিছুদূর পর্য্যন্ত করতোয়া জলপাইগুড়ী ও পূর্ণিয়া জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমা, তৎপর পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া সম্পূর্ণরূপে রঙ্গপুরে প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণপাড়ে প্রকাণ্ড বন্দর আছে ; উহাতে বর্ষাকালে হাজার মণ বোঝাই নৌকা চলে। তৎপর করতোয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রায় তিন মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া তিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে যদিও ইহা একটী বড় নদী তথাপি নামের খোজ নাই। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যে বন্যা হয়, তাহাতেই এই ভূভাগের বাহিক আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং ঐ অংশ বালি স্তরে এতদূর পর্য্যন্ত আবৃত হইয়াছে যে, কয়েকটী মাত্র প্রাচীন খালের চিহ্ন বহু স্থানে দেখিয়া ঠিক করা যায়। এই বালিগুলি প্রতি বৎসর করতোয়া দিয়া ভাসিয়া আইসে। ইহাতে শিবগঞ্জ থানার করতোয়াকে একেবারে বন্ধ করিয়া অবশিষ্ট নদীকে একেবারে অগভীর করিয়া ফেলিয়াছে। * * * ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পুনরায়

---

নদী গঠিত হইয়াছে। বগুড়া ও শিবগঞ্জ থানায় মধ্যে প্রায় সাত আট মাইল পর্য্যন্ত নাগর নদীই সীমানা। তৎপর ঐ নদী শিবগঞ্জ ও আদমদিঘির মধ্য দিয়া ইলাহীগঞ্জের হাট পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। তৎপর শেষোক্ত থানার মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে প্রায় পাঁচ মাইল গিয়া পরিশেষে রাজসাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এই নদীর গতি অতিশয় বক্র এবং বগুড়া জেলার বাঁক সমেত ইহার সমস্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ত্রিশ মাইল। বুড়ীগঞ্জ, ছুপচাঁচিয়া, সাইবাজা, চাঁপাপুর প্রভৃতি বড়হাট ইহার তীরে অবস্থিত। বর্ষাকালে নৌকা উজাইয়া চাঁদনি পর্য্যন্ত যাইতে পারে। পূর্ব্বে চাঁদনি ঐ অঞ্চলের খুব বাণিজ্য স্থান ছিল।

বন্যা হয়, তাহাতে গোবিন্দগঞ্জ থানার প্রায় দক্ষিণে করতোয়ার পূর্ব্ব পাড় ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং বাঙ্গালী পর্য্যন্ত যায়। উহাতে জলস্রোত অত্যন্ত বাঁকিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য নূতন খাল 'কাটাখালি' যে মনুষ্য দ্বারা উহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুমান হয়। তীরভূমির সহিত এইরূপ সামান্য বাধা সম্ভবতঃ উল্লেখ হইয়াছে এবং দাওকোপার অস্তিত্বের কারণও তাহাই। করতোয়া ক্রমশঃ ভরাট হওয়ায়, এবং ইহার প্রায় অর্দ্ধেক জল ভিন্ন দিকে যাওয়ায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। কিরূপে ঐ নদী-খাতের উন্নতি সাধন করা যায়, তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এক জন ইঞ্জিনিয়ার প্রেরিত হইল। বগুড়া জেলার করতোয়া দিয়া যে সমস্ত নৌকা ও কাঠ যায়, তাহার উপরে কর ধার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইল। কর আদায়ের আদেশ তাঁহাকে দেওয়া হউক এই চুক্তি মূলে কলিকাতায় অনারেবল্ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহোদয় স্বীয় হস্তে ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন এবং তাঁহার এই মহৎ প্রস্তাব রক্ষা করিবার জন্যই উক্ত বিধান গঠিত হইল। তাঁহার প্রস্তাব পরে গ্রাহ্য হইল এবং নিম্নলিখিত হারে কর আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হইল।

লোক যাতায়াতের জন্য বাজ্‌রা ভাউলিয়া এবং অন্যান্য নৌকার প্রত্যেক দাঁড়ের জন্য ।০ চারি আনা। প্রতি শতমণ ৵০ দুই আনা হারে মালের খালি নৌকা; ইট, টালি, মাটির বাসন, খড়, ঘাস, নল, জ্বালানি কাঠ, ফল ও শাক সব্‌জি বোঝাই নৌকা প্রতিমণ ।০ চারি আনা; শস্য, দাইল, বীজ এবং অন্যান্য দ্রব্য প্রতি শতমণ বার আনা, নৌকায় না যাইয়া, কড়িকাঠের চালি, প্রত্যেক কাঠ দুই আনা; বাঁশের ভুড় প্রতিশত বাঁশ চারি-আনা। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে অক্টোবর সরকারী সংবাদে এই বিবরণ প্রকাশ হয় যে, নদীকে নৌকাচলন উপযোগী করার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল এবং পর বৎসর কর আদায় আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ ঐ কাজের খরচ ৫৩১২ পাউণ্ড। পরে এবং প্রতিবৎসর মেরামত কার্য্যে প্রচুর টাকা ব্যয় হইত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মোট ৩২৯৭ পাউণ্ড ১৭ শিলিঙ খরচ পড়ে। তন্মধ্যে একটী ভাঙ্গা বাঁধ পুনঃ সংস্কার করিতে ২৮৪৫ পাউণ্ড ১৬ শিলিঙ খরচ হয়। ঐ বৎসর কর মোট ১৫০৪ পাউণ্ড ৮ শিলিঙ আদায় হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মোট ২৩৩৯ পাউণ্ড ১৮ শিলিঙ ব্যয় হয়; তন্মধ্যে দুইটী নূতন বাঁধ নির্ম্মাণ কার্য্যে ১৮৪২ পাউণ্ড ৪ শিলিঙ ব্যয় পড়ে এবং ১৪৩৫ পাউণ্ড ১৮ শিলিঙ কর আদায় হয়। নির্দ্ধারিত সরঞ্জামী খরচ প্রতিবৎসর ৩৬০ পাউণ্ডের বেশী হইত না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মোট ২২১৭১ খানা নৌকা চলে এবং পর বৎসর ২৩২৩৭ খানা চলে। দুই বৎসরে মোট ৪৫৪০৮ খানা নৌকা চলে। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

বাণিজ্য নৌকা ৩৬২৯৭ খানা, পথিক নৌকা ৮৬২৬; বাঁশের ভুর ৪২৬; কাঠের চালি ৫৯; মোট ৪৫৪০৮। এই দুই বৎসরে মোট আদায় ২৯৪০ পাউণ্ড ৬ শিলিঙ। ইতঃপূর্ব্বেই অনেক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। সরকারী সনন্দ অনুসারে খানপুর, গোঁসাই

পুর ও শিবগঞ্জ এই তিন ঘাঁটিতে কর আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়। বর্ষাকালে সমস্ত খাল ভরিয়া উঠিলে নৌকা সকল কর না দিয়া ঐ সুযোগে বিলের মধ্য দিয়া উজানিয়া যাইত। ইহা প্রতিরোধ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে অস্থায়ী কুংখানা স্থাপিত হইল। এই বিধানে আইন সঙ্গত যে দোষ হয়, তাহা ছাড়িয়া দিলেও স্পষ্ট দেখা গেল যে, এই কার্য্যের কোনই ফল হইল না। বর্ষাকালে নদীতে যে পরিমাণ জল থাকিত, তাহাতে খুব বড় নৌকা অনায়াসে চলিত এবং বাঁধগুলি স্রোতের বেগ বৃদ্ধি করাতে বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইত। কাজেই ঐ কার্য্য অনাবশ্যক বোধ হইল। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ নৌকা খানপুর অর্থাৎ ফুলঝোড়ের শেষভাগে থাকিত এবং উজাইয়া করতোয়ায় প্রবেশ করিত না। পরন্তু জুন, জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই ৪ মাসে অন্য প্রত্যেক ষ্টেসন অপেক্ষা শিবগঞ্জে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নৌকা হইত। ১৮৬১ সালের তালিকা উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

| মাস | ঘাঁটির নাম | নৌকা সংখ্যা | মাস | ঘাঁটির নাম | নৌকা-সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | খানপুর | ৫২৫ | জুলাই | খানপুর | ১০৯৯ |
| " | গোঁসাইপুর | ২৬৯ | " | গোঁসাইপুর | ৭৫৫ |
| " | শিবগঞ্জ | ৮৩ | " | শিবগঞ্জ | ১২২৮ |
| ফেব্রুয়ারী | খানপুর | ৩৭১ | আগষ্ট | খানপুর | ৭১৫ |
| " | গোঁসাইপুর | ২১৮ | " | গোঁসাইপুর | ৭১৫ |
| " | শিবগঞ্জ | ৫৪ | " | শিবগঞ্জ | ১১৮৬ |
| মার্চ্চ | খানপুর | ৪৯৮ | সেপ্টেম্বর | খানপুর | ৮৭৬ |
| " | গোঁসাইপুর | ১৩৩ | " | গোঁসাইপুর | ৬৬৩ |
| " | শিবগঞ্জ | ৬৩ | " | শিবগঞ্জ | ৪৮৮৮ |
| এপ্রিল | খানপুর | ৪২০ | অক্টোবর | খানপুর | ৭২৫ |
| " | গোঁসাইপুর | ১০০ | " | গোঁসাইপুর | ৭০৭ |
| " | শিবগঞ্জ | ১৪৫ | " | শিবগঞ্জ | ৪২৫ |
| মে | খানপুর | ৫৬৫ | নভেম্বর | খানপুর | ৫৩৩ |
| " | গোঁসাইপুর | ১৪৫ | " | গোঁসাইপুর | ২৮৩ |
| " | শিবগঞ্জ | ১৯৬ | " | শিবগঞ্জ | ১৬৭ |
| জুন | খানপুর | ৯১৪ | ডিসেম্বর | খানপুর | ৫৪৮ |
| " | গোঁসাইপুর | ৩৭৩ | " | গোঁসাইপুর | ৯৪ |
| " | শিবগঞ্জ | ১০৬৫ | " | শিবগঞ্জ | ৩৮ |

গোবিন্দগঞ্জে যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং নৌপথে বাণিজ্যের কর আদায় অনাবশ্যক এই সম্বন্ধে বগুড়ার কালেক্টর পুনঃ পুনঃ রিপোর্ট

দিতে লাগিলেন ; পরিশেষে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে যে সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া লওয়া হইল। এরূপ বিশ্বাস হয় যে, উক্ত সময় পর্য্যন্ত তাঁহার যত টাকা আদায় হয়, খরচও প্রায় তাহার সমান হইয়াছিল।" সেই অবধি করতোয়ার সম্বন্ধে আর কোন তত্ত্ব লওয়া হয় নাই। এইরূপে ক্রমে নদী ভরাট হওয়ায় বাণিজ্যের অবনতি ও করতোয়া চরম দশায় উপনীত হইয়াছে। সম্প্রতি রেলওয়ে সেতু উহার উপর দিয়া যাওয়ায় আরও শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে।

যে করতোয়া তট বৈদিক কালে আর্য্যগণের মধুর সামগানে মুখরিত হইত,—যে করতোয়ার মহিমা পুরাণশ্রেষ্ঠ মহাভারতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যে করতোয়া তটে মহাপবিত্র পৌণ্ড্রক্ষেত্র ও মহামায়ার মহাপীঠ বর্ত্তমান থাকিয়া উত্তরবঙ্গের তীর্থ মহিমা ঘোষণা করিতেছে, যে করতোয়ার মহিমা অন্যান্য পুরাণেও নানাভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যে করতোয়া রজোবিহীনা বলিয়া নদী মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, যে করতোয়া বক্ষে বাণিজ্যপোতসমূহ সগর্ব্বে যাতায়াত করায় অন্যান্য মহাদেশের সহিত পরিচিত হইয়াছে, এমন কি যে করতোয়া মুসলমান আমলেও গঙ্গার ত্রিগুণ গভীর ও বিস্তার বিশিষ্টা ছিল, হায়! আজ সেই পুণ্য-সলিলা করোতোয়া ক্লেদপূর্ণ নালার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ; তার সেই স্বচ্ছ তলদেশ শৈবালাচ্ছন্ন, রুদ্ধ জল ম্যালেরিয়া পূর্ণ। নদীবক্ষ চররূপ পাষাণে আবৃত হইয়া বঙ্গের একটী মহাতীর্থ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অত্র সেই করতোয়ার ইতিহাস বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু

# গরুড়-স্তম্ভলিপি বা বোদালস্তম্ভের শিলা লিপি।

( রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের ৪র্থ বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত। )

রঙ্গপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার অধীন জলঢাকা থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপাল নামে একটী বৃহৎ গ্রাম আছে। গ্রামটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। দীর্ঘে প্রায় ৪ মাইল প্রস্থে প্রায় এক মাইল হইবে। উত্তরবঙ্গের ডোমার রেলষ্টেসন হইতে কিশোরগঞ্জ-রঙ্গপুর নামে যে সরকারী রাস্তা পূর্ব্বদিকে গিয়াছে তাহার ৬ষ্ঠ "মাইল স্তম্ভ" পর্য্যন্ত গেলেই এই গ্রাম পাওয়া যায়। এই গ্রামের উত্তর দিক্ দিয়া পূর্ব্বে ত্রিস্রোতা নদী প্রবাহিত ছিল, পশ্চিম দিক দিয়া দেওনাই নামে একটী নদী আজও রজতের ধারার ন্যায় রেখাকারে প্রবাহিত আছে। এই দেওনাই নদীর পশ্চিমতীরে আটিয়াবাড়ী গ্রাম। ধর্ম্মপাল গ্রাম বঙ্গের পালরাজ

ধর্ম্মপালের নামে অর্থাৎ তাহার রাজধানী ছিল বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। সর্ব্বভুক মহাকাল আজও এখানে রাজা ধর্ম্মপালের স্মৃতি চিহ্ন লোপ করিতে পারে নাই। রাজ-বাড়ী বা রাজ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া লোকের মনে অতীতের স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে। রাজদুর্গের পরিখা এখনও রাজবাড়ী বেষ্টন করিয়া আছে। এই পরিখা দীর্ঘে ১ মাইল, প্রস্থে ৫০ ফিট্। আজও যে পরিমাণে গভীর আছে তাহাতে ১৫৷২০ ফিটের কম বলিয়া বোধ হয় না। পরিখার পর ৩০ ফিট দীর্ঘ ও ২০ ফিট উচ্চ মৃকত্তিাস্তূপ— এখনও বর্ত্তমান আছে। রাজ বাড়ীর চিহ্ন মাত্র নাই। এমন কি, সেই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে একটী ইষ্টক স্তূপও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও মুসলমান আজ পর্য্যন্ত এই গড়ের সীমার মধ্যে বাস করে না। সাধারণ লোকে ধর্ম্মরাজার বাড়ী বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উহার স্থানবিশেষে পূজা দিয়া থাকে। রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার স্থানে স্থানে এই পাল রাজগণের স্মৃতিচিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে। রঙ্গপুরে পীরগঞ্জ থানার অধীন বাগ্‌দুয়ার গ্রামে বাগদেবীর মন্দির ও উদয়পুর নগরের ধ্বংসাবশেষ, উলিপুর থানার অন্তর্গত লোহিত নদীর তীরে "ওয়ারি" গ্রামের ভগ্নইষ্টক স্তূপাদি, দিনাজপুর জেলার মহীপাল দীঘি, বোদাল ( পত্নীতলা থানার মধ্যে ) গ্রামের গরুড়স্তম্ভ আজও পাল নরপতি-দিগের রাজত্বের সাক্ষী রহিয়াছে। কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে কত রাজা ও রাজ্য অনন্তকাল সাগরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে, বিপ্লবের পর বিপ্লবে বাঙ্গালাদেশকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কতবার নূতন করিয়া গঠিত করিয়াছে; কিন্তু আজও দুই এক স্থানে হিন্দু গৌরবের লুপ্তস্মৃতি আমাদের দর্শনপটে একটী অদৃশ্য নিশান উড়াইয়া অতীতের দিকে লইয়া যাইতেছে। সেই ক্ষণপ্রভা জলিয়াই নিভিয়া যাইতেছে। পথভ্রান্ত পথিক তাহাদ্বারা আপন গন্তব্য পথনির্ণয় করিয়া লইতে পারিতেছে না। যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের অভাবে বাঙ্গালী-ঐতিহাসিক আপনার ইতিহাসের অবগুণ্ঠনিকার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই, সিদ্ধির কল্পলতিকা হইতে আপনার ইষ্টফল বাছিয়া লইতে হস্তপ্রসরণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন। কতকালে সর্ব্ববাদী সম্মত বাঙ্গালার পাল ও সেন রাজাদের ইতিহাস লেখা হইবে কে বলিতে পারে! আমাদের পক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই অন্ধকার।

এই পালবংশের ধর্ম্ম-পাল, মাণিকচাঁদ, গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র এবং ভবচন্দ্র এই রঙ্গপুরবিভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষভূপতি কামরূপে রাজত্ব করিতেন। *

---

* প্রবন্ধকার রঙ্গপুর ও কামরূপ দুইটী স্বতন্ত্র দেশ ভাবিয়া লইয়াছেন, এইটী তাঁহার ভ্রম, প্রকৃত পক্ষে দুই শত কি আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুর বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। রঙ্গপুর তৎকাল প্রসিদ্ধ কামতা বিহার বা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার পূর্ব্বেও রঙ্গপুর প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর বা কামরূপ দেশের অন্তর্গত ছিল। সম্পাদক

১১৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বের অবসান হইয়াছে। অনেক দিন হইল তিরুমলয়ে এক খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। উহা পাঠে এই পালরাজগণের কথা জানা যায়। মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশীয় ভূপতি গোবিন্দপালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১১২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মগধ-রাজবংশের মহারাজ জরাসন্ধের সময় ধরিয়া মহামতি এল্‌ফিনষ্টোন্ "ভারত" ইতিহাসের ধারাবাহিক কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের ভূপতি ভগদত্তের সময় ধরিয়াও ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাবাহিক কালনির্ণয় সহজেই হইতে পারে। জরাসন্ধপুত্র সহদেব ভারত সমরে উপস্থিত ছিলেন, মহারাজ ভগদত্ত ঐ সময়ে বৈষ্ণব অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত যোদ্ধ্‌মণ্ডলকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন। সেই ভগদত্তের বিলাস নিকেতন,—রঙ্গপুরে, পাল নরপতিগণ গৌড়েশ্বর রূপে রাজত্ব করিয়া বিজয়ী সেন-রাজগণকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া কালের অনন্ত সলিলে নিমজ্জিত হইয়াছেন।

এই পাল নরপতিগণ বৌদ্ধ ছিলেন। রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের স্থানে স্থানে যে বৌদ্ধ-দেবের প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ আচারপদ্ধতির অস্তিত্ব এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই পালরাজগণের মহিমায়। এখনও এ অঞ্চলে ইতর শ্রেণীর হিন্দুরা ধর্ম্মের পূজা করিয়া থাকে, মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচাঁদের গীতি গাইয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আজ পর্য্যন্ত এই পাল বংশের সপ্তদশ জন নরপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তিনজন নরপালের নাম গোপাল, তিন জন রাজার নাম বিগ্রহপাল এবং দুইজন ভূপতির নাম মহীপাল ছিল। গৌড়ের নিকট খালিমপুর নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় একখানি "তাম্র-ফলক বা শাসন" পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে "শ্রীবপ্যটের পুত্র গোপালদেব প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।" এই তাম্রশাসন মহারাজ ধর্ম্ম-পাল দিয়াছিলেন। এই গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্ম-পাল। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল দেব, তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োবিংশ বর্ষে "মুদ্‌গগিরি সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার" হইতে এক তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। সেই দান পত্রখানি বেহারের মুঙ্গের নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে জানা যায় যে, দেবপাল দেবের পিতা ধর্ম্মপাল, পিতামহ গোপাল। দেবপাল, ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে উক্ত শাসনে লিখিয়াছেন যে "তিনি ধর্ম্ম-বিদ্বেষীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" দেবপাল দেবও বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। পাল-নরপতি নারায়ণ দেব ও মুদ্‌গ-গিরির স্কন্ধাবার হইতে যে তাম্রশাসন প্রদান করেন, তাহা হইতে পালরাজগণের উপরিলিখিত বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

মহামতি গ্লেজিয়ার সাহেব যখন রঙ্গপুরের কালেক্টর ছিলেন, সেই সময় তিনি রঙ্গপুরের একখানি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, উহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ ধর্ম্মপাল

তাঁহার ভ্রাতৃবধু মিনাবতীর সহিত ত্রিস্রোতা বা তিস্তানদীর তীরে মহাসংগ্রামে বিনাশ প্রাপ্ত হন। মিনাবতীর পুত্র গোপীচাঁদ রাজা হন। মাণিক চাঁদ রাজার গান ভাষাবিদ্ গ্রিয়ারসন্ সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনালে প্রকাশ করিয়াছেন। নীলফামারীর সবডিভিসান্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গীতি নিরক্ষর গ্রাম্য লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। একখণ্ড হস্তলিপিও তাঁহাকে ঐ কার্য্যের সাহায্যার্থ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ গীতোক্ত মাণিকচাঁদের বংশ তালিকার সহিত পালরাজগণের বংশ তালিকার মিল হয় না। এই ময়নাবতীর দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেওনাই নদীর পশ্চিম তীরে আটিয়া-বাড়ী গ্রামে আজও বর্ত্তমান আছে। গ্রাম্য লোকে ইহাকে "ময়নামতীর কোট" বলিয়া থাকে। এপর্য্যন্ত তাম্রশাসনের বিশ্লেষণে যে কয়েকজন পাল বংশীয় নরপতিগণের উল্লেখ পাওয়া গেল, তাহাতে জানা যায় যে, "বপ্যটের পুত্র গোপালদেব, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল ও বাক্‌পাল। বাক্‌পালের পুত্র দেবপাল ও জয়পাল, জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল তাহার পুত্র, নারায়ণ পাল। কিন্তু মাণিক চাঁদ, গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র ও ভবচন্দ্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। গোবিন্দচন্দ্র রাজার গীত আবিষ্কার হইয়াছে। দুর্লভ মল্লিক নামক একজন বর্দ্ধমানবাসী এই গীত মুদ্রা যন্ত্রের সাহায্যে আপনার কৃত বলিয়া বাহির করিয়াছেন। এই গীতির অপর নাম শিবের গীত। গোবিন্দচন্দ্র রাজা চোল বংশীয় নরপতি রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পালবংশীয় নরপতি মাণিকচাঁদের বর্ণনা তাঁহার নামীয় গীতে এই প্রকার আছে :—

"মাণিকচাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সতি।
হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥
দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা যোগায়।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায়॥
এত মাণিকচন্দ্র রাজা সরুমানলের বেড়া।
একজন যেকজন করি যে খাইছে তার দুয়ারত ঘোড়া॥
বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া।

এই পালরাজগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব ও ধর্ম্মাধিকার ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। ব্রাহ্মণমন্ত্রীর মন্ত্রণায় এই পালরাজগণ এককালে পঞ্চ গৌড়ে আধিপত্য স্থাপন করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। ইঁহারা কে কোন্ সময়ে রাজা হইয়াছিলেন তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। এক নামের একাধিক নরপতি থাকায় সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। পালবংশের চতুর্থ নরপতির নাম বিগ্রহপাল নবম নরপতির নামও বিগ্রহ পাল, আবার একাদশ নরপতির নামও বিগ্রহপাল দেখা যায়। এই বিগ্রহ পালের তিন পুত্র ১ম মহীপাল, ২য় শূরপাল, ৩য় রামপাল। এই পাল বংশের পঞ্চম নরপতি

নারায়ণ পাল ও দ্বাদশ নরপতি মহীপালের নাম দিনাজপুরে ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে আজও শুনিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক রাজা গোবিন্দ পাল পরাজিত হইলে তাঁহার পিতা মাণিকচাঁদ খৃষ্টের একাদশ শতাব্দিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু তৎসংক্রান্ত গীতি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দিতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতবর গ্রিয়ারসন সাহেব এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যদি বাক্পাল ও জয়পালকে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত পালরাজগণের যে বংশাবলীর তালিকা পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত রঙ্গপুরের গীতোক্ত পালরাজগণের বংশাবলীর কোনও বিরোধ হয় না। নচেৎ সামান্য সামান্য ভূখণ্ডের ভূপতিদিগকে মহাদেবের নিকট "বলি" দিয়া মগধরাজ জরাসন্ধ সাম্রাজ্য স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া যেরূপ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সহায় হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই সকল পালরাজন্যবর্গও মুসলমান বিজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া কালের বক্ষে আপনাদের নাম মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

একদা রাজসাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিরই আবাস এবং তত্তৎস্থান বিদ্যাদির চর্চ্চায় বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। পুরাকালে বঙ্গদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং মিথিলা। বুকন্যান সাহেবের বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ এবং ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী পদ্মার উত্তরস্থ ভূভাগের নাম "বরেন্দ্রভূমি এই বরেন্দ্রভূমির, ইতিহাস অর্দ্ধ-বঙ্গদেশের ইতিহাস। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে এই দেশ কখন কোন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। এই ভূভাগ মধ্যদেশের ভূভাগের মত আধুনিক নহে। স্থানে স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতেই বরেন্দ্রভূমির সমধিক প্রাচীনত্বের প্রমাণ আছে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এই স্থান অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। কানিংহাম সাহেব তৎকৃত ভারতের পুরাতন ভূগোল বিবরণে হোয়েনসঙ্গের ভ্রমণ-পথ ধরিয়া আধুনিক পাবনা জেলাকে পুরাকালের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* (Ancient Geography of India P 480) তাঁহার মতে এই ভূভাগ,

* কানিংহাম সাহেব তাঁহার এই মত, পরে Archæological Survey of India নামক গ্রন্থে পরিবর্ত্তন করিয়া বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থান নামক স্থানটীকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিবর্ত্তিত মতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"On my objects in visiting Northern Bengal was to seek for the site of the ancient capital called Paundra vardhana by Hwen Jhsang of the name I could find no trace but I was fortunate enough to discover the site of the ancient city in Mahasthan on the Karatoya River. The proof of the identification rests partly on the agreement of the distance and bearing from the neighbourhood of

পশ্চিমে মহানদী, পূর্ব্বে ত্রিস্রোতা ( তিস্তা ) এবং ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণে গঙ্গানদী দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই বৃহৎ ভূখণ্ডে পঞ্চগোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণের বাস। যে সময়ে মহারাজ নারায়ণ পাল এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন—সেই সময়ে গুরবমিশ্র নামক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই গুরবমিশ্রের বাড়ী কোথায় তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। তবে তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এইমাত্র তাঁহার আত্মপরিচয়ে জানা যায়। রাজসাহী, বগুড়া, মালদহ, দিনাজপুর অঞ্চলে এখন মিশ্রবংশীয় অনেক ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। এই মহামতি মিশ্র ঠাকুরের কোনও সন্তান সন্ততি না থাকায়, এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের নাম লোপ পাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এক শিলাস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপরিভাগে একটী গরুড় পক্ষীর প্রতিকৃতি বসাইয়া, সেই গরুড় স্তম্ভের গাত্রে আপনার বংশাবলীর পরিচয় দিয়া যশঃ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার অন্তর্গত বোদাল গ্রামে গুরব মিশ্রের এই গরুড় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে বোধ হয় "বোদালে কিম্বা বোদালের সন্নিহিত কোন স্থানে তাঁহার ভদ্রাসন ছিল। নচেৎ এরূপ স্থানে এ স্তম্ভ-স্থাপনের কোনও উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বোদালে ইংরাজ বণিক কোম্পানীর এক কুঠি ছিল। সেই কুঠির অধ্যক্ষ সার চারলস্ উলকিন্‌স একজন সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। এই মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রথম এই গরুড় স্তম্ভলিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনালের প্রথম খণ্ডে প্রচার করেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ সার উইলিয়ম জোন্সের কৃত টীকাও সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা দেশবাসীরা সেই টীকা ও অনুবাদ পড়িয়া গরুড়-স্তম্ভের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াও সেই অবধি নিশ্চেষ্ট আছেন। কাল সহ-কারে এই স্তম্ভের উপরিভাগটী খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এখন গরুড়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সেখানকার কৃষকগণকে এই স্তম্ভের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভীমের গদা বা পেন্টী বলিয়া পরিচয় দেয়। এই স্তম্ভের গাত্রের লিপি ক্রমে লোপ পাইতেছে। উলকিন্‌স কৃত ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি সমগ্র লিপিই পাঠ করিতে পারিয়াছিলেন। উলকিন্‌স সাহেবের পাঠ উদ্ধারের পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের কালেক্টার সাহেবের আদেশ মত পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয় এই শিলা-লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া শ্রীল শ্রীযুক্ত ওয়েষ্ট মেকট সাহেব বাহাদুরকে দেন। তিনি তাঁহার সেরস্তাদার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা একটী ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনালে প্রকাশ করেন।

Rajmahal and partly on the immediate vicinity of Bhasu Behar, which corresponds Hwen Thsang's account of the Buddhist monastery of PO-Shi-PO (with Bhaswaie, Behar), 4 miles to the west of the capital." তাঁহার এই মতটীই সঙ্গত কারণ ইহা শাস্ত্রের মতের সহিতও মিলিয়া যায়। ভারতী ১৩১০ সনের ৮ম সংখ্যা দেখুন। সম্পাদক।

উইলকিন্‌স্ সাহেব যাহা পড়িয়াছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় তাহা পাঠ করিতে পারেন নাই। উইলকিন্‌স সাহেবের পাঠ দুষ্প্রাপ্য। যে সময়ে আমরা এই স্তম্ভলিপি দেখিয়া ট্রেসিং পেপারে লিখিয়া লইয়াছিলাম, সেও আজ ১০।১২ বৎসরের কথা। পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠের সহিত তাহা মিলাইলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে স্তম্ভটী আর কিছুদিন পরে উহার গাত্রের শিলা-লিপি একেবারেই হারাইবে, কালের ঝটিকায় স্তম্ভটীও পড়িয়া যাইবে। একখানি ধূসর বর্ণের অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড কাটিয়া এই অত্যুন্নত স্মৃতি-স্তম্ভ বিন্দুভদ্র নামে একজন শিল্পকার গঠন করিয়াছিলেন। একখানি মাত্র প্রস্তরে গঠিত বলিয়া আজও স্তম্ভটী বর্তমান আছে। সে কালের একজন শিল্পকার কি কৌশল অবলম্বন করিয়া এতাদৃশ বৃহৎ ও অত্যুন্নত স্তম্ভ সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষায় ব্রতী হইয়াছেন। উত্তর বঙ্গের দুর্ভাগ্য এই গরুড়স্তম্ভ রক্ষার কোনও চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। যদি উত্তর বঙ্গের কোনও কৃতী সন্তান উদ্যোগ করিয়া সদাশয় গভর্ণমেণ্টকে উত্তরবঙ্গের এই গৌরবস্তম্ভটী রক্ষায় ব্রতী করেন তাহা হইলে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। উইলকিন্‌সের পাঠ কি হইল তাহার কোনও সন্ধান পাই নাই, এসিয়াটিক সোসাইটীতে চেষ্টা করিয়া কেহ উহা প্রকাশ করিলে উত্তরবঙ্গের একটী প্রধান ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইবে।

বোদাল স্তম্ভলিপির ভাষা সংস্কৃত। অক্ষর "মাগধী" কিন্তু দেবনাগর ও পালী মিশ্রিত বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার অক্ষরের সহিত দেবপাল দেবের তাম্রশাসন, যাহা মুঙ্গেরের ভগ্ন স্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে তাহার ঐক্য হয়। এই শিলালিপির আদর্শে অনেকের নাম লেখা আছে। উইলকিন্‌স সাহেবের নামও আছে, তিনি যে মুদ্রাকরের মসীতে স্তম্ভলিপির নকল গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও জানা যায়। আজ পর্য্যন্ত অপর কোনও ব্যক্তি এই স্তম্ভলিপির পাঠ উদ্ধার কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু এই স্তম্ভলিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া পরবর্ত্তী পাল ও সেনরাজগণের তাম্রশাসন প্রভৃতির পাঠের সহিত মিলাইলে এমন এক নূতন ঐতিহাসিকতত্ত্ব আবিষ্কার হইতে পারে যে "সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরুকের ভয়ে" কোন্ সেনকুল কুলাঙ্গার বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল, তাহার নামের প্রহেলিকা পর্য্যন্ত অতি সহজে নির্ণয় হইবে।

দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার মধ্যে "তপনদিঘি" বলিয়া একটী সরোবর আছে। সেই সরোবর মধ্যে মহারাজ মহীপালের একখানা তাম্রশাসন ১৮৯১ সনে তথাকার পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টার্ মহাশয় পাইয়া দিনাজপুরের কালেক্টার সাহেবকে প্রেরণ করেন। আজ পর্য্যন্ত সেখানির পাঠোদ্ধার হইয়াছে কিনা জানিতে পারা যায় নাই। অধুনা বৌদ্ধ-বারাণসীর জগৎসিংহের স্তূপের মধ্যে যে খোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার পাঠ উদ্ধার হইয়াছে, সে পাঠ এইরূপ :—

ওঁ নমো বুদ্ধায় ।

বারাণসী সরস্যাং গুরবঃ শ্রীরামরাশিপাদাব্জং ।
আরাধ্য নামত ভূপতি শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশম্ ॥
ঈশান চিত্রঘণ্টাদি কীর্তিরত্ন শতানি যৌ ।
গৌড়াধিপো মহীপাল কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ ॥১
সফলীকৃত পাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং ॥
কৃতবন্তৌ চ নবীনাং অষ্ট মহাস্থানশৈলগন্ধকুটীং ।
এতাং শ্রীস্থিরপাল বসন্তপালোহনুজং শ্রীমান্ ॥
সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১॥৩॥

মহারাজ মহীপাল আটটী মহাস্থানের ( অর্থাৎ পবিত্র স্থানের ) ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া এই গন্ধকুটী নির্ম্মাণ করেন। এই নির্ম্মাণকার্য্য সংবৎ ১০৮৩ বৎসরের ১১ পৌষ বসন্তপালের অনুজ স্থিরপাল কর্ত্তৃক শেষ হয়।

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থেও মহারাজ মহীপাল দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দানপত্রও আবিষ্কার হইয়াছে। নেপাল-রাজদপ্তরে যে সকল পুরাতন গ্রন্থাদি রক্ষিত আছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটী যত্ন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে একখানি অতি পুরাতন তালপত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়া সোসাইটীতে প্রদর্শন করেন। সেখানি "অষ্ট সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক হস্তলিখিত গ্রন্থ। তাহাতে লেখা আছে :—

"দেয়ধর্ম্মোয়ং প্রবর মহাযান যায়িনঃ তাড়িবাড়ি মহাবিহারীয় আবস্থিতেন শাক্যাচার্য্য স্থবির সাধু গুপ্তস্য যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায় মাতাপিতৃপুরঙ্গমঙ্কৃত্বা সকল সত্বরাশের-নুত্তর জ্ঞান ফল বাপ্তয় ইতি। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমসৌগত শ্রীমদ্বিগ্রহ পাল দেব পাদানুধ্যাত। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমসৌগত শ্রীমন্মহী পাল দেব প্রবর্দ্ধমান কল্যাণবিজয় রাজ্যে ষষ্ঠ সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কে সম্বৎ ৬ কার্ত্তিক কৃষ্ণ ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ মঙ্গল বারেণ ভট্টারিকা নিষ্পাদিতমিতি। শ্রীনালন্দাবস্থিত কল্যাণমিত্র চিন্তামণি কস্য লিখিত ইতি॥"

মহারাজ মহীপালের কল্যাণবিজয় রাজ্যের ষষ্ঠ বৎসরে কল্যাণমিত্রচিন্তামণি নালন্দায় বসিয়া এই গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন। সারনাথের খোদিত লিপি অনুসারে মহারাজ মহী-পাল ১০৮৩ সম্বতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও বিদ্যয় গৌরবে বিদ্যমান ছিল ইহা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পালবংশীয়গণের রাজ্যের বিস্তৃতি যে পশ্চিমে বারাণসী হইতে পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কিসে মিলিতে পারে! জানিনা, বিজ্ঞবর বুকানন হামিলটন ১৮১০ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের ভূমির এক সাধারণ জরীপ করিতে আসিয়া কি দেখিয়া

লিখিয়া গিয়াছেন—"Dharmapal is a king with half a dozen of square miles of land"। আমরা যে গরুড় স্তম্ভলিপির সহিত এই সকল কথার অবতারণা করিলাম, তাহার কারণ প্রথমতঃ স্তম্ভের সময় নির্দ্দেশ করিতে গেলে এই সকল কথার প্রসঙ্গ আপনি আসিয়া পড়ে এবং দ্বিতীয়তঃ যদি কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনুসন্ধানে ব্রতী হন তবে তাঁহার সাহায্যও হইতে পারে।

বোদালস্তম্ভে অষ্টাবিংশতি সংস্কৃত শ্লোকে "মিশ্রবংশের" পুরাকীর্ত্তির বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে ২।৪।১১।১৬।২৪।২৫।২৬।২৭,২৮ সংখ্যক শ্লোকের কিয়দংশ এবং ২৩ সংখ্যক শ্লোকের সমস্ত অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে। অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্ব্বেও যতদূর পাঠোদ্ধার করিবার সম্ভবনা ছিল ক্রমে তাহাও অন্তর্হিত হইতেছে। ২৩ সংখ্যক শ্লোক উইলকিন্‌স সাহেব পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু পণ্ডিতবর হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয় তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। এই শ্লোকে গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ব্যক্ত আছে।

## স্তম্ভলিপি

খ্যাতঃ শাণ্ডিল্যবংশৈকো বীরদেব স্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্ গোত্রে গর্গ স্তস্মাদজায়ত ॥১

শক্রঃ পুরোদিশি পতি র্ন দিগন্তরেষু তত্রাপি দৈত্যপতিভি-জিত নন্দনঃ সঃ।
* * * * * ধর্ম্মপরায়ণঃ স্ম তং স্বামুপৈতি নিজহাসবৃহস্পতিং যঃ ॥২

পত্নীচ্ছা নামতস্যসীদিচ্ছয়াস্তবিবর্জ্জিনী। নিসর্গ বিমলস্নিগ্ধা সাধ্বী প্রেমময়ীশুভা ॥৩

বিপ্রাস্যু যুগমুখ * * * * * * * * পরিত স্ত্রিলোকং।
সুহুস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ শ্রীদর্ভপাণি রিতিনামনি সুপ্রসিদ্ধঃ ॥৪

আরেবাজন কাম্বতজ্জমদন্তিম্যচ্ছিলা সংহত
বাগৌরী পিতুরীশ্বরেন্দু কিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নোগিরে।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ জলদাবারি রাশিদ্বয়াং
নীত্যা যস্তভূবং চকারকরদাং শ্রীদেবপালনৃপঃ ॥৫

মাত্মানাগজেন্দ্রপ্রবদনবরতোচ্ছাসিদান প্রবাহৈঃ
ক্লিন্নক্ষ্মোত্তুঙ্গ তঙ্গ প্রবণ ঘনরজঃ সন্তৃতাশাবিকাশং।
দিকচক্রায়াতভূভৃৎ পরিকর বিসরদ্বাহিনী দুর্বিলোকং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালোনৃপত্তির বসরাপেক্ষয়াদ্বারি যস্য ॥৬

দত্বাপ্যনল্পমুডুপচ্ছবি পীঠমগ্রে যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজ কল্পঃ।
নানা নরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশুঃ সিংহাসনং সচকিতঃ স্বযমাসসাদ ॥৭

তস্য শ্রীশর্করা দেব্যা অত্রেঃ সোমইব দ্বিজঃ।
অভুৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বর বল্লভঃ ॥৮

ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রমতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতিগিরো নোদগর্ব্বমা কর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তং মধুরং বচঃ প্রণয়িনঃ সন্তর্জ্জিনা শ্রিয়া
যেনৈবং স্বগুণৈর্জ্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে সতাং বিস্ময়ঃ॥৯
শিবইব করং শিবায়া হরিরিবলক্ষ্ম্যা গৃহাশ্রমং প্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়াবিধিবৎ তরলদেব্যাঃ পাণিং জগ্রাহ ॥১০

*   *   *   *   *   *   *

দুর্ব্বোধহৃত্যান্তশক্তিঃ স্বনয়পরিগতাশেষবিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ॥
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজনমমনোনন্দনঃসুক্রিয়াভিঃ।
শ্রীমান্ কেদারমিশ্রোগুহইব বিলসদগীতরূপপ্রভাব ॥১১
ভাস্মদ্দর্শন সম্পীত চতুর্বিদ্যা পয়োনিধীন্।
জহাসাগস্ত্য সম্পত্তি মুদ্দিগরন্নস্থিরাস্ত যঃ ॥১২
উৎকীলোৎকলকুলং হৃতহূনগর্ব্বম্ খর্ব্বীকৃত দ্রাবিড় গুর্জ্জর রাজদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিবসনাভরণং বুভোজ, গৌড়েশ্বর শ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥১৩
স্বয়মপহৃতবিত্তানর্থিনো যোবমেনে দ্বিষদি সুহৃদিবাসীন্নির্বিবেকো যদাত্মা।
ভব জলধি নিপাতে যস্য ভীর্ধূত পাপা পরিমূদিত কংশং বৌ যঃ পরে ধাম্নিরমে ॥১৪
যস্যাগ্রেষু বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালনৃপো,
সাক্ষাদিন্দ্র ইব প্রজাপ্রিয়বলো গন্তবভূ যঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধি মেখলস্য জগতঃ কল্যাণ সঙ্গাচিরং
গঙ্গাম্ভঃপ্লুত মানসো নতশীরা জগাহ পূত পয়ঃ ॥১৫
দেবগ্রাম ভবা তস্য পত্নীবন্ধা   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *   ॥১৬

সা দেবকীব তস্মাদ্যশোদয়া স্বীকৃত মিবকৃষ্ণং।
গোপাল প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ম্ ॥১৭
জমদগ্নি কুলোৎপন্নঃ সম্পন্ন ক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামসেন ইবাপরঃ ॥১৮
কুশলো গুণান্‌বিবেক্তুং বিজিতেষু যং নৃপঃপ্রপদং স্বনমতি।
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিপরা কিযত্যস্তৈব ॥১৯
নানা কাব্যরসাগমেষ্বধিগমো নীত্তৌ পরানিষ্ঠতা
বেদোক্তানুগমাদসৌ প্রিয়তম বন্দস্য সম্বন্ধিনাং।
আসক্তিগুণকীর্ত্তনেষু মহতাং খ্যাতো বিজ্যোতিষো
যস্যানন্নমতে রমর যশগো ধর্ম্মাবতার নমঃ ॥২০

যস্তাশিষঃ শাসতি বাগধীশ বিহায়বৈরাণি নিসর্গজানি।
উভেস্থিত সখ্যমিবাতি গন্থ্যাবেকত্র লক্ষ্মীশ্চ সরস্বতীচ ॥২১
শাস্ত্রানুশীলন গভীর কলৈর্বিবাদে বিদ্বৎ সভাসু পরবাদি মদানুলেপঃ।
উদ্বাসিতঃ সপরিতো রিপুবিদ্বিষাঞ্চ নস্তোক বিক্রম বরেণ হতাভিমানঃ ॥২২
সহসৈব বলং ন যস্য যস্যাধগত্য পিনকর্ম্মসু যন্নকিঞ্চিৎ।
* * * * * * * *
কলিদান মপি যস্য ন জাতু সাস্তং
* * * * * * * ॥২৪
অতি লোল পলিত কলিযুগ বাল্মীকি যমপি সুরন্দর বন্দেতি
* * * * * * * ॥২৫
বাণী প্রসন্নগম্ভীরা রিরোতিব পুনাতিব॥
পিতরং স্বয়মাস্থায় পুত্রন্নুপগমৎ স্বয়ং
ব্রহ্মতি পুরুষাৎ যস্য * * যঞ্চ প্রপেদিরে।
গোদা * * * * ॥২৬
স্বকীয় বপুষো লোকে ক্ষণ গ্রাহিণিস্বাদি * * ।২৭
* * ফলিনাং বৃক্ষঃ প্রিয়সখ জাড্যোপমরোপিন ॥২৮

এই স্তম্ভলিপির সহিত পণ্ডিতবর উলকিন্‌স সাহেবের ইংরাজী অনুবাদ ( মূল দুষ্প্রাপ্য ) মিলাইয়া পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যাইবে কালের করাল কবলে এই গরুড়স্তম্ভের ঐতিহাসিক তত্ত্ব লুপ্ত হইয়াছে। কিছু দিন পরে আর ইহার কিছুই পাঠযোগ্য থাকিবে না, উত্তর বঙ্গের অরণ্যের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া যাইবে কেহ জানিবেন না। কণিক বা চাণক্যের কথা পড়িয়া আমরা আশ্চর্য্য হই, মনু ক্ষত্রিয়কে নামে রাজা করিয়া ব্রাহ্মণকে সিংহাসনে বসাইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে স্বার্থপর ব্রাহ্মণের সেবক জ্ঞানে ঘৃণা করি, কিন্তু গুরবমিশ্রের বর্ণনা পাঠ করিলে নিশ্চয় বলিতে হইবে সমাজ ব্রাহ্মণ নেতৃত্ব হারাইয়া অবশ হইয়াছে। তাই আজ স্বদেশী আন্দোলন বলিয়া দেশশুদ্ধ লোককে আমরা দোকানদার প্রস্তুত করিতে বসিয়াছি!

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ১৭৭৫খৃঃ পণ্ডিতবর উইলকিন্‌স সাহেব এই স্তম্ভ লিপির সমুদয় পাঠই উদ্ধার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পর হইতে আর কেহই সমগ্র লিপির পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই স্তম্ভলিপিতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় আজ পর্য্যন্ত এই স্তম্ভলিপির পাঠ উদ্ধারের কোনও চেষ্টা হয় নাই। ভিন্ন দেশবাসী, বিষয় কার্য্য উপলক্ষে আগত, একজন ইংরাজের দৃষ্টি ইহাতে প্রথম আকৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বে কোনও বঙ্গবাসী এই স্তম্ভলিপির বিষয় জানিতেন না। আজও আমরা জানিয়া শুনিয়া নিশ্চেষ্ট আছি। উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুরের ইতিহাস এক কথায় বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস। যদি কেহ বঙ্গদেশের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহাকে এই বোদাল স্তম্ভের স্তিমিত আলোকে অগ্রসর হইয়া গোদাগাড়ী এবং

মাধাইনগরের তাম্রশাসনের সাহায্যে, তাঁহার পথ আলোকিত করিয়া লইতে হইবে। মাধাই-নগর ও গোদাগাড়ী রাজসাহী জেলার অন্তর্ভূক্ত। তপনদীঘির তাম্রশাসনই আমরা উত্তর বঙ্গের শেষ তাম্রশাসন ধরিয়া লইতে পারি, কেননা ইহার পর আর সেনরাজগণের কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। প্রচলিত লোকপ্রবাদ যে সেনরাজগণ বৈদ্যবংশসম্ভূত ছিলেন, কিন্তু মাধাইনগরের তাম্রশাসনে আমরা তাঁহাদিগকে সৌরষ্ট্রীয় ক্ষত্রীয়া বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি।

আমরা ইউরোপীয়দিগের লিখিত আমাদিগের দেশের ইতিহাসাদি পাঠ করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আমাদের দেশে কোন দিন প্রজাশক্তি প্রবল ছিল না। বাহু-বলে রাজা রাজ্য শাসন করিতেন—প্রজাদের কোনও মতামত লইয়া রাজ্যশাসন কার্য্য চলিত না। ইংরাজীতে যাহাকে Despotic monarchy বা Hereditary monarchy বলে ভারতে সেইরূপ রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। Constitutional monarchy, প্রজাতন্ত্র শাসন কোন কালে ছিল না, কিন্তু গুরব মিশ্রের এই গরুড়স্তম্ভলিপি পাঠ করিলে আমাদের সে ভ্রম দূর হইবে। পালরাজগণের আদি পুরুষ ধর্ম্মপালের পিতা গোপাল প্রকৃতিপুঞ্জের সমবেত শক্তিতে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন। বাঙ্গালাদেশ কোন দিন যে এক রাজার অধীনে ছিল তাহার কোনও প্রমাণ ইতিহাস দিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীনে ছিল। অবিরত রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটন হইতে থাকায় রাজা প্রজায় সমভাবে সম্বন্ধ সংস্থাপন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব ছিল। রাজগণ প্রাদেশিক রাজার আক্রমণ হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করার জন্য আপন আপন প্রজাগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে বাধ্য ছিলেন। এই ভাবে প্রকৃতি পুঞ্জের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভারতে Village Community বা গ্রাম্য সমিতির উৎপত্তি হইয়াছিল। এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব তাঁহার ভারত ইতিহাসে এই প্রকার "গ্রাম্য সমিতি" বা Republic এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেনহাজ-উদ্দীন তৎকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের যে বর্ণনা লিখিয়া-ছেন এবং যে কথার উপর নির্ভর করিয়া কবি বাঙ্গালার চিত্রে মসি ঢালিয়া অমর অক্ষরে লিখিয়াছেন "সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরুকের ডরে" সেনকুল কুলাঙ্গার বাঙ্গালা ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন সে বর্ণনা আর কোনও বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দেশে প্রজা-সমিতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এরূপ ভাবে সে দেশ বিজয় সংঘটন হইতে পারে না। তবে গ্রীকগণ ট্রয়নগর অবরোধ করিলে হেক্‌টার যেমন বলিয়াছিল "Best of omen is our Country's cause" বাঙ্গালায় সে সময় এ কথা কেহ বলে নাই, "অতঃপর মুসলমান বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিবে"—স্বার্থপর স্বদেশ দ্রোহীর এই ভবিষ্যৎ বাণীর উপর নির্ভর করিয়া আপনার জন্মভূমিকে বিদেশীর হস্তে উঠাইয়া দিয়া তৎকালের বাঙ্গালী অদৃষ্ট-বাদিত্বের চরম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তাই মেকলে সাহেব বলিয়াছেন "where the land is water, man the woman."

বোদালস্তম্ভের শিলালিপি অনুসারে এই গুরব মিশ্র আপনার যে বংশ তালিকা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বংশ পরম্পরা পালনরপতিগণের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন ইহা জানা যায়। দুঃখের বিষয় কে কাহার মন্ত্রী ছিলেন তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। এই শিলালিপিতে কোনও প্রকার সন তারিখ না থাকায় উহার সময় নিরূপণ করাও দুর্ঘট হইয়াছে। লিপি অনুসারে পালনরপতিগণের নিম্নলিখিত বংশতালিকা পাওয়া যায়।

পালবংশীয় পঞ্চম নরপতির মন্ত্রী গুরব মিশ্র ছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব কালে এই শিলালিপির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গুরব মিশ্রের বংশ নিম্নলিখিত রূপ স্তম্ভলিপিতে পাওয়া যায় :—

বীরদেব
|
পাঞ্চাল
|
(১) গর্গ
|
(২) দর্ভপাণি
|
(৩) সোমেশ্বর
|
(৪) কেদার মিশ্র
|
(৫) গুরব মিশ্র

বীরদেব ও পাঞ্চাল কাহারও মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন কি না শিলালিপি সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নাই। গর্গ ইন্দ্রতুল্য কোন নরপতির মন্ত্রি ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁহার নিকটে বৃহস্পতিও উপহাসযোগ্য হইয়াছিলেন। এই নরপতি কে সে সম্বন্ধে গুরব মিশ্র কিছুই বলেন নাই। গুরব মিশ্র গর্গ হইতে পাঁচ পুরুষ নিম্নে। সুতরাং তিনি সে রাজার নাম নাও জানিতে পারেন। গর্গ-পুত্র দর্ভপাণি দেবপাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন। গর্গ, দেবপালের পিতা ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন, যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মন্ত্রণায় তিনি বৃহস্পতিকে উপহাসযোগ্য করিয়াছিলেন এ কথা কবিকল্পনা বা অতিশয় উক্তি হয়। ধর্ম্মপাল ধর্ম্মযুদ্ধে অবিশ্বাসীর হস্তে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পালরাজগণের শক্তির নিকটে তখনও সমগ্র দেশ নতশির হয় নাই, তাহা দেবপাল দেবের তাম্রশাসনে প্রকাশ আছে। তাঁহাকে রাজ্য জয় করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে হইয়াছিল। এই শিলালিপির মূল শ্লোকগুলি আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত অক্ষরে প্রকাশিত হ য় নাই। ইহাতে

কি লিখিত আছে উইল্‌কিন্‌সের ইংরাজী অনুবাদই তাহার একমাত্র পরিচয়স্থল হইয়া আছে। দেবপাল দেবের পিতৃরাজ্য জয় করিতে বাহুবলের সহিত নীতি-কৌশলেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। তৎসূত্রে রাজনীতিবিশারদ দর্ভপাণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মুসলমান-বিজয়ের পর ইংরাজদের এ দেশে রাজ্য স্থাপন করিবার প্রাথমিক ইতিহাস যেরূপ, দর্ভপাণির মন্ত্রণা-কৌশলে দেবপালের রাজ্য স্থাপনও কিয়ৎ-পরিমাণে সেইরূপ। এক সময়ে লর্ড ক্লাইবকেও সচকিত চিত্তে মুর্শিদাবাদে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। তখন রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, মীরজাফরকেও নজর ও রত্নাসন দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। দেবপালদেব দর্ভপাণির সম্মুখে আপন সিংহাসনে উপবেশন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, রাজনীতির ইতিহাসে ইহা নূতন কথা নহে।

দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বর। ইনি কাহারও মন্ত্রিত্ব করিবার কথা গরুড়স্তম্ভে লেখা নাই। কিন্তু ইঁহার পুত্র কেদার মিশ্র অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই কেদার মিশ্র বিগ্রহপাল নরপতির মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার মন্ত্রণাবলে "উৎকল উৎপীড়িত, হূণগর্ব্ব অপহৃত, দ্রাবিড় ও গুর্জ্জর-রাজদর্প চূর্ণীকৃত" হইয়াছিল বলিয়া স্তম্ভলিপিতে লেখা আছে। ইঁহারই সাক্ষাতে সুরপালদেব রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই সুরপাল কে? পালবংশের ত্রয়োদশ নরপতির নাম সুরপাল। পালবংশের পঞ্চম নরপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের পিতা কেদার মিশ্র কিরূপে তদ্বংশীয় ত্রয়োদশ নরপতির অভিষেক সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন, তাহা আমাদের কিছুতেই বোধগম্য হয় না। এই সকল কারণে আমাদের বিশ্বাস গরুড়স্তম্ভ-লিপির যথার্থ পাঠ উদ্ধার হয় নাই। উইল্‌কিনস সাহেব সার উইলিয়ম জোন্‌সের সাহায্যে স্তম্ভলিপির যে ভাবমাত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন আমরা কেবল পুরাতন মাগধী অক্ষরে লিখিত স্তম্ভলিপির তদনুসারেই পাঠ উদ্ধার করিয়া আসিতেছি।

এখন কথা হইতেছে এই স্তম্ভলিপিটী কত দিনের? এ কথার উত্তর সহজে দিতে পারা যাইবে না বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পালরাজগণের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক নামের একাধিক নরপতি বর্ত্তমান থাকায় সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কালের অনন্ত সাগরে বীচিমালার মত উঠিয়া পালরাজগণ আবার কাল-সলিলেই মিলাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সময় নিরূপণও অসাধ্য। মহীপাল দেবের নবাঙ্কিত শাসন ও তাল পত্র লিপি অনুসারে সময় নিরূপণ করিতে গেলে এই স্তম্ভের নির্ম্মাণ কার্য্য বহুদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে দুইজন বিগ্রহপালের মহীপাল নামক দুইটী পুত্র ছিল। কোন্ মহীপাল কোন্ বিগ্রহপালের সন্তান ইতিহাস সে কথা বলিতে পারিবে না? পালবংশের চতুর্থ নরপতি বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল ধরিয়া লইলে—আমরা বিগ্রহপালের দুই পুত্র নারায়ণ পাল ও মহীপাল পাই। এই মহীপালের কল্যাণরাজ্যের ষষ্ঠ বর্ষে তাল পত্রের পুথিখানা নালন্দে নকল হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহীপালের যে তাম্রশাসন সারনাথের মন্দিরে বৌদ্ধ-বারাণসীতে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ১০৮৩ তাং

আছে। সেই সময়ে সাল বা সংবতের প্রচলন হইয়াছে দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে তাহা প্রচলিত হইয়া থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন পালরাজার তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ পাওয়া যাইত। এরূপ স্থলে বোধ হয় বলা যাইতে পারে সারনাথের মহীপাল এবং তালপত্র পুথির মহীপাল একই ব্যক্তি হইতে পারেন। পালবংশের চতুর্থ ও নবম নরপতির নাম বিগ্রহপাল। ইহাদের দুইজনেরই মহীপাল নামে পুত্র ছিলেন। আমরা যখন বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণ পাল, গরুড়স্তম্ভের লিপির মতে পাইতেছি, তখন পালবংশের দশম নরপতি মহীপালই প্রথম মহীপাল ধরিয়া গণনা করিলে তাঁহার সময় ১০৮০ সংবৎ পাওয়া যাইতেছে। এই মহীপালের উপরিতন ষষ্ঠ পুরুষ নারায়ণ পালের রাজত্বে গরুড়স্তম্ভের সৃষ্টি। আমরা যদি তিন তিন পুরুষে এক এক শতাব্দি ধরিয়া লইয়া গণনায় অগ্রসর হই, তাহা হইলে নারায়ণদেবের রাজত্বকাল ৮৮৩ সংবৎ হইয়া পড়ে। খৃষ্টের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে সংবৎ প্রচলিত হয়। এই হিসাবে ১৯৬৩ বৎসর পূর্ব্বে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য দেশে গর্ভস্থ স্বপন যখন ভাঙ্গে নাই, সেই সময়ে বিন্দুভদ্র এই অদ্ভুত একখানা প্রস্তরের দ্বারা গরুড় স্থাপন করিয়া উত্তরবঙ্গের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। এই স্তম্ভ সাক্ষী দিতেছে পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় নদীনালা দ্বারা বাহিত ধূলি মাটী দ্বারা উত্তর বঙ্গের মৃত্তিকা আধুনিক কালে গঠিত হয় নাই। দেবীসিংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দেশ বিজন বিপিন হইয়াছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে ইহার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কেবল বার্কের উদ্দীপনার তেজে সেদিন রঙ্গপুরের নাম দেবীসিংহের সহিত জড়িত হইয়া শিক্ষাভিমানীর নিকট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশের লোকে দেশের ইতিহাস না লিখিলে ইতিহাস হয় না, কেবল ঘটনার পর ঘটনার ধারাবাহিক যোজনা হয় মাত্র। ইতিহাস জাতীয় জীবনের সমষ্টি আমাদের জাতীয় জীবন লোপ পাইয়াছে, তাই আমাদের ইতিহাস নাই। রঙ্গপুরের কবি, রাজ্যের খাজনার হিসাব দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি।" যখন কবি ও কাব্যের উৎপত্তি হয় নাই, যখ গদ্য রচনার কল্পনাও হয় নাই, সেই সময়ের গ্রাম্য কবি রাজস্বের নিয়ম পদ্ধতি বা ইতিহাস লিখিয়া পালরাজগণের মাণিক চাঁদকে অমর করিয়া গিয়াছেন। একজন কবি তাই সগর্ব্বে বলিয়াছেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই।
পেলেও পাইতে পার গুপত রতন।"

আমাদিগকে এখন ছাই উড়াইয়া দেখিতে হইবে, কালে কস্মিনে যদি আমরা গুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু হায় আমাদের সে অধ্যবসায় সে তিতিক্ষা নাই, আমাদের দারিদ্র্য দোষই সকল গুণরাশি নষ্ট করিয়াছে—তাই আমরা আমাদিগকেও চিনিয়া বাহির করিতে অসমর্থ, একজন বিদেশী চিনাইয়া দিলে আমরা আমাদিগকে চিনি!

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

# প্রাচীন গ্রাম্য-কবিতা সংগ্রহ

কবিতাগুলি অধিকাংশই বৃদ্ধা-স্ত্রীলোক মুখে শুনিয়া লিখিত হইল। দুই একটী গৃহ-রক্ষিত প্রাচীন দপ্তর খুজিয়া পাইয়াছি ; যথা :—পৌষনারায়ণী-স্নানের কবিতা ও মজনু ফকিরের কবিতা। লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় এগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইবে। আরও সংগ্রহের চেষ্টায় রহিলাম, পাইলে ক্রমে প্রকাশ করিব। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

## সুবল-মিলন

স্থানে স্থানে বেড়ান রাখাল সঙ্গে কেহ নাই।
ভাণ্ডিবনে ধেনু চরায় সুবল ও কানাই॥
সুবল বলে প্রাণের ভাই রে কানাই।
আজ তোমারে ভাণ্ডিবনে বিহারী সাজাই॥
এমন অপূর্ব্ব স্থান দেখিতে কৌতুক।
ভাণ্ডিবনে কুঞ্জ দেখি অতি অপরূপ॥
রজত কাঞ্চন থানা মাণিকের লতা।
সুবর্ণের গুনা দিয়া হীরা মতি গাঁথা॥
আন্ধারী পারিয়া তাহে ছায়াছে চামরে।
এই যে অপূর্ব্ব কুঞ্জবনের ভিতরে॥
এই স্থানেতে বস ভাই জগমন হরি।
পুষ্পেতে সাজাব আজ বিনোদবিহারী॥
বনেতে ফুটিল পুষ্প বিকসিত হ'য়ে।
প্রফুল্ল হইল সব সুবল দেখিয়ে॥
কদম্বের পুষ্প বলে সবে বিদ্যমানে।
সুখেতে দুলিব আজ গোবিন্দের কাণে॥ * *
আনন্দেতে পদ্ম বলে তোমরা নানা ফুল।
আমারে দেখিলে হবে চিন্তি ব্যাকুল॥
অলক ফুলের কনক নাম বেল ফুলের গাঁথুনি।
আমায় হৃদয়ে করি রাখিবেন চূড়ামণি॥
চরণ তলে থাকি আমি কমলপদ্ম নাম।
রাধাকৃষ্ণ একাসনে হেরিব বয়ান॥
সাজি হাতে বনমাঝে গমন করিল।
নানা জাতি পুষ্প সুবল তুলিতে লাগিল॥
সুগন্ধি করবী তুল্‌সী হরণি আসকি বাসকি।
চাঁপা মল্লিকা মালতি যূই যাঁতি যুতি॥
টগর বকুল তোলে তরু লতা তরঙ্গ (?)।
লতারি ফুল তোলে তরুলতা কৃষ্ণ॥
চূড়া গেঁদা কুঞ্জ রাখে থরেথরে গোলপত্রী আকন্দ
* * * *

নানা জাতি ফুল, তুলিয়া সুবল,
ভাণ্ডি বনেতে যায়।
* * * * * *
যেখানে রসিক রায়॥
হাসিয়া ভ্রমরা, বলিছে ভ্রমরি,
বুঝিতে না পার মূল।
উপরে গোবিন্দের চরণ কমল,
নীচেতে কমল ফুল॥
মাতিয়া ভ্রমরি মধুরব ধরি,
ভ্রমর ধরেছে তান।
তাহে মত্ত হ'য়ে, চরণে পড়িয়ে,
গুণ গুণ করে গান॥
কোকিল কোকিলা, করে নানা লীলা,
নেহারি নেহারি মুখে।
কিণ কিণ কিরকিটি, অতি পরিপাটী,
লতার উপরে ডাকে॥
ডাহুক ডাহুকি, টিয়া টুয়া পাখী,
ঝঙ্কার ধরিয়া তায়।
আর সুবল রাখাল, সাজিয়াছে ভাল,
বিনোদবিহারী রায়॥
চাতক চাতকী, হ'য়ে মহাসুখী,
পড়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

রাইকে দেখিয়া, নবীন মেঘ,
জল-দে জল-দে ডাকে ॥
ফুলের সাজ, ফুলের পোসাক,
ফুলের জামা জোড়া গায়।
মাথায় ফুলের পাতা, ফুলের পোষাক,
সেজেছে বিহারী রায় ॥
কি ভাল সাজালি ভাই! বামে দেও প্যারী।
তবে সে সাজিব ভাই বিনোদবিহারী ॥
সুবলকে দেখিয়া কুঞ্জশোভা মনে প'লো।
আমায় হেথা একা থুয়ে শ্রীরাধিকা কোথা গেল
কুঞ্জ বিনে ফিরে আঁখি সুখময়ী বিনে।
কুঞ্জ অন্ধকার দেখি এস প্রাণ * * ॥
বিধুমুখি প্রাণ শীতল কর ভাই।
রাই বিনে বাঁচেনা তোমার জীবন কানাই ॥
রাই বিনে যে শূন্য হ'ল সুখের বৃন্দাবন।
হায় রে দারুণ বিধি একি অকারণ ॥
বৃকভানু-নন্দিনী এনে দাও মোরে।
এ জনমের মত প্রাণ সঁপিলাম তোমারে ॥
কোন কুঞ্জে যাব রাধে কোন কুঞ্জে যাব।
কোথা গেলে চন্দ্রমুখী দরশন পাব ॥
নিধুবনে গিয়াছ তবে মনে করি লেখা।
তিন দিবস হইল আজি না হ'য়েছে দেখা ॥
নিধুবন মধুবন খুজিয়া বেড়াই।
ভ্রম বিহারীর মত খুজিতে না পাই ॥
কোনখানে পাইনারে রাধাঠাকুরাণী।
খুজিয়া আনিব হেথা কঠিন রমণী ॥
রাই বলে রেঁধেছি অন্ন পাতে ঢালি খাব।
এমন সময় এলি সুবল কেমন করে যাব ॥
মন্দা মন্দা বয় বাও পত্র পড়ে গণি।
কাঁদিয়া বলেছে কৃষ্ণ এস হে কিশোরী ॥
কেমনে বা আছে বঁধু হ'লো বা কেমন।
কহতো সুবল ভাই সেই বিবরণ ॥
নাক পরে তুল ধরি দেখেছি রে নড়ে।
কণ্ঠাগত প্রাণ হ'য়েছে বলিলাম তোমারে ॥
কি কথা বলিলি সুবল কি বলিলি হায়।
বাক্যরূপ বজ্রাঘাত দিলি যে মাথায় ॥
যত ছিল মন সাধ রহিল সকল।
ভাণ্ডিবনে অচেতন হ'য়েছে নাগর ॥

সাধ করে গেঁথে হার দেব কার গলে।
ঝাঁপ দিয়া মরিব সই যমুনার জলে ॥
গেঁথেছি মালতির মালা কাহারে সাজাব।
মাধব ছাড়া বৃন্দাবনে কেমনে রহিব ॥
শয্যা হৈতে তুলে মোকে কে করাবে বেশ।
তাম্বুল নখানি ক'রে কে বান্ধিবে কেশ ॥
যুগল চরণ ধরে কে সাজাবে মোরে।
মান করে রহিলে আমায় কে করিবে কোলে॥
প্রাণেরি প্রাণ বঁধু ছিল মোর প্রাণে;
বলনা সুবল সেই হারালো কেমনে ॥
* * * *
তুমিতো ললিতা সখী সকল প্রধান।
আঁখ চেয়ে কও কথা সকল প্রমাণ ॥
মানসিক করগো সই চণ্ডীর চরণে।
নাথের মঙ্গল পেলে পূজিব কমলে ॥
জিহ্বা কেটে অর্ঘ্য দিব মাথায় জ্বেলে ধূপ।
নানা পুষ্প বিল্বদলে পূ'জব মায়ের রূপ ॥
কৃষ্ণ যদি মরে তবে বাঁচ্‌বে আবার কে।
ভবসিন্ধু তরাইতে কৃষ্ণ হয়েছে ॥
ত্রৈলক্যের নাথ কৃষ্ণ পতিতপাবন।
নাম লইলে পাপ যায় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
উঠ উঠ রসিক নাগর ব্যস্ত কেন হরি।
চেয়ে দেখ এসেছি আমি বিনোদিনী ॥
প্যারী ধবলির বৎস একটী তুলে নিল।
সুবলের বেশে রাই কুঞ্জেতে দাঁড়াল ॥
সুবলের বেশ দেখি ভূমে অচেতন।
কোথা রেখে এলে সুবল মম স্থাপ্য ধন ॥
অচেতন দেখে রাই ভূমিতে লুটায়।
* * * *
উঠ উঠ রসিক নাগর আমি তোমার প্যারী।
আমি রহিব তোমার চরণ উপরি ॥
তখন রাইকে তুলি আনিল কোলের উপরে।
লক্ষতো চুম্বন দিলেন বদন কমলে ॥
ধন্য লতা তমাল পাতা ধন্য বৃন্দাবন।
ধন্য ধন্য রাধাকৃষ্ণে একখানে মিলন ॥

সুবল-মিলন কবিতা সমাপ্ত।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

রঙ্গপুর-শাখা

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

## কার্য্য-বিবরণী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা কর্তৃক প্রেরিত প্রদর্শনযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দ্বিতীয় বর্ষ—৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মূল সভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ ভারতীয় কৃষি শিল্পপ্রদর্শনীর শিক্ষা-বিভাগে যে সকল সাহিত্যিক নিদর্শনাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সময়ের সংকীর্ণতাহেতু আশানুরূপ প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্য প্রেরণ করিতে পারা যায় নাই।

১। ইষ্টক ফলক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত।

লিপি-উদ্ধার "রঘুরামেণ প্রাসাদোঽয়ং সংস্কৃত ১৬৬৬ শক।" এই ইষ্টক ফলকখানি রঙ্গপুর পরগণে কুণ্ডীর অধীন সপ্তপুষ্করিণী গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী একটী জীর্ণ প্রাচীন সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপের ভগ্নাবশেষ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাই কুণ্ডীর সকল জমিদারের আদি বাসবাটীর পূজার দালান। এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুইখানি ইষ্টকে সম্পূর্ণ লিপিটী খোদিত হইয়াছিল। আমরা উহা সম্পূর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু পূর্ব্বে লিপি উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত ইহা আমাদের মনে হয় নাই। ভীষণ ভূমিকম্পের পর হইতে একখানি লিপিসংযুক্ত ইষ্টক কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। উহাতেই মন্দিরটীর নির্ম্মাণকালাদি খোদিত ছিল। কুণ্ডীর জমিদারগণের আদিপুরুষ কেশবচন্দ্র রায়চৌধুরী ঐ বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কেশবের সময় বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে নির্ণীত হইয়াছে। বাঙ্গালার নবাব সা সুজার সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা মানসিংহের সহিত উত্তর-বঙ্গে আগমন করেন। তাঁহার পৌত্র রঘুরাম ১৬৬৬ শকে মন্দিরটীর সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। উপরোক্ত শ্লোকাংশে তাহাই সূচিত হইতেছে। যে মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার ১৬৩ বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা যে তাহারও একশত বা দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের ইহা যুক্তিতেই আসিতেছে। মন্দিরটী ইংরেজরাজত্বেরও পূর্ব্বের ইহাতে সন্দেহ নাই

কেশব রায়চৌধুরী ইহার নির্ম্মাতা। বটবৃক্ষাদির দ্বারা আক্রান্ত হইলেও উহার সুদৃঢ় তিনটী খিলানের মধ্যে ছুটী প্রকাণ্ড খিলান অটুট রহিয়াছে। কারুকার্য্যও মন্দ নহে।

২। মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ফটো-চিত্রশাখা-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত।

এই মহাত্মা রাজা মহিমারঞ্জনের পূজ্যপাদ পিতা এবং উত্তর বঙ্গের তদানীন্তন ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে পরম বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃত বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তিনি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার উৎসাহে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ বিশেষতঃ কাব্যাদি রচিত হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভার ন্যায় রাজধানী কাকিনাতে কয়েকটী উপযুক্ত পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তিনি একটী পণ্ডিতসভা গঠন করিয়াছিলেন। কবিবর শ্রীশ্বরও তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। রঙ্গপুরবাসী জনৈক চিত্রকর উক্ত মহাত্মার যে তৈল চিত্র তৎকালে প্রস্তুত করিয়াছিল, প্রেরিত ফটোখানি সেই চিত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

( ক ) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়-চৌধুরী মহাশয়ের ফটো-চিত্র। শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি ইহা প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা শ্রীমহিমারঞ্জন উত্তর বঙ্গবাসী ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে একজন শিক্ষিত অমায়িক পরম বিদ্যোৎসাহী আড়ম্বরশূন্য পুরুষ। ইঁহার যত্নেই কুণ্ডী হইতে প্রকাশিত 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' নাম ধারণপূর্ব্বক আজ পর্য্যন্ত কাকিনা নগরীতে জীবিত আছে। অবশ্য পত্রিকার পরিচালন তাদৃশ সুন্দররূপে হইতেছে না। তৎপ্রতি রাজা বাহাদুরের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ইঁহার কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয় বটে। এই মহাত্মার অলৌকিক দানশীলতা ও অন্যান্য বিবিধ গুণে মুগ্ধ হইয়া সদাশয় গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক ইঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। অর্থ বিনিময়ে রাজোপাধি ইনি গ্রহণ করেন নাই। ইহাই রাজা মহিমারঞ্জনের চরিত্রের বিশেষত্ব। শাখা-পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া উৎসাহিত করিতে ইনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবিগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

( খ ) শ্রীযুক্ত কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ফটো-চিত্র। শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এখানি তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নস্বরূপ "ছন্দোবোধশব্দসাগর" প্রণেতা শ্রীযুক্ত কালী-মোহন রায়চৌধুরীকে সম্ভবতঃ সকল সাহিত্যিক জানিয়াছেন। তাঁহার আলেখ্য দর্শনীয় বটে। সাহিত্য জগতে কালীমোহন বাবু নব আবিষ্কার করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। ইঁহার জীবনী লক্ষ্মীসরস্বতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা "স্মৃতিচিহ্ন" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। A short sketch of life of Babu Kalimohon

Roy নামক গ্রন্থেও ইহার জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। উহাও প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।

৩। প্রাচীন মুদ্রাপঞ্চক—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর শাখা-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

তিনটী মুদ্রায় নিম্নলিখিত লিপি খোদিত আছে যথা :—

ক। শ্রীশ্রীহরগৌরীপদপরায়ণায়াঃ শাকে ১৬৪৮ এবং অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীশিবসিংহনৃপমহিষী শ্রীফুলেশ্বরী দেব্যাঃ। মুদ্রাটী অষ্টকোণাকৃতি বিশিষ্ট।

খ। শ্রীশ্রীজয়ন্তীপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৫৩ এবং অপর পৃষ্ঠে অৰ্দ্ধচন্দ্রাদি অঙ্কিত আছে।

গ। কালিকাপদে শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্য দেব শ্রীভাগ্যবতী মহাদেব্যো অপর পৃষ্ঠে সিংহ মূৰ্ত্তি এবং শক ১৬০৭।

ঘ। অপর দুইটী সম্রাট সাহ আলমের মুদ্রা। পারসিক ভাষার লিপি উহাতে অঙ্কিত আছে।

৪। গজদন্ত নিৰ্ম্মিত ছত্রের খোদিত লিপি সংযুক্ত দণ্ডাংশ। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

কলিকাতাস্থিত বিখ্যাত ঠাকুর বংশের স্বনামখ্যাত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় রঙ্গপুর পরগণে কুণ্ডীর অশেষ কীৰ্ত্তিশালী ভূম্যধিকারী মহাত্মা রাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়কে দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদি সংযুক্ত যে বহুমূল্য ছত্র উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া উক্ত দণ্ডাংশ প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। কাকিনাধিপতি মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র ইঁহারই সমসাময়িক। দুঃখের বিষয়, এই মহাত্মার কোন আলেখ্য রক্ষিত হয় নাই। ইনি মফস্বলের মধ্যে প্রথম সংবাদ পত্র ‘বার্ত্তাবহ’ প্রচার এবং উত্তর বঙ্গে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা সাহিত্য জগতে স্মরণীয় হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর দাতব্যচিকিৎসালয়ের স্থাপন ইহারই নেতৃত্বে হইয়াছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর তারিখে ইনি দেহ ত্যাগ করেন। রাজমোহনের অশেষ গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রসন্ন কুমার ঐ ছত্রটী উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত লিপিটী উহাতে খোদিত আছে "Rajmohon Roy Chou.lhury Zeminder of Koondi, From Prosonuokumar Tagore"

৫। রঙ্গপুর বাৰ্ত্তাবহ, দ্বিতীয় ভলিউম, ইংরেজী ১৮৪৮ অব্দ, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

ইহা মফঃস্বল হইতে প্রচারিত আদি সংবাদ পত্র। পূৰ্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে কুণ্ডীর জমিদার স্বৰ্গীয় রাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় ইহার প্রবর্ত্তক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রাজমোহন স্বৰ্গগত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বাসস্থান সপ্তপুষ্করিণী হইতে যন্ত্রালয় গোপালপুর গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানে পরম বিদ্যোৎসাহী কবিবর কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে বার্ত্তাবহের পুষ্টি সাধন হয়। বার্ত্তাবহের

পরমায়ু সাতবৎসর মাত্র। কালীচন্দ্রের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে বার্ত্তাবহের জীবন শেষ হইয়াছিল। উহার প্রথম সম্পাদক গুরুচরণ শর্ম্মরায়, পরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন। তৎকালে কুণ্ডী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত—ভীমলোচন সন্ন্যাল ও স্বয়ং কালীচন্দ্রই এই পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। পত্রিকার "বন্ধুর লিপি" সকল কবিতা কালীচন্দ্রের অমৃতবর্ষিণী লেখনী প্রসূত। বহু অনুসন্ধানেও প্রথম ভলিউমের কোন অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বাকী ভলিউম অতি জীর্ণবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দর্শকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তন্মধ্য হইতে দুইখণ্ড মাত্র প্রেরিত হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের এই বিখ্যাত কবির কবিতাদি এপর্য্যন্ত কেহ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই। বার্ত্তাবহের জীর্ণ পৃষ্ঠা হইতে আমরা যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়াছি। উহা শাখা-পরিষদের এই মুখ-পত্রে সত্বর প্রকাশিত হইবে। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত যাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনমাস পথশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক কলিকাতা হইতে কুণ্ডীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন বার্ত্তাবহের এই জীর্ণ পত্র কয়েক খানির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইবে ইহা অপেক্ষা উত্তর-বঙ্গবাসীর কলঙ্কের কথা আর কি আছে ?

(ক) রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ—সপ্তম ভলিউম, ১২৬০ সাল, ইং ১৮৫৪ অব্দ। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

ইহাতে বাঙ্গালার আদি নাটক কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের জন্মবিবরণ সন্নিবেশিত আছে। দর্শক এই ভলিউমের ৩১৬ সংখ্যায় মহাত্মা কালীচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপন এবং তদনুযায়ী হিন্দু মেট্রপলিটান বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের নাটক রচনা করিয়া কালীচন্দ্রের নিকটে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র মুদ্রিত দেখিতে পাইবেন। সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ নাটকের উৎপত্তির এরূপ জলন্ত ইতিহাস আজ অজানিত রূপে কীটের উদরে যাইতে বসিয়াছে। তথাপি আমরা জাতীয় গৌরবে স্ফীত। বসন্ত বর্ণন প্রভৃতি কালীচন্দ্রের দুই চারিটী কবিতাও এই খণ্ডে রহিয়াছে। জানি না এই সকল নিদর্শন দেখিয়া বঙ্গের সাহিত্যিকগণ কালীচন্দ্রের স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করিবেন।

৬। স্বভাব-দর্পণ—স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

প্রেমরসাষ্টক প্রভৃতি বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ কালীচন্দ্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল মুদ্রিত গ্রন্থগুলির একখানিও বঙ্গের কোন প্রান্তে পাওয়া যায় না। কবির প্রতিভার শেষ নিদর্শনরূপে এই স্বভাবদর্পণ নামক পুস্তিকাখানি আমরা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। দর্শক যদি ইহা পাঠ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন, তবে কালীচন্দ্রের সাহিত্যজগতে প্রবেশের প্রথম নিদর্শনের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। ঈশ্বর গুপ্ত অপেক্ষা ইহার প্রতিভা কোনও অংশে হীন ছিল না।

৭। জ্ঞানকৌমুদী—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ। প্রকাশের সন তারিখ ও গ্রন্থকর্ত্তার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৮। হিতোপদেশ—বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

৯। বিজয়িনী, দিল্লী মহোৎসব কাব্য প্রভৃতি রচয়িতা কবিবর শ্রীধর বিদ্যালঙ্কারের নিজ হস্তলিখিত দিল্লী মহোৎসব কাব্যাংশ।

শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত। এই কবিবরের বিস্তৃত জীবনী দর্শক তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়, কবিবরের লিখিত শক্তিশতক গ্রন্থ প্রারম্ভে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। ইনি কাকিনাধিপতি পরম বিদ্যোৎসাহী শম্ভুচন্দ্র ও পরে বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত মহিমরঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। প্রাগুক্ত গ্রন্থাদিতেই ইঁহার কবিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা অধিক পরিচয় আর কি দিব? উত্তর বঙ্গের রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১০। শক্তিশতক—স্বর্গীয় শ্রীধর বিদ্যালঙ্কার কৃত এবং কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভূমিকা সহিত, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত—

উপরোক্ত কবিবরের প্রতিভার নিদর্শন ও জীবনচরিত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানা হইবে।

১১। ছন্দোবোধ শব্দ সাগর ৩ খণ্ড শ্রীকালীচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক কুণ্ডী হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকার নিজে এই গ্রন্থ প্রদর্শনার্থ শাখা সভাকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীকালীচন্দ্র রায়চৌধুরী বহুদিন গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মুন্সেফী পদে উন্নীত হন, এবং কিয়দ্দিবস কার্য্য করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন। সাহিত্য জগতে ইনি অভিনব আবিষ্কার করিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহার জীবনী স্মৃতি-চিহ্ন ও Short Sketches of life of Babu Kalimohon Roy Choudhury নামক গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১২। স্মৃতি-চিহ্ন ও Short Sketches of life of Babu Kalimohon Roy Choudhury.

এই গ্রন্থদ্বয় কালীমোহন বাবু রঙ্গপুর পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে ছন্দ-বোধ-শব্দসাগর-রচয়িতার অলৌকিক জীবনী ও পূর্ব্বকালে কিরূপ কষ্টে লোকের ইংরেজী শিক্ষা লাভ হইত, তাহা জানিতে পারা যাইবে। কুণ্ডীর জমিদারগণের পূর্ব্ব পরিচয় উহাতে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

১৩। কালিদাস কৃত শকুন্তলা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ সারউইলিয়াম জোন্সের কৃত—প্রথম সংস্করণ, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মহামতি জোন্সের পরিচয় সকলেরই বিদিত। তাঁহার অনুবাদের প্রথম সংস্করণ যাহা বাঙ্গালীরা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন তাহা প্রদর্শনযোগ্য হইবে বলিয়া প্রেরিত হইয়াছিল।

১৪। রঙ্গপুর নলডাঙ্গার ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় নীলকমল লাহিড়ী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছায়াচিত্র, হস্তাক্ষর ও গ্রন্থাবলী।

এই মহাত্মার জন্ম বাঙ্গলা ১২৩৫ সাল, ১৮ই পৌষ, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষীয় দশমী তিথি।

মৃত্যু বাঙ্গলা ১৩০৩ সাল ১৯এ ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথি।

তৎকৃত গ্রন্থের বিবরণ।

১। কাল্যর্চ্চনচন্দ্রিকা—এই পুস্তক ৮টী প্রকাশে বিভক্ত; তন্মধ্যে ৭ম প্রকাশ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। কালীপূজা ও তৎ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে এই সংগ্রহ, শ্রেষ্ঠ পুস্তক মধ্যে পরিগণিত।

এই পুস্তক ১৭৮৪ শকে প্রণীত হয়, তখন গ্রন্থকর্ত্তার বয়স ৩৪ বৎসর, এবং ১৮০১ শকে মুদ্রিত হয়।

২। কৃষিতত্ত্ব—ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কৃষি সম্বন্ধে বিস্তৃত পুস্তক, বাঙ্গলা ১২৮৭ সালে মুদ্রিত।

৩। শক্তিভক্তিরসকণিকা—ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক, বাঙ্গলা ১৩০১ সালে মুদ্রিত।

৪। শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা পদ্ধতি ইং ১৮৯৪ সালে মুদ্রিত।

৫। প্রতিষ্ঠালহরী—দেবদেবীর ও কূপ বাপী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার পুস্তক, অমুদ্রিত।

৬। যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীকৃষ্ণের দোল প্রভৃতি যাত্রার বিধি, অমুদ্রিত।

মাসিক পত্রিকায় ইঁহার অনেক প্রবন্ধ লিখিত আছে।

সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য ইনি যে প্রকার খ্যাত ছিলেন, বৈষয়িক কার্য্যের বিজ্ঞতার জন্যও ইঁহার তাদৃশ সুখ্যাতি ছিল। রঙ্গপুরের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে প্রতিনিয়ত যোগ দান করিতেন।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী।

১৫। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের ছায়া-চিত্র, হস্তাক্ষর ও গ্রন্থাবলী।

এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত—

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামে অধিকরণ কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় উদীচ্য ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণের পবিত্র বংশে ১৭৭১ শকের ২২শে চৈত্র বুধবার কৃষ্ণসপ্তমীতে যাদবেশ্বর তর্করত্নের জন্ম হয়। পঞ্চমবর্ষ বয়সের সময়ে ইঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়, সেইজন্য বাল্যকালে ইঁহার বিদ্যা শিক্ষার তত সুবিধা হয় নাই। পিতৃ বিয়োগের পর ইঁহার বৃদ্ধা পিতামহী এবং পিতামহীর পরলোকের পর রঙ্গপুর রাধাবল্লভের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী

মহোদয়া ইঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এতদ্দেশের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ৺হরগোবিন্দ সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকটে কলাপ ব্যাকরণ, সর্ব্বদেশবিখ্যাত মহাকবি ৺শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে ইনি কাব্য-প্রকাশ এবং কতিপয় কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ৺কাশীধামে যাইয়া সর্ব্বদেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে ন্যায়-শাস্ত্র; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ৺বিশুদ্ধানন্দ স্বামী-পাদের নিকটে দর্শন-শাস্ত্র; ৺ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ৺ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে কতিপয় কাব্যগ্রন্থ ও সাহিত্য-দর্পণ অধ্যয়ন করেন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ইঁহার পিতৃব্য ৺কমলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে স্মৃতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময়ে খেদাবলী নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ, ও পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের সময়ে শোকতরঙ্গিণী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই পুস্তক দুইখানি অমুদ্রিত অবস্থায় বিনষ্ট হইয়াছে। কলাপব্যাকরণকে মূল করিয়া ইনি একখানি ছন্দের ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ইটাকুমারীর অনেক বালক তাহা অধ্যয়ন করিয়া বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিল। যাহাদিগের জন্য এই ব্যাকরণ লিখিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে এইক্ষণে কেহই জগতে নাই; সুতরাং সেই লিখিত পুস্তক পাইবার বা তাহাদিগের কণ্ঠনির্গত সেই শ্লোকাত্মক সূত্র সমূহ শুনিবার আর সম্ভাবনা নাই। একটী স্মৃতির ব্যবস্থা লইয়া নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের সহিত ইঁহার মতভেদ হয়। সেই উপলক্ষে ইনি ১৯৩০ সংবৎএ ১ম ভাগ সংশয়-নিরশন নামে একখানি পুস্তক ও ১৯৩৩ সংবৎএ ২য় ভাগ সংশয়-নিরশন নামে আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই সকল মুদ্রিত পুস্তক এইক্ষণ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পাঠকালে কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত মহাকবি ও মহাদার্শনিক ৺তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত ইঁহার শাস্ত্রীয় বিবাদ হয়। পরমাণুবাদ লইয়া মুক্তাগাছায় বঙ্গদেশের প্রধান নৈয়ায়িক ৺রামমন তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত যে তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের তুমুল বিচার হয়, সেই বিচারান্তে বিজয়গর্ব্বী তর্করত্ন মহাশয় কাশীতে প্রত্যাগত হইলে যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁহার অনুমানের উপরে একটী অখণ্ডনীয় উপাধি প্রদর্শন করেন; তাহা লইয়া এবং নাটোররাজ চন্দ্রনাথের সভায় চন্দ্রের কলঙ্কবর্ণন লইয়া এই তর্করত্ন মহাশয়দ্বয়ের বিবাদের প্রারম্ভ হয়। ইঁহার কৃত 'চন্দ্রদূত' নামে খণ্ডকাব্য ও 'প্রশান্ত কুসুম' নামে কোষ-কাব্য ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। সেই পুস্তকদ্বয়েরও আর প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। বিক্রমপুরের নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ ৺প্রসন্নকুমার তর্করত্ন মহাশয় এবং বৈয়াকরণ শ্রেষ্ঠ ৺জগবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত ইঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী একটী বিচার হইয়াছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহোদয় যে প্রবেশিকা নামে একখানি পাঠ্য-পুস্তক বাহির করেন; কোনও অজ্ঞাতনামাব্যক্তি ক্রমাগত সেই পুস্তকের কতকগুলি ভুল প্রদর্শন করেন। বঙ্গদেশে তাহা লইয়া সেই সময়ে মহা

আন্দোলন উপস্থিত হয়। তর্করত্ন মহাশয় সেই সময়ে ক্রমাগত নয়মাস কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক সপ্তাহের সঞ্জীবনীতে প্রতিপক্ষ প্রদর্শিত ভুলগুলি যে প্রকৃত ভুল নয়, শাস্ত্র যুক্তি প্রদর্শনে তাহার সমর্থন করেন। সেই সেই দীর্ঘ প্রবন্ধ দেখিয়া ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ও ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কোনই ভুল হয় নাই, স্পষ্টাক্ষরে অঙ্গীকার করেন। ১৯৫৭ সংবৎএ ইনি 'অশ্রুবিসর্জ্জন' নামে একখানি কাব্য ও ইংরাজী ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে 'অশ্রুবিন্দু' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ১৯৬১ সংবৎএ ইঁহার রচিত 'রাজ্যাভিষেক' কাব্যের প্রচার হয়। ইঁহার রচিত 'রত্নকোষ' নামক কাব্য যন্ত্রস্থ রহিয়াছে। 'সুভদ্রাহরণ' নামক ইঁহার লিখিত মহাকাব্যের অদ্যাপি মুদ্রণ হয় নাই। রঙ্গপুর টাউন ও রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্টে যে সকল সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, সেই সমস্ত কার্য্যে ইঁহার কিছু না কিছু সংস্রব আছে। ইনি একজন Second class power (দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা-প্রাপ্ত) Honorary magistrate অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সৃষ্টি হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর। সময়ে সময়ে ইনি মিউনিসিপাল কমিশনর রূপেও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিগত ১৮২৫ শকাব্দে নবদ্বীপের পণ্ডিত মহোদয়গণ মিলিত হইয়া ইঁহাকে 'পণ্ডিতরাজ' উপাধি ও একখানি অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন। বঙ্গদেশের লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর ইঁহাকে করনেশন সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনেরল ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছেন। প্রথম জুবিলীতে (যে সময়ে এই মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি হয়) ভাইস্‌রয়ের লেভিতে ইনি আহূত হইয়া মহামহোপাধ্যায়দিগের সমশ্রেণীর আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তদন্তেবাসী

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী।

১৬। কাকিনাধিপতি মহাত্মা শম্ভুচন্দ্রের উৎসাহে উত্তরবঙ্গের প্রথম প্রকাশিত বহু গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইখানি গ্রন্থ সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।

১। 'কমলদন্তা-হরণ' বাঙ্গালা-কাব্য গ্রন্থ, পণ্ডিত তারাশঙ্কর মৈত্রের প্রণীত। ইঁহারই পুত্র শ্রীযুক্ত হরশঙ্কর মৈত্রেয় মহাশয় অধুনা কাকিনা হইতে প্রকাশিত "রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদকতা করিতেছেন।

২। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' বাঙ্গালা প্রহসনগ্রন্থ, ভুবনমোহন চক্রবর্ত্তী বিরচিত। শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে ১৭৮৪ শকাব্দে মুদ্রিত।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।

## প্রথম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—রঙ্গপুর টাউনহল, সময় ১৭ই আষাঢ়, ইং ১ জুলাই (১৯০৮)

রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকিল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার
„ মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী, জমিদার „ ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ
„ শ্রীশগোবিন্দ সেন „ দ্বারকানাথ ঘোষ, হেড্ পণ্ডিত
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, বি, এল „ হরগোপাল দাসকুণ্ডু, জমিদার
„ সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, (সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, এম্ এ, বি, এল্ (সহকারী সম্পাদক) ও অন্যান্য।

আলোচ্য-বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থ উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রাচীন কামরূপের ইতিহাসের একাংশ ও শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয়ের গ্রাম্য-কবিতা সংগ্রহ। ৫। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তাঁহার আদেশক্রমে সম্পাদক মহাশয় গত প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন উক্ত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথাযথরূপে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত 'বিদ্যাসাগর-জীবনী' নামক গ্রন্থ; পুরস্কার প্রদানকালীন রঙ্গপুর জাতীয়বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যিনি "জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকারপূর্ব্বক উহা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সভাস্থলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় পুরস্কার পাইবার অনুপযুক্ত হওয়াতে সভাপতি মহাশয় ঐ পুরস্কার সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে গচ্ছিত রাখেন। এই বিশেষ ঘটনাটীও ঐ বিবরণের সহিত সংযোজিত হওয়া আবশ্যক। সভাপতি মহাশয়ের ঐ প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল যে নিম্নলিখিত অংশ প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণের শেষে যোগ করিতে হইবে। "জাতীয় ইতিহাসে

প্রয়োজনীয়তা” সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করাতে সভাপতি মহাশয় শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রকে, এই সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত “বিদ্যাসাগর জীবনী” নামক পুরস্কার প্রদান জন্য আহ্বান করিলে বালক সভাপতি মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া যে পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশায় সে পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধটী লিখিয়াছে, সেই পুরস্কার গ্রহণ সম্বন্ধে অন্যায়রূপে তীব্র মন্তব্য প্রকাশপূর্ব্বক নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত বলিল যে, সে পুরস্কারটী গ্রহণ করিবে না। তাহার এরূপ ঔদ্ধত্যে সভাস্থ সকলে বিরক্ত হইলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে তাহাকে সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। ঐ পুরস্কারটী আপাততঃ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত রহিল। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদনক্রমে উহা পরে বিতরিত হইবে।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ অতঃপর যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া রঙ্গপুর শাখাপরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

| প্রস্তাবক | সমর্থক | সভ্যগণের নাম | |
|---|---|---|---|
| শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু | সম্পাদক | শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মৈত্র, | সেরপুর (বগুড়া) |
| | | „ নারায়ণচন্দ্র দাস | ঐ |
| | | „ গোলকেশ্বর অধিকারী | ঐ |
| | | „ দুর্গামোহন সাহা | ঐ |
| | | „ বঙ্কবিহারী কুণ্ডু | ঐ |
| | | „ সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র | ঐ |
| | | „ প্রমথনাথ মুন্সী জমিদার | ঐ |

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় বগুড়ার সাধক কবি গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের “প্রস্তাব সঙ্গীত” নামক গ্রন্থ সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া উপহার প্রদান করিলেন। তাঁহাকে সভার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সারদাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ মহাশয় দিনাজপুর হইতে উত্তর বঙ্গের কবি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের রচিত পাঁচখানা গ্রন্থ সভার উপহার স্বরূপে ডাকযোগে পাঠাইয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি সম্পাদক মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল। গ্রন্থগুলির নাম এস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল।

১। নিবাতকবচ বধ।
২। রসকাদম্বিনী।
৩। ভগবচ্ছতকম্।
৪। ধীরানন্দ-তরঙ্গিণী
৫। কাব্যবোধিকা।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত।

অনন্তর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় যে দ্বাদশটী গ্রাম্য কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে কয়েকটী সভ্যগণকে শুনাইলেন। কবিতাগুলি বগুড়া জেলার গ্রাম্য কবিগণের রচিত এবং বিভিন্ন সময়ের, তন্মধ্যে গঙ্গাস্নানের কবিতা, মহাস্নানের পৌষনারায়ণী, করতোয়া-স্নানের কবিতা এবং ইংরেজ রাজত্বের সময়ে এতদ্দেশে প্রাদুর্ভূত মজনুদস্যুর কবিতাগুলি হইতে তৎসময়ের কিছু কিছু স্থানীয় বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

কলিকাতা হইতে আগত নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় টাউনহলের অন্তর্গত রঙ্গালয়টী অভিনয়ের জন্য লওয়াতে এবং সন্ধ্যার পরেই তাঁহাদিগের অভিনয় আরম্ভ হইবে নির্দ্দিষ্ট থাকায় শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত থাকিল। আগামীতে উহা পঠিত হইবে। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সভাভঙ্গ হইল।

| শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী | শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী |
|---|---|
| সম্পাদক | সভাপতি |

## দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান—রঙ্গপুর টাউন হল, সময় ২০শে শ্রাবণ, ৫ই আগষ্ট (১৯০৬)

রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী। (সভাপতি) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মাহীগঞ্জ
„ আশুতোষ লাহিড়ী, বি, সি, ই, „ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, সব্‌ইনসপেক্টার অব পুলিশ।
„ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, (সহকারী সম্পাদক)।
„ রজনীকান্ত মৈত্র, হেড্‌ক্লার্ক রঙ্গপুর পুলিশ আফিস।
„ শ্রীশগোবিন্দ সেন, শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়
„ ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হেড্‌ক্লার্ক কালেক্টারী, রঙ্গপুর।
„ মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু, মাহীগঞ্জ
„ ললিতমোহন গোস্বামী, (ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ)
„ মধুসূদন মজুমদার শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ „ রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী (সম্পাদক)

এতদ্ব্যতীত প্রায় শতাধিক স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ভদ্রমহোদয়গণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্যারম্ভ হয়।

আলোচ্য-বিষয়াদি—

১। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, ২। নূতন সভ্যনির্ব্বাচন, ৩। গ্রন্থ উপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ, ৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুর পূর্ব্ব অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত হরগোপাল বাবুর "সেতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত" নামক পুঁথি প্রদর্শন ও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ, ৫। বিবিধ।

দ্বিতীয় বার্ষিক প্রথম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্র হেড্‌ক্লার্ক, রঙ্গপুর পুলিশ অফিস, মহাশয় নূতন সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন। তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া জ্ঞাপনের ভার সম্পাদকের উপরে অর্পিত হইল।

| উপহৃত পুস্তকের নাম | উপহারদাতার নাম |
|---|---|
| গীতায় ঈশ্বরবাদ | শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি এল, কলিকাতা। |
| পাগলের পাগলামী<br>১ম, ২য়, ৩য় ভাগ। | শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,<br>মহাদেবপুর, রাজসাহী। |
| কৌমুদী | শ্রীযুক্ত শ্রীশগোবিন্দ সেন, রঙ্গপুর। |

সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় প্রাচীন কামরূপের কুচবিহার রাজগণের আধিপত্যের পূর্ব্বের পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলেন। তাহার সার নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। কামরূপের ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রামাণ্য ইতিহাসাদির নাম উল্লেখ করিয়া উহার রামায়ণিক, মহাভারতিক ও তান্ত্রিক অবস্থান ও পরিমাণ ফলাদির উল্লেখ করিলেন। হুয়েনসাং প্রদত্ত কামরূপের পরিমাণ ফলের সহিত তান্ত্রিক গ্রন্থাদির লিখিত পরিমাণ ফলের ঐক্য দেখান হইল। রঙ্গপুরের আদি ইতিহাস প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত এবং এই স্থান কামপীঠের অন্তর্গত তাহা সীমা নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখান হইল। নদীমাতৃক কামরূপ প্রদেশের কতকগুলি নদীর নাম ও পাহাড়েরও উল্লেখ করিলেন। ঐ সকল নদীর মধ্যে বর্ত্তমান কোনটী কোন নাম ধারণ করিয়াছে তাহা বিবৃত করিলেন। কামরূপের আদি রাজা মহীরঙ্গ দানব হইতে আরম্ভ করিয়া বনমালা বর্ম্মদেব পর্য্যন্ত রাজগণের [illegible]। পদানপূর্ব্বক কুমার ভাস্করবর্ম্মার রাজত্ব কাল হইতে এই প্রদেশে

বৌদ্ধপ্রভাবের বিস্তৃতির বিষয় বর্ণিত হইল। বৌদ্ধরাজগণের মধ্যে ধর্ম্মপাল, মাণিকচাঁদ, গোপীচাঁদ প্রভৃতি রাজগণের বিবরণ লিখিয়া কামতাপুর রাজগণের অভ্যুদয়ের কথার অবতারণা করিলেন। ঐ বংশের নীলধ্বজ হইতে নীলাম্বর পর্য্যন্ত রাজগণের বিবরণ ও কীর্ত্তি ইত্যাদির বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইল। শেষ রাজা নীলাম্বরের গৌড় বাদসাহ হুসেনসাহের হস্তে পতনের কথা মার্টিন সাহেবের ইষ্টারণ ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়া পাঠকবর্গকে শুনাইলেন, এই নীলাম্বরেরই অনেকানেক কীর্ত্তি রঙ্গপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তীকালে কুচবিহার রাজগণের অভ্যুদয় এবং সমাগত মুসলমান বাদসাহগণের সহিত সংঘর্ষণের বিষয় পরে বিবৃত করিবেন বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিলেন।

স্থানীয় বিবরণ সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করাতে সভ্যগণ রঙ্গপুরের প্রাচীন ঐতিহাসিক আলোচনায় আগ্রহের সহিত নিযুক্ত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই মহাশয় স্বচক্ষে নীলাম্বর রাজার যে সকল গড় ও দুর্গাদি তাঁহার মফঃস্বল ভ্রমণকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে নীলাম্বর সম্বন্ধে রঙ্গপুরের অন্তর্গত চাতরাহাটের নিকটে দারিয়ার দরগার ফকিরের নিকটে তিনি নিম্নলিখিত বিবরণ অবগত হইয়াছেন, ঐ স্থানে নীলাম্বর রাজার এক দুর্গ আছে। সে ফকির বলে যে ইস্মাইল গাজী নামক মুসলমান সেনাপতি আসিয়া যখন নীলাম্বরের পীরগঞ্জের নিকটেই দুর্গ আক্রমণ করে তখন নীলাম্বর রাজা তাহাকে বাধা দেওয়ার জন্য বহু সৈনিকসহ তথায় আগমন করেন এবং অন্তঃপুর-মহিলাগণকে যুদ্ধ স্থান হইতে কিয়দ্দূরে রাখিয়া বলিয়া রাখেন যে, তিনি যে সকল পারাবত সঙ্গে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন ভাগ্য বিপর্য্যয়ে মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলে ঐগুলি উড়াইয়া দিবেন। পারাবতের দল ঊর্দ্ধমার্গগামী হইয়াছে দেখিতে পাইলেই রাণীগণ চিতারোহণ করিয়া মুসলমানগণের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন। রাণীগণ রাজার আদেশ মত চিতা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নীলাম্বর ঘোর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ইস্মাইল গাজীকে পরাস্ত এবং নিহত করিলেন। ঐ গাজী পরম ধার্ম্মিক ছিল, তাহার দেহের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ এই প্রদেশের নানাস্থানে পতিত হইয়া হিন্দুর ৫১ পীঠের ন্যায় মুসলমানদিগেরও বহু পবিত্র স্থানের উৎপত্তি হইল। যুদ্ধকালে অসাবধানতা প্রযুক্ত নীলাম্বর কর্ত্তৃক আনীত পারাবতগুলি সহসা আকাশে উড্ডীন হইল। অন্তঃপুরচারিণীগণ পারাবতগুলিকে ঊর্দ্ধমার্গগামী দেখিয়া রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে স্থির করিয়া চিতারোহণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। যুদ্ধাবসানে রাজা স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া দুঃখে ক্ষোভে ঐ চিতায় প্রাণত্যাগ করেন এবং দুর্গটী মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। কিন্তু ইতিহাসে এ বিবরণ নাই। সেই ফকির লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়াছে যে এ কথা তাহার কল্পিত নহে। পারসিকভাষায় হস্তলিখিত একখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে উহা লিখিত আছে এবং গ্রন্থখানি তাহার

নিকটে আছে। ঐ গ্রন্থ সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্রেয় মহাশয়ের উপরে উহা সংগ্রহের ভার অর্পিত হইল এবং ঐ প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গের একখানি নক্সা প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার জন্য লাহিড়ী মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন প্রবন্ধ অতি উত্তম হইয়াছে এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে প্রকাশ করিলেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় ১২৬৮ সালে মুদ্রিত "সৈতিহাস বগুড়া-বৃত্তান্ত" নামক পুস্তকের একখানি নকল সভ্যগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া উহার সূচীপত্র পাঠ করিলেম। পুস্তকখানিতে ঐ জেলার ৫০ বৎসর পূর্ব্বের অনেক বৃত্তান্ত ধারাবাহিকরূপে লিখিত হইয়াছে এবং ঐ জেলায় যে সকল নীলকুঠী-মন্দির, বিচারালয়, ঔষধালয়, রেশমের কুঠী, মুক্তার কারবার বর্ত্তমান ছিল তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত মজনু ফকিরের ও নদী ইত্যাদির বিবরণও উল্লিখিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হিসাবে পুস্তকখানির আবশ্যকতা কম নহে বলিয়া কুণ্ডু মহাশয় উহা শাখা-সভা হইতে প্রকাশের জন্য সভার হস্তে গ্রন্থখানি প্রদান করেন। সর্ব্বসম্মতিতে উহা সাদরে গৃহীত হয় এবং প্রকাশের উপযুক্ত হইবে কি না তাহা বিচারের ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপরে অর্পিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রজনী প্রায় ৮ ঘটিককার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীভবানীপ্রসন্নলাহিড়ী
সভাপতি।

## তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান—রঙ্গপুর টাউনহল, ১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট (১৯০৬)

রবিবার অপরাহ্ণ ৬।০ ঘটিকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী (সভাপতি) শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় (মহাফেজ)
" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই " মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" ললিতমোহন ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ " রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার " হরগোপাল দাসকুণ্ডু
" হরিশ্চন্দ্র রায়, মোক্তার " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী (সম্পাদক)

নির্দ্ধারিত হইল যে অদ্য ধর্ম্মসভাগৃহে ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক একটী বৃহৎ সভা আহূত হওয়ায় সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই তথায় গমন করিয়াছেন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যেও অনেকের তথায় গমন প্রয়োজন, এ জন্য অদ্য এ সভাধিবেশন স্থগিত রাখা হউক। আগামী ৩১শে ভাদ্র রবিবার এই সভায় আলোচ্য-বিষয়াদির আলোচনা জন্য সম্পাদক মহাশয় স্থগিত তৃতীয় মাসিক অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সভাপতি।

## স্থগিত তৃতীয় অধিবেশন।

স্থান রঙ্গপুর টাউনহল।

৩১ শে ভাদ্র, রবিবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬, অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যতীর্থ সভাপতি,
" পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন,
" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকিল,
" আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি. ই,
" পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, পত্রিকা-সম্পাদক,
" রজনীকান্ত মৈত্র, হেডক্লার্ক পুলিশ আফিস,
" হরিশ্চন্দ্র রায় মোক্তার,
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল,
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার,
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় জজের মহাফেজ,
" নগেন্দ্রনাথ সেন বিএ,
" শ্রীশ গোবিন্দ সেন,
" ললিতমোহন ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ,
" পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন,
" হরগোপাল দাস কুণ্ডু জমিদার সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক,
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক,

আলোচ্য বিষয়াদি।

১। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থ উপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের "করতোয়া" ৫। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে এই সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্যারম্ভ হয়।

পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব সম্মতিতে—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দত্ত চৌধুরী মহাশয়ও এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় সভার পুস্তকাগারের জন্য "হৃদয়কুসুম" নামক গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু মোহন সেহা-নবীশ মহাশয় কায়স্থ-পত্রিকার একসংখ্যা উপহার প্রদান করিলে সর্ব্ব সম্মতিতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জল-ঢাকা হইতে কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির সংবাদ শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়া পাঠাইলে এই সভার সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়কে সে গুলি সংগ্রহার্থ পাঠান হয়। শ্রীযুক্ত কুণ্ডু মহাশয় বহুশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক যে সকল পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় তাহা সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। এবং সভার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল; মহাশয় তাহার কোন কোন অংশ সভ্য-গণকে শুনাইলেন। সংগৃহীত পুঁথিগুলির নাম এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

১। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ।
২। জৈমিনী ভারত।
৩। জগতজীবন প্রণীত-বিষহরী পদ্মা পুরাণ
৪। কালুগাজীর পুঁথি।
৫। নলদময়ন্তী উপাখ্যান।
৬। মুসলমানী পুঁথি।

এই সভা কর্ত্তৃক গঠিত "পুরস্কার সমিতির" মন্তব্য এই অধিবেশনে উপস্থিত করার কথা ছিল, কিন্তু ঐ সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কোন অধিবেশন এ পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। যদি সমিতির পুনরাহূত অধিবেশনেও মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুপস্থিত থাকেন তবে অবশিষ্ট সভ্যেরা মন্তব্য স্থির করিয়া সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন ইহা নির্দ্ধারিত হয়।

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ ক্রমে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়

তাঁহার সুদীর্ঘ সারগর্ভ ঐতিহাসিক বিবিধতথ্য পূর্ণ "করতোয়া" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহাতে করতোয়ার বৈদিক কাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্তের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, মহাশয় উক্ত প্রবন্ধোক্ত "কিরাত-মণ্ডলের" অবস্থান সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলেন, তিনি ইহাও বলিলেন যে, করতোয়া ভোটানস্পর্শ করে নাই। প্রবন্ধের এক স্থানে হরগোপাল বাবু উল্লেখ করিয়াছেন করতোয়া পৌণ্ড্রদেশ প্লাবিত করিয়াছে। সে পৌণ্ড্রদেশ "বগুড়ায়"। পঞ্চানন বাবু বলেন, শব্দ-সংক্ষেপের নিয়মানুসারে পৌণ্ড্রদেশ বর্তমান "পূর্ণিয়া" আকার ধারণ করিয়াছে; উহা বগুড়ায় নহে। মৎস্য দেশের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে উহা পশ্চিম দেশীয় বেরারে বা অন্য কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিতে চান। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে এই সভায় জনৈক সুবিজ্ঞ ব্যক্তি প্রবন্ধ-রচয়িতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে, পৌণ্ড্রদেশ সম্বন্ধে তিনি পঞ্চানন বাবুর মতের পোষকতা করিতে পারেন না। কেননা যে স্কন্দ-পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া হরগোপাল বাবু করতোয়াধৌত ভূখণ্ডকে পৌণ্ড্রদেশ বলিয়াছেন, তাহা মহাভারতের ঠিক নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই স্কন্দপুরাণকে কখনই অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যে পৌণ্ড্রদেশে, কৌশিকী নদীতটে, পৌণ্ড্রবাসবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই পৌণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পৃথক। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পৌণ্ড্রনগর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিরাতমণ্ডল হিমালয়ের অপর পারে অবস্থিত, যাহা পঞ্চানন বাবু উল্লেখ করেন, তৎ-সম্বন্ধে এই মহাত্মা বলেন যে, মহাভারতের সভা-পর্ব্বে কিরাত দেশের রাজার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। হিমালয়ের পর পারে যে অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ গিয়াছিলেন ইহা বোধ হয় না। বিশেষ প্রাচীন গ্রীকগণ ঐ রাজ্যের সহিত বাণিজ্য করিতেন। হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বতে গমন করিতে ইংরেজগণ এই সে দিন কত কষ্ট পাইয়াছেন, সুতরাং গ্রীকগণ যে সেই দুর্গম পথে গমন করিয়া হিমালয়ের পরপারে তিব্বতে বা অন্য কোন স্থানে গিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। এই সকল কারণে হরগোপাল বাবুর মতে কিরাত দেশ যে কুচবিহার সন্নিহিত কোন স্থানে ছিল, ইহা বক্তাও অনুমান করেন। মৎস্যদেশ সম্বন্ধে পঞ্চানন বাবুর মত সমর্থন না করিয়া তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোক হইতে "মৎস্যান্" শব্দের বহুবচনান্ত দেশবাচক ব্যাখ্যা করেন। উহার অর্থ "ক্ষত্রিয়ান্" নহে। আর ঐ দেশের অবস্থান পশ্চিমাঞ্চলে না হইবার পক্ষে তিনি একটী সাধারণ যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, যে স্থানের লোকেরা মৎস্য স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করে তাহারা যে নিজের দেশের সেই অস্পৃশ্য মৎস্যের আখ্যা প্রদান করিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, মহাশয় পৌণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ-রচয়িতার সংগ্রহ নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন।

সভাপতি মহাশয়, এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই বলিয়া বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অকাল মৃত্যুহেতু শোক-প্রকাশক প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্ব্বসম্মতিতে তাহা গৃহীত হইয়া বসু মহাশয়ের শোকপ্রাপ্ত পরিবারগণের নিকট সমবেদনা প্রকাশক পত্র লিখিবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হয়।

এই সভাতে শ্রীবঙ্গধর্ম্মমহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরশঙ্কর সাংখ্যরত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রজনী প্রায় আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

| শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী | শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় |
|---|---|
| সম্পাদক। | সভাপতি। |

## চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

স্থান—রঙ্গপুর টাউন হল।

২৫শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১১ই নবেম্বর (১৯০৬)

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার, আট্, ল,—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃদয়নাথ তর্করত্ন,
" রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল
" জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়, মহাফেজ
" হরিশ্চন্দ্র রায়, মোক্তার
" কালিদাস চট্টোপাধ্যায়,
" বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দনপাট
( ও অন্যান্য কয়েক জন )

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী সহঃ সভাপতি।
" ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণপুরাণতীর্থ
" রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার।
" গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
" এককড়ি ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতীর্থ
" ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হেড্ ক্লার্ক
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়াদি।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "বোদাল স্তম্ভলিপি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্ এ বি, এল মহাশয় কর্ত্তৃক কয়েক খানি প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শন। ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয় যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

| সভ্যের নাম | প্রস্তাবক | সমর্থক |
|---|---|---|
| ১। শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমিদার, মহাদেবপুর পোষ্ট, রাজসাহী। | সম্পাদক। | শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী |
| ২। শ্রীখান্ মুজঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার, পালিচড়া, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর। | ঐ | ঐ |

অনন্তর নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকগুলির জন্য উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

| পুস্তকের নাম | উপহারদাতার নাম |
|---|---|
| ১। অকিঞ্চনের নিবেদন | শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী। |
| ২। রাস-পঞ্চাধ্যায় ( হস্তলিখিত পুঁথি ) | শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ। |
| ৩। গোঁসাঞী মঙ্গল ( মুদ্রিত ) | ঐ |

সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের প্রেরিত দিনাজপুরের "গরুড় স্তম্ভ লিপি" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধটী রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের প্রথমবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইল বলিয়া এস্থলে আর তাহার সার উদ্ধৃত করা গেল না।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে উত্তর বঙ্গীয় একজন প্রধান অধ্যাপক প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—

তিনি প্রথমে প্রবন্ধ রচয়িতার এরূপ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন "আমরা বাগদুয়ারস্থ বাক্‌দেবীর মন্দির পালবংশের ভবচন্দ্র রাজার কীর্ত্তি বলিয়া জানি। গুরব মিশ্রের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ লিপিতে পালবংশের বাক্‌পাল নামক এক রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার নামের সহিত বারদুয়ার ও বাক্‌দেবীর নামের সামঞ্জস্য দেখা যায়। ইহাতে অনুমান হয় এই বাক্‌পালই বাক্‌দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার যে ভবচন্দ্র নাম শুনিতে পাওয়া যায়, উহা উপাধি হইবে। বাক্‌পাল, উপাধি দ্বারাই আমাদিগের নিকটে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। প্রবন্ধের এক স্থানে রচয়িতা আমাদিগের দেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার স্বপক্ষে আমি প্রজার অনুরোধে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক এবং প্রজারঞ্জনার্থ সীতার বনবাস প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মহাভারতের সময়ে এই প্রজাশক্তি সঙ্কুচিত হইয়াছিল। মহারাজ দুর্য্যোধন প্রজাশক্তিকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই কারণে দ্রৌপদীর বিচার সময়

প্রজার কথা রক্ষিত হয় নাই। বিকর্ণ প্রজা স্থানীয় হইয়াও ঐ সভার স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে ছাড়েন নাই। আরও দেখা যায় রাজা ও প্রজা-প্রতিনিধিগণ একত্র সভাস্থ হইয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কীচক কর্তৃক অপমানিতা দ্রৌপদী, বিরাটের সভায় গিয়া বিরাট ও প্রজাগণের নিকটে বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রজা-শক্তির নিকট ভীত ছিলেন। মন্ত্রী কণিক তাঁহাকে প্রজার প্রতি সম্মান দেখাইতে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। "রনৃজ ধাতু হইতে রাজা শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে। ইহাই ভারতে প্রজাশক্তির প্রাবল্যের পরিচায়ক।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় প্রবন্ধটীর মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। তিনি যে সকল পত্রিকায় ঐ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা ঐ পত্রে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, রঙ্গপুর শাখা পরিষৎ যে এরূপ স্থানীয় তথ্যা-লোচনায় সক্ষম হইবেন তাহা প্রথমে তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি প্রবন্ধ রচয়িতার সহিত পরিচিত হইয়া সুখী হইয়াছেন, এক্ষণে প্রবন্ধ শুনিয়া অধিকতর সুখী হইলেন। শ্রীযুক্ত হরগোপাল বাবু প্রবন্ধের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, একটী বিষয়ের একবার আলোচনা হইয়া গেলেও যে আর তাহার আলোচনা করিতে হইবে না, ইহা ঠিক নহে; বরং যত অধিক আলোচনা হইবে ততই অধিক লাভ। তিনি নিজেই রঙ্গপুরের এত নিকটে যে এরূপ একটী প্রাচীন কীর্ত্তি বিরাজিত আছে, প্রবন্ধ শুনার পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিয়া তিনি আপন বক্তব্য শেষ করিলেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার মহাশয় কোন বিশেষ কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় যে সকল প্রাচীন পুঁথি তিনি দেখাইবেন বলিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী — সম্পাদক।
শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী — সভাপতি।

## পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

স্থান—রঙ্গপুর টাউন হল।

রবিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, (১৩১৩), ৯ই ডিসেম্বর, (১৯০৬),

আলোচ্য বিষয়।

শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী ব্যাকরণপুরাণতীর্থ